উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

৪ পৌষ ১৪৩১ শুক্রবার ৪.০০ টাকা 20 December 2024 Friday 16 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 211 JAL

টি২০-তে রিচার দ্রুততম অর্ধশতরান

পনেরোর পাতায়

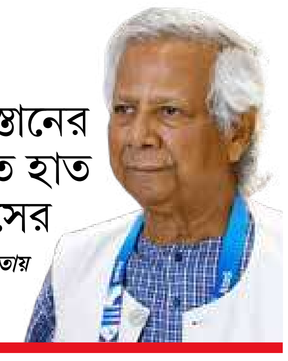

পাকিস্তানের হাতে হাত ইউনূসের

তেরোর পাতায়

উত্তরের খোঁজে

দুই বাংলার দুই আন্দোলন যখন আলো থেকে আঁধারে

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

বিদ্বেষের বাংলাদেশের কাগজে ক'দিন আগে দেখলাম শিরোনাম-- ভারত তুমি রিয়ালিটি মাইন্যে নাও।

আরেকটা শিরোনাম-- ভারতের কথা ও আচরণে মিল থাকতে হবে।

রিয়ালিটি মাইন্যে নাও মানে কী? আসলে বাস্তব মেনে নিতে বলা। কথা ও আচরণের ব্যাপারটা? আসলে কথায় ও কাজে মিল নেই।

ঢাকা বলতেই পারে, ভারতের অন্দরে সংখ্যালঘুদের উপর কি অত্যাচার হচ্ছে না? উত্তরপ্রদেশ, মুম্বই, হরিয়ানা, নয়াদিল্লি থেকে মুসলমানদের হেনস্তার কত খবর আসে! যোগী জমানায় তো বহু শহরের নাম বদলাল মুসলিম স্পর্শ থাকায়। কে দিব্যি দিল অন্য দেশ নিয়ে ভাবতে?

ভারতের অনেকে বোঝাতে চাইছেন, ৫৪ বছর আগে বাংলাদেশের যুদ্ধে আমরা কত সাহায্য করেছিলাম। ওপার বাংলা কি সব ভুলে গেল? ভারতে আর যাই হোক, সংখ্যালঘুদের প্রাণভয়ে কাঁটাতার পেরিয়ে, নদী সাঁতরে অন্য দেশে পালাতে হয় না এখনও। বিশৃঙ্খলার বাংলাদেশে যা নিয়মিত ছবি আজ।

পরিবর্তিত সমাজে হয়তো প্রসঙ্গটা অর্থহীন।

এখন অত বছর আগের উপকার মনে রাখার দিন শেষ। এখন প্রচুর ছেলেমেয়ে বাড়ি থেকে

এরপর দশের পাতায়

জখম বিজেপি সাংসদ প্রতাপচন্দ্র সারেঙ্গির পাশে রাহুল। নয়াদিল্লিতে।

গণতন্ত্রের মন্দিরে ধস্তাধস্তি

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর : সংসদে ধাক্কাধাক্কি। যাতে মাথা ফাটে এক সাংসদের। অভিযোগ ওঠে, রাহুল গান্ধির ধাক্কায় পড়ে গিয়েছেন তিনি। বিরোধী দলনেতার বিড়ম্বনা বাড়ে বিজেপির এক মহিলা সাংসদের অভিযোগে। বলা হয়, রাহুলের উপস্থিতির কারণে 'অস্বস্তি' বোধ করেছেন ওই মহিলা। পালটা কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেকে ধাক্কা দেওয়ার অভিযোগ ওঠে বিজেপির বিরুদ্ধে। তামাম বিশ্ব দেখল গণতন্ত্রের মন্দিরের সেই 'অবাক চিত্র।'

দীর্ঘদিনের সাংসদ সৌগত রায়ের ভাষায়, 'এরকম ঘটনা আমার এত বছরের রাজনৈতিক জীবনে দেখিনি।' আম্বেদকর সম্পর্কে মন্তব্যকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র ক্ষমাপ্রার্থনা ও পদত্যাগের দাবিতে বুধবার থেকে একজোট ছিল বিরোধীরা। বিজেপি সাংসদরা বৃহস্পতিবার পালটা কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই আম্বেদকরকে অসম্মান করার অভিযোগে প্রতিবাদ শুরু করার পর ধুন্ধুমার বাধে।

'ইন্ডিয়া' জোটের শরিকরা তখন আম্বেদকরের ছবি হাতে জয় ভীম স্লোগান দিতে দিতে সংসদের বাইরে মকরদ্বারের দিকে এগোচ্ছিলেন। সেসময়ই শুরু হয় দু'পক্ষের বচসা। তারপর ধাক্কাধাক্কি, ধস্তাধস্তি। তাতে সিঁড়ি দিয়ে পড়ে গিয়ে বিজেপি সাংসদ প্রতাপ সারেঙ্গির মাথায় চোট লাগে। বিজেপি অভিযোগ করে, রাহুলের ধাক্কায় পড়ে গিয়েছেন সারেঙ্গি। তাঁকে দেখতে রাহুল এগিয়ে গেলে সেসময় বিজেপির নিশিকান্ত দুবে চিৎকার করে ওঠেন, 'আপনি গুন্ডার মতো আচরণ করছেন।'

রাহুল বলার চেষ্টা করেন,

অভব্য আচরণে বিদ্ধ রাহুল

'সারেঙ্গিই আমাকে ধাক্কা মেরেছেন।' রাহুলের বিড়ম্বনা এখানেই শেষ নয়। নাগাল্যান্ডের বিজেপি সাংসদ ফ্যাঙ্গনন কন্যাক অভিযোগ করেন, 'রাহুল গান্ধি আমার খুব কাছে দাঁড়িয়ে যাওয়ায় আমার ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছিল। তারপরও উনি আমার দিকে তাকিয়ে চিৎকার করতে থাকেন।' তিনি রাজ্যসভার চেয়ারম্যানকে সেই অভিযোগ জানান।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে পালটা লোকসভার অধ্যক্ষের কাছে নালিশ জানানো হয় যে,

এরপর দশের পাতায়

২৫ হাজার চাকরি নিয়ে ফের সংশয়

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর : হাইকোর্টের পথেই কি সুপ্রিম কোর্ট? স্কুল সার্ভিস কমিশনের (এসএসসি) নিয়োগ সংক্রান্ত দুর্নীতি মামলা নিয়ে বৃহস্পতিবার প্রধান বিচারপতির মন্তব্যে সেই জল্পনা উসকে উঠেছে। প্রধান বিচারপতি সঞ্জীব খান্না ও বিচারপতি সঞ্জয় কুমারের বেঞ্চের মতে, যোগ্য ও অযোগ্যদের চিহ্নিত করা না গেলে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ বহাল রাখা ছাড়া উপায় থাকবে না।

ফলে গত ২২ এপ্রিল হাইকোর্টের বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি মহম্মদ সব্বর রশিদির বেঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ২০১৬ সালের পুরো প্যানেলের ২৫,৭৫৩ জন শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীর চাকরি খোওয়ানোর সম্ভাবনা নতুন করে তৈরি হল। ৭ জানুয়ারি পরবর্তী শুনানিতে বিষয়টি চূড়ান্ত হতে পারে। নিয়োগ খারিজে হাইকোর্টের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করে রাজ্য।

শীর্ষ আদালতের আগের স্থগিতাদেশে এখনও ওই শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা চাকরিতে বহাল আছেন। কিন্তু প্রধান বিচারপতির বেঞ্চের এদিনের পর্যবেক্ষণে আর নিশ্চিন্ত থাকার জো নেই কারও। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের আইনজীবী এমন দুর্নীতির অভিযোগ কমবেশি সব রাজ্যে আছে বলে মন্তব্য করলে প্রধান বিচারপতি বলেন, 'ডাল মে কালা হ্যায়, ইয়া সব কুছ হি কালা হ্যায়'।

নিয়োগে অনিয়ম প্রকাশ্যে আসার পরেও অযোগ্যদের চিহ্নিত না করে 'সুপারনিউমেরারি পোস্ট' (অতিরিক্ত পদ) তৈরি করায় প্রশ্ন তোলেন তিনি। এসএসসি পরীক্ষার্থীদের ওএমআর শিটের মিরর ইমেজ সংরক্ষণ না করাতেও তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

এরপর দশের পাতায়

৪৫০ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের পুলিশের

ময়নাগুড়ি কাণ্ডে ধৃত ১৯

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : বুধবার ময়নাগুড়ি ভোটপট্টি এলাকায় জনতা-পুলিশ খণ্ডযুদ্ধের পর মোট ৪৫০ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে পুলিশ। ওইদিনের ঘটনার পর বৃহস্পতিবারও এলাকা ছিল থমথমে। এদিন ময়নাগুড়ি থানার পুলিশ মোট ১৯ জন ধৃতকে জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠায়। ভোটপট্টিতে এদিন জলপাইগুড়ির ডিএসপি ক্রাইম শান্তিনাথ পাঁজা ও ময়নাগুড়ি থানার আইসি সুবল ঘোষের নেতৃত্বে পুলিশ ও র‍্যাফের টহল চলেছে দিনভর। মোট তিন জায়গায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে। এদিকে শ্লীলতাহানির ঘটনায় নিগৃহীতা দুই নাবালিকার বাবা ময়নাগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ একজনকে গ্রেপ্তার করেছে।

জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'পুলিশের গাড়ির ওপর আক্রমণ, গাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগে আমরা ৪৫০ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেছি। ১৯ জনকে গ্রেপ্তার করে বাকিদের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। শ্লীলতাহানির ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

প্রথমে শ্লীলতাহানির অভিযোগ ও পরে গুজবকে কেন্দ্র করে বুধবার দিনভর এশিয়ান হাইওয়ে ময়নাগুড়িতে বিক্ষোভ চলে। বিক্ষোভ থেকে পুলিশের সঙ্গে জনতার খণ্ডযুদ্ধ বাধে। উত্তেজিত জনতা পুলিশকে মারধর করে বলে অভিযোগ। পুলিশকে মারধর, সরকারি কাজে বাধা, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট, এশিয়ান হাইওয়ে অবরোধের অভিযোগে পুলিশ ৪৫০ জনের বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রণোদিত মামলা শুরু করেছে।

এদিকে শ্লীলতাহানির ঘটনার অভিযোগের পরে পুলিশ রবিউল ইসলাম নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে। শ্লীলতাহানির ঘটনার পর সেখানে উত্তেজিত জনতা জমায়েত হলে রবিউল সেখানে আপত্তিকর মন্তব্য করে বলে অভিযোগ। এদিন রবিউলকে আদালতে পাঠানো হলে বিচারক তার দু'দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। যদিও শ্লীলতাহানির ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে এখনও গ্রেপ্তার করা সম্ভব হয়নি। নিগৃহীতার বাবা বলেন, 'আমরা চাই পুলিশ তদন্ত করে মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করুক।'

এদিন নতুন করে ভোটপট্টি এলাকায় কোনও গণ্ডগোলের ঘটনা ঘটেনি। পুলিশকে মারধর সহ গণ্ডগোলের মামলায় গ্রেপ্তার হওয়াদের মধ্যে ৭ জনকে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজত ও ১২ জনকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ঘটনার তদন্তে

ভোটপট্টি এলাকায় মোতায়েন পুলিশ ও র‍্যাফ। বৃহস্পতিবার।

পুলিশ বিশেষ দল গঠন করেছে। গণ্ডগোলের ঘটনায় জড়িতদের চিহ্নিত করতে বিভিন্ন ভিডিও ফুটেজ সংগ্রহ করছে পুলিশ। সেইসঙ্গে ঘটনার সময় অনেক আন্দোলনকারী সোশ্যাল মিডিয়াতে ফোটো ও ভিডিও আপলোড করেছিলেন। সেই ফোটো ও ভিডিওগুলিও পুলিশ সংগ্রহ করেছে। এছাড়াও ঘটনাস্থলের আশপাশে থাকা সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে পুলিশের ওপর আক্রমণকারীদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে।

এরপর দশের পাতায়

প্রসেনজিতের খোঁজে নজর নেপালে

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ১৯ ডিসেম্বর : মাল পুরসভার কর্মী প্রসেনজিৎ দত্তের গোটা পরিবার উধাও। তাঁর বাড়িতে তালা ঝুলছে। প্রতিবেশীরাও ওই পরিবারের বিরুদ্ধে মুখ খুলতে ভয় পাচ্ছেন। অনুপ্রবেশকারীদের প্রদান করা জাল পাসপোর্ট ইস্যুতে কড়া পদক্ষেপ করেছে মালবাজার পুরসভা। সংশ্লিষ্ট বিভাগের কর্মীর বিরুদ্ধে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়েরের পরেই অভিযুক্ত প্রসেনজিৎ গা ঢাকা দিয়েছেন। অভিযুক্তকে পুরসভার তরফে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হলেও কোনও উত্তর দেননি তিনি। সেই সঙ্গে জন্মমৃত্যু নিবন্ধীকরণ বিভাগের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় অভিযুক্ত পুরকর্মীকে। মাল মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রোশন প্রদীপ দেশমুখ বলেন, 'পুলিশ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার সঙ্গে বিষয়টি তদন্ত করছে।'

এদিকে, পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার দুপুরে স্পিড পোস্ট মারফত কিছু নথি প্রসেনজিৎ দত্ত পুরসভায় পাঠিয়েছেন, তবে সেটা তাঁরা এখনও যাচাই করে দেখেননি।

সম্প্রতি দিল্লি বিমানবন্দরে আফগান বাসিন্দাদের জাল পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত হয়। অভিবাসন দপ্তর থেকে সেই পাসপোর্টের বিষয়টি জানানো হয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকে। সিবিআই তার তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করার পর জানতে পারে ১৫টি জন্মমৃত্যু শংসাপত্র প্রদান করেছে পশ্চিমবঙ্গের মালবাজার পুরসভা। সেই ভিত্তিতে ১৮ নভেম্বর সিবিআই পুরসভাকে নোটিশ দেয়। ১৫ জনের জন্মমৃত্যুর শংসাপত্রের যাবতীয় নথি চাওয়া হয় পুরসভার কাছে। সেই নোটিশের প্রাপ্তি নিয়ে সমস্যা তৈরি হওয়ায় গত ৫ ডিসেম্বর

এরপর দশের পাতায়

সিংহভাগ বাগানে দালালরাজ চলছে। যার সঙ্গে কিছু সরকারি কর্মী, আধিকারিক যুক্ত রয়েছেন। পিএফের টাকা তোলার প্রক্রিয়া চা শ্রমিকদের কাছে জটিল করে দিয়ে তাঁদের ঘোরানো হচ্ছে। আর এতে বাধ্য হয়ে শ্রমিকরা দালালদের খপ্পরে পড়ছেন। - **কিরসন খড়িয়া** *সদস্য, মজুর সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটি*

মজুর সমিতির অভিযোগ, যৌন হেনস্থা প্রতিকারের কমিটিও নেই

রুগ্ন বাগানে নিয়মকে উপেক্ষা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : ডুয়ার্সের রুগ্ন চা বাগানগুলি চালাতে রাজ্য সরকারের তৈরি স্ট্যান্ডার্ড অপারেটিং প্রসিডিওর (এসওপি) মানা হচ্ছে না বলে অভিযোগ তুলল পশ্চিমবঙ্গ চা মজুর সমিতি। বহু চা শ্রমিকের প্রভিডেন্ট ফান্ডের (পিএফ) টাকা কাটা হলেও তা অ্যাকাউন্টে জমা হচ্ছে না বলেও অভিযোগ। বিষয়গুলি উল্লেখ করে বৃহস্পতিবার সমিতির তরফে অতিরিক্ত শ্রম কমিশনারকে স্মারকলিপি দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, ডুয়ার্সের সিংহভাগ চা বাগানে 'প্রিভেনশন অফ সেক্সুয়াল হ্যারাজমেন্ট কমিটি' নেই বলেও অভিযোগ। যে কারণে বিভিন্ন অভিযোগ বাগানের মহিলারা সামনে আনতে পারছেন না।

এদিন স্মারকলিপি দেওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গ চা মজুর সমিতির তরফে শিলিগুড়িতে সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। সংগঠনের অন্যতম সদস্য তথা সমাজকর্মী অনুরাধা তলোয়ার উপস্থিত ছিলেন। পিএফের টাকা তুলে দেওয়ার নামে বাগানগুলিতে দালালরা সঞ্চিত টাকার অর্ধেক নিয়ে নিচ্ছে বলে অভিযোগ তোলা হয়। এমনকি জীবিত চা শ্রমিকদের মৃত দেখিয়ে তাঁদের বিমার টাকা তুলে নেওয়ার অভিযোগও উঠে এসেছে এদিন।

অনুরাধার কথায়, 'রাজ্য সরকারের নিয়ম কার্যকর করা যে সমস্ত আধিকারিকের দায়িত্ব, তাঁদের যেন অসহায় মনে হচ্ছে। সমস্যা নিয়ে গেলে সমাধানের বদলে তাঁরা অন্য আধিকারিকদের কাছে যেতে বলছেন। বিভিন্ন বাগানে চা শ্রমিকরা নিয়মিত মজুরি পাচ্ছেন না।' তাঁর সংযোজন, 'রাজ্যের এসওপি অনুযায়ী, যেসব চা বাগানের মালিক নিয়মিত শ্রমিকদের মজুরি কিংবা সুযোগসুবিধা দেবেন না, তাঁদের লিজের মেয়াদ বাড়বে না। কিন্তু অনেক বাগানে রাজ্যের এসওপি মানা হচ্ছে না। যা আধিকারিকরা দেখছেন না।' এমন পরিস্থিতিতে আদালতে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। আলিপুরদুয়ার জেলার মধু চা বাগারের শ্রমিকদের অভিযোগ, তাঁদের মজুরি কর্তৃপক্ষ আটকে রাখছে। বাগানে পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। অ্যাম্বুল্যান্স খারাপ হয়ে পড়ে আছে। পিএফ কাটলেও জমা হচ্ছে না। তিন বছর ধরে এমনটা হয়ে আসছে। এসব সমস্যার কারণে অনেকে কাজের খোঁজে বাইরে চলে যাচ্ছেন।

মজুর সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কিরসন খড়িয়ার কথায়, 'সিংহভাগ বাগানে দালালরাজ চলছে। এতে সরকারি কর্মী, আধিকারিক যুক্ত রয়েছেন। পিএফের টাকা তোলার প্রক্রিয়া চা শ্রমিকদের কাছে জটিল করে দিয়ে তাঁদের ঘোরানো হচ্ছে। আর এতে বাধ্য হয়ে শ্রমিকরা দালালদের খপ্পরে পড়ছেন। কোনও শ্রমিকের এক লক্ষ টাকা তুলে দিলে, দালালরা পঞ্চাশ হাজার টাকা নিয়ে নিচ্ছে।' তাঁর সংযোজন, 'নিরক্ষর শ্রমিকদের মূলত টার্গেট করা হচ্ছে। শ্রমিকদের মৃত দেখিয়ে তাঁদের বিমার টাকা তুলে নেওয়ার ঘটনা এবছর চারটি হয়েছে। সমস্যার সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হব।'

সাংবাদিক বৈঠকে সমাজকর্মী অনুরাধা তলোয়ার। ছবি : সূত্রধর

কিশোরী বিক্রির মূল পাণ্ডাই অধরা

মালবাজার, ১৯ ডিসেম্বর : মাঝরাতে রাস্তায় কিশোরীর দরদাম করতে থাকা পাচারকারী দম্পতি পুলিশের জালে ধরা পড়লেও পাচারচক্রের মাস্টারমাইন্ড এখনও অধরা। মঙ্গলবার রাত তখন ১২টা। সূত্র মারফত নাবালিকা পাচারের খবর পেয়ে মালবাজার বাসস্ট্যান্ডে হানা দিয়েছিল মাল থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। পাচারকারী দম্পতি সহ ছোট একটি গাড়ি আটক করে নাবালিকাকে উদ্ধার করে তারা। বুধবার সকালে পাচারকারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষার পর আদালতে তোলা হয়। আর নাবালিকাকে হোমে পাঠানো হয়। কিন্তু এই ঘটনার মূল দালাল এখনও অধরা।

ঘটনাটির তদন্তকারী অফিসার সামতান তামাং বলেন, 'কেসটি আমাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মেয়েটিকে উদ্ধার করতে পেরেছি, এটা আমাদের কাছে সবচেয়ে বড়। তাকে হোমে পাঠানো হয়েছে। পাচারকারীদের আদালতে তোলা হয়েছে। মালবাজারের যে দালালের হাতে মেয়েটিকে তুলে দেওয়ার ফন্দি আঁটছিল ধৃত দম্পতি, তার খোঁজ চলছে।'

থানা সূত্রে খবর, গাড়িচালক শিবেন রায় ও সহকারী রাহুল হককে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে জানা গিয়েছে, এরাও পাচারচক্রে যুক্ত রয়েছে। দুজনেই মাথাভাঙ্গার বাসিন্দা।

এধরনের ঘটনায় প্রশাসনকে আরও বেশি সজাগ হতে হবে। সঙ্গে প্রত্যেক অভিভাবকের উচিত সবসময় তাঁরা যেন চোখ-কান খোলা রাখেন। একথা জানিয়ে আইনজীবী সুমন সিকদারের বক্তব্য, 'বাচ্চাদের সারাদিনের গতিবিধির ওপর নজর রাখা খুব দরকার। লক্ষ্য রাখতে হবে তারা কী করছে, কোথায় যাচ্ছে। এর আগেও এমন প্রলোভন দেখিয়ে মেয়েদের ধর্ষণ ও শারীরিক নিগ্রহের মতো ঘটনা ঘটেছে। সকলকেই আরেকটু বেশি সতর্ক ও সচেতন হতে হবে।'

ডুয়ার্সে এমন ঘটনা নতুন নয়। তাও এমন ঘটনা রুখতে তৎপরতা বৃদ্ধির প্রয়োজন। আইনজীবী তানভির আলমের কথায়, 'প্রত্যন্ত ডুয়ার্স এলাকাগুলির বহু বাগান থেকে তরুণীদের এমনই প্রলোভন দেখিয়ে অন্যত্র নিয়ে যাওয়ার খবর আসে আমাদের কাছে। তাদের মধ্যে এখনও বহু পরিবার সঠিক সুরাহা পাইনি। এমন সময় পুলিশের এই ভূমিকা সেই সকল পরিবারের পাশাপাশি আমাদেরও অনেকটা আশ্বস্ত করেছে।'

শুধু আইনজীবীরাই নন, ডুয়ার্সের সমাজসেবী, শিক্ষক মহল থেকেও সচেতনতা বৃদ্ধির দাবি উঠে এসেছে। এমন ঘৃণ্য কাজের তীব্র নিন্দা জানিয়ে বিকাশদেব রায়, মীনাক্ষী ঘোষরা জানিয়েছেন, পুলিশ চাইলে মূলচক্রী শীঘ্র তাদের জালে ধরা পড়বে।

রাজ্য সাব-জুনিয়ারে ডুয়ার্সের ১৪ জন

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : সাব-জুনিয়ার বয়েজ স্টেট হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপে আলিপুরদুয়ারের ১৪ জন খেলতে গেল। কামাখ্যাগুড়ি থেকে আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে তারা গিয়েছে। ডুয়ার্সের প্রত্যন্ত এলাকা থেকে ১৪ জনকে বাছাই করা হয়েছে এই দলে।

ওই প্রতিযোগিতা হবে ২০-২২ ডিসেম্বর হলদিয়ার সুতাহাটাতে। এই দলের সঙ্গে কোচ হিসেবে আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে গিয়েছেন রূপম রায় ও টিম ম্যানেজার সাগর বর্মন।

দলে থাকা বিকি দাস, অভিজিৎ রায় প্রমুখ বলেন, 'রাজ্যে সাফল্য এনে দিয়ে জেলার মুখকে গৌরবাজ্জ্বল করার লক্ষ্যেই আমরা এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছি। আমরা ডুয়ার্সের প্রত্যন্ত এলাকায় থাকি। কিন্তু আলিপুরদুয়ারের আমাদের দুই কোচ রূপম রায় ও কিশোর মিঞ্জ যথেষ্ট সহযোগিতা করেন সারা বছর ধরে।'

এই দলের সঙ্গে যুক্ত প্রশিক্ষক কিশোর মিঞ্জ বলেন, 'সারা বছর ধরে প্রত্যেকটি খেলোয়াড়ের জন্য আমরা অক্লান্ত পরিশ্রম করি এবং তাদের বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকি। চ্যাম্পিয়নশিপে আমরা আলিপুরদুয়ার জেলা চূড়ান্ত সফল হব এই আশা রাখছি। তবে আগামী দিনে আমরা সরকারি সহযোগিতা সহযোগিতা পেলে আরও অনেক ছেলেমেয়েকে প্রশিক্ষণ দিতে সক্ষম হব।' আলিপুরদুয়ার জেলা হ্যান্ডবল অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক অনিল তালুকদাদের কথায়, 'আমরা চূড়ান্ত পর্যায়ে এই ১৪ জন সেরা প্রতিভাবান খেলোয়াড়কে বাছাই করেছি। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য পাঠালাম। আশাকরি এই দল চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করে ফিরবে।'

হ্যান্ডবল

ফ্রিল্যান্স ফোটোগ্রাফার

উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় উল্লিখিত পদে আবেদনপত্র গ্রহণ করা হচ্ছে। ভালো মানের ডিজিটাল ক্যামেরা (ডিএসএলআর/মিররলেস) থাকা আবশ্যিক। যোগ্য প্রার্থীরা ২৫ ডিসেম্বর (২০২৪)এর মধ্যে নিজের তোলা পাঁচটি নমুনা ছবি সহ বায়োডাটা পিডিএফ ফর্ম্যাটে ই-মেল করুন। সাবজেক্ট লাইনে লিখুন ফ্রিল্যান্স ফোটোগ্রাফার

E-mail : jobs.uttarbanga@gmail.com

উপরে উল্লিখিত শর্ত না মেনে ই-মেল করলে আবেদনপত্র গ্রাহ্য করা হবে না।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজ টিভিতে

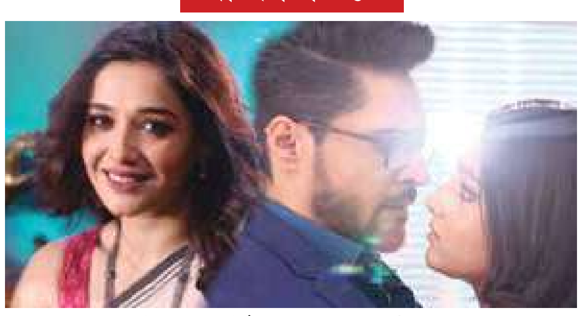
ঝোরার কারণেই কি ঝড় উঠবে ঋষি-ঝিল্লির জীবনে? তেঁতুলপাতা ১ ঘণ্টার মহাপর্ব বিকেল ৫.৩০ **স্টার জলসা**

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ প্রতিশোধ, ২.৩০ তিনমূর্তি, বিকেল ৫.৩০ সুয়োরানি দুয়োরানি, রাত ১২.০০ সোনার কেল্লা।

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ সঙ্গী, দুপুর ১.০০ বন্ধন, বিকেল ৪.০০ খোকা ৪২০, সন্ধে ৭.৩০ সূর্য, রাত ১০.৩০ প্রতীক

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ দেবা, বিকেল ৪.৩০ বেশ করেছি প্রেম করেছি, সন্ধে ৭.৩০ গোলমাল, রাত ১০.৩৫ মজনু

কালার্স বাংলা সিনেমা : দুপুর ২.০০ আগুন

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ প্রতিভা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ দায়বদ্ধ

জি সিনেমা : সকাল ১০.২৫ মিলি, দুপুর ১২.৫৫ ধমাল, বিকেল ৩.৪৩ মেন নাম্বার থার্টিন, ৫.৪৪ রাউডি নাম্বার ওয়ান, সন্ধে ৭.৫৫ পিণ্ডম, রাত ১০.৫৫ ভাই- মেরা বিগ ব্রাদার

অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৪৬ শূরবীর, দুপুর ১.১৬ জানোয়ার, বিকেল ৪.৫০ পুলিশগিরি, সন্ধে ৭.৩০ হলিডে-আ সোলজার ইজ নেভার অফ ডিউটি, রাত ১০.৩১ সিং ইজ কিং

সোনি ম্যাক্স টু : বেলা ১১.৩১ ইসি কা নাম জিন্দেগি, দুপুর ২.০৮ কর্তব্য, বিকেল ৫.০১ পুকার, সন্ধে ৭.৫৫ অল দ্য বেস্ট- ফান বিগিনস, রাত ১০.৩৫ স্টুয়ার্ট লিটল

স্টার মুভিজ : বিকেল ৩.৩০ টার্মিনেটর জেনিসিস, ৫.৩০ মনস্টার ট্রাকস, সন্ধে ৭.১৫ গডজিলা ভার্সাস কং- দ্য নিউ এম্পায়ার, রাত ৯.০০ দ্য মেগ, ১০.৪৫ রেসিডেন্ট এভিল - দ্য ফাইনাল চ্যাপ্টার

সোনি পিক্স এইচডি : দুপুর ১২.২৫ হোয়াইট হাউস ডাউন, ২.৪০ অ্যানাকোন্ডা, বিকেল ৪.১১ সুপারম্যান রিটার্নস, সন্ধে ৬.৫৩ ঘোস্টবাস্টার্স-আফটার লাইফ, রাত ৯.০০ দ্য মেকানিক, ১০.২৬ স্পাইডার ম্যান- হোমকামিং

বেশ করেছি প্রেম করেছি বিকেল ৪.৩০ **জলসা মুভিজ**

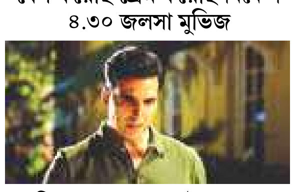
হলিডে- আ সোলজর ইজ নেভার অফ ডিউটি সন্ধে ৭.৩০ **অ্যান্ড পিকচার্স**

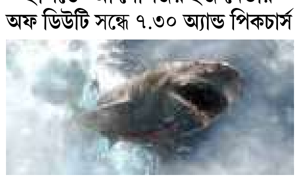
দ্য মেগ রাত ৯.০০ **স্টার মুভিজ**

স্নেক স্কোয়াড রাত ৯.০০ **সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি**

NOTICE INVITING TENDER

Name of the work : Construction of C.C. roads under Tufanganj Municipality NIT No. TUFANGANJ/05/2024-25 (2nd Call), ID : 2024_MAD_787177_1 & 2024_MAD_787177_2 Memo No-1216, dt. 18.12.2024. NIT No. TUFANGANJ/01/2024-25 (2nd Call), ID : 2024_MAD_787750_1 Memo No-1222, dt. 19.12.2024. NIT No. TUFANGANJ/04/2024-25 (2nd Call), ID : 2024_MAD_787776_1 & 2024_MAD_787776_2 Memo No-1223, dt. 19.12.2024. Start date of dropping tender-05.00 P.M. on 19.12.2024 to last date of dropping tender 05.00 P.M. on 26.12.2024. Tender opening date at 12.00 noon on 30.12.2024. Details will be available at office Notice Board & web portal **http://wbetenders.gov.in**

Sd/-
Chairman, Tufanganj Municipality
PO-Tufanganj, Dist-Cooch Behar

পূর্ব রেলওয়ে

হাওড়া ডিভিসনে পার্সেল স্পেস লিজ দেওয়ার জন্য ই-নিলাম

নং ঃ সিওএম/পার্সেল/লিজিং/লং টার্ম ই-অক/এইচডব্লুএইচ/২০২৪/পিটি-III, তাং. ১৮.১২.২০২৪

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, রেলযাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিসন থেকে যাত্রাকারী ০২টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০২টি এসএলআর-এর জন্য আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। **www.ireps.gov.in**-এ বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলি সমেত হস্তান্তরঅযোগ্য অকশন ক্যাটালগ পাওয়া যাবে। **www.ireps.gov.in**-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে এই ই-নিলামের দরপ্রস্তাব দাখিল করা যাবে। ই-নিলাম পদ্ধতিতে অংশগ্রহণের জন্য, **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে ব্যবসায়ীদের একবার নথিভুক্তি বাধ্যতামূলক। ব্যবসায়ীদের এছাড়াও ক্লাস-III ডিজিটাল সিগনেচার গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে। **নিলাম ক্যাটালগের বিশদ ঃ** (১) **নিলাম ক্যাটালগ নং ঃ** পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-এল২৪-১২এফ। **ট্রেন ঃ** ০২টি যাত্রীবাহী ট্রেনের ০২টি এসএলআর। **নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ** ৩১.১২.২০২৪ তারিখ দুপুর ১টা। HWH-494/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

ডিওয়াই. সিএমএম/এনএফআর/নিউ জলপাইগুড়ি অধিক্ষেত্রের অধীনে জানুয়ারি' ২০২৫ মাসের জন্য ইউনিট ভিত্তিক রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য নিম্নবিবরণ অনুযায়ী ই-নিলাম কর্মসূচি স্থির করা হয়েছে :

ডিএসডি-নিউ জলপাইগুড়ির জন্য

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	জানুয়ারি' ২০২৫	০২-০১-২০২৫, ১০-০১-২০২৫ ও ২১-০১-২০২৫

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের জন্য

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	জানুয়ারি' ২০২৫	০২-০১-২০২৫, ১০-০১-২০২৫ ও ২১-০১-২০২৫

কাটিহার ডিভিশনের জন্য

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	জানুয়ারি' ২০২৫	০২-০১-২০২৫, ১০-০১-২০২৫ ও ২১-০১-২০২৫

আগ্রহী বিডাররা আইআরইপিএস ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** এর মাধ্যমে ই-নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

ডিওয়াই. চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার/নিউ জলপাইগুড়ি

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিসনে বিভিন্ন স্টেশনে অটোমেটিক টেলার মেশিন (এটিএম)-এর জন্য www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করে ই-নিলাম আহ্বান করা হচ্ছে। নিলাম ক্যাটালগ নং. ঃ এটিএম-০১-২০২৫। নিলাম শুরুর তারিখ ঃ ০২.০১.২০২৫ ... MLD-168/2024-25

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

স্টোর ইপ্রকিউরমেন্ট

... ডিভিশনাল ম্যাটেরিয়ালস ম্যানেজার, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

রঙ্গিয়ায় পৃথক প্রাথমিক খণ্ডের ব্যবস্থা করা

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-১৭-২০২৪-২৫ তারিখঃ ১৬-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **কাজের নামঃ** রঙ্গিয়া মণ্ডলের বিভিন্ন য়ার্ডে বিজি-II খণ্ডের প্রত্যেক লাইনের জন্যে পৃথক প্রাথমিক খণ্ডের ব্যবস্থা করা। **টেণ্ডার রাশিঃ** ২,৫৪,১২,৮৫৯.৪৪/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৭৭,১০০/- টাকা। **টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৭-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি/রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

রঙ্গিয়া মণ্ডলে টিআরডি কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. আরটি-আরটি-ইএল-আরএনওয়াই-টিআরডি-১২-২৪-২৫ তারিখঃ ১৬-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেণ্ডার সংখ্যা. আরটি-আরটি- ... www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস নং. ১ ... মালদা ... www.ireps.gov.in ... MLD-170/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কিডনি চাই

কিডনি চাই A+, বয়স 30-45 পুরুষ বা মহিলা অভিভাবক সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। ফোন নম্বর : 9679967639. (C/114226)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি মিঠুন সাহা হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ির বাসিন্দা। আমার আসল দলিলটি হারিয়ে গেছে তার নম্বর 3205, রেজিস্ট্রেশন 2003, কেউ পেয়ে থাকলে 9832630661 নম্বরে যোগাযোগ করবেন। (C/114229)

অ্যাফিডেভিট

Service No 5003786X, (Assam Rifles), I am Bhakti Karjee, S/o Karma Singh Karjee. The name of my wife wrongly entered in my service record as Sujata Mochary in place of Sujata Karjee. By affidavit at Notary, Alipurduar Court on 19.12.2024, my wife's name has been rectified from Sujata Mochary to Sujata Karjee. (C/113723)

সিনেমা

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন (শিলিগুড়ি)
PUSHPA-2
(Hindi)
Time : 2.15 P.M. & 6.00 P.M.

Superhit 3rd week at
BISWADEEP
PUSHPA-2
Time : 12.30, 4.15, 7.45 P.M.

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬০০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৪০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২৬০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৭৪০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৭৫০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

WEST BENGAL STATE RURAL DEVELOPMENT AGENCY
Cooch Behar-II Division
Cooch Behar

The Executive Engineer (PIU-Head), WBSRDA Cooch Behar-II Division, invites E-tenders through E-Tendering Vide e-NIT No: WBSRDA/COB2/FLOODDAMAGE/11/2024-25, Details may be seen in **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer
HPIU, WBSRDA, Cooch Behar-II Division
Cooch Behar

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তিলাভ। বিদেশে পাঠরত প্রিয়জনের সুসংবাদ প্রাপ্তি। **বৃষ :** কম্পিউটার কাজের সঙ্গে যুক্তদের নানা ক্ষেত্র থেকে উপার্জনের আশা। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটিয়ে মানসিক তৃপ্তি। **মিথুন :** বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি লাভ। ঈশ্বর বিশ্বাস গভীর হবে। **কর্কট :** সামান্যে সন্তুষ্ট থাকার চেষ্টা করুন। অহেতুক তর্কে জড়িয়ে পড়ে সমস্যায়। **সিংহ :** বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তি। কন্যার চাকরিপ্রাপ্তির সংবাদে আনন্দ। **কন্যা :** সামান্য কারণে আজ উত্তেজিত হওয়া কাজ নষ্ট করতে পারেন। দাম্পত্যে শান্তি। **তুলা :** অন্যায় কাজকে না বুঝতে পেরে সমর্থন করে ফেলতে পারেন। বিদ্যার্থীদের শুভ। **বৃশ্চিক :** কোনও কিছুর জন্যে আজ অনুতাপ করতে হবে। গোপন কিছু প্রকাশ্যে আসায় ক্ষতি। **ধনু :** পৈতৃক সূত্রে লাভ হবে। নতুন জমি ক্রয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত। **মকর :** কর্মক্ষেত্রে আপনার ভুলে সমস্যা বৃদ্ধি। হঠাৎ অতিরিক্ত ব্যয় হতে পারে। **কুম্ভ :** প্রতিবেশীর সঙ্গে হঠাৎ বিবাদ এবং মানসিক অশান্তি। মায়ে রোগমুক্তি। **মীন :** বাধাবিঘ্নের মধ্যে ব্যবসায় অগ্রগতি। বিলাসিতায় লাগাম না দিলে আর্থিক সমস্যায় পড়তে পারেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ৪ পৌষ ১৪৩১, ভাঃ ২৯ অগ্রহায়ণ, ২০ ডিসেম্বর ২০২৪, ৪ পুহ, সংবৎ ৫ পৌষ বদি, ১৭ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।১৮, অঃ ৪।৫২। শুক্রবার, পঞ্চমী দিবা ১২।৪৯। মঘানক্ষত্র শেষরাত্রি ৬।৮। বিষ্কুম্ভযোগ রাত্রি ৯।৩। তৈতিলকরণ দিবা ১২।৪৯ গতে গরকরণ রাত্রি ১।২৪ গতে বণিজকরণ। জন্মে- সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, শেষরাত্রি ৬।৮ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- দক্ষিণে, দিবা ১২।৪৯ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি ৮।৫৭ গতে ১১।৩৫ মধ্যে। কালরাত্রি ৮।১৩ গতে ৯।৫৪ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম্ম- নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ পুংরত্নধারণ শঙ্খরত্নধারণ শান্তিস্বস্ত্যয়ন ভূমিক্রয়বিক্রয়, দিবা ১২।৪৯ মধ্যে হলপ্রবাহ বীজবপণ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট এবং ষষ্ঠীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৪৯ গতে ৯।৫৭ মধ্যে ও ১২।৫ গতে ২।৫৫ মধ্যে ও ৩।৩৮ গতে ৪।৫২ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৫৬ গতে ৯।৩০ মধ্যে ও ১২।৩০ গতে ৩।৪৪ মধ্যে ও ৪।৩৭ গতে ৬।১৯ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

প্রয়াত আইইএম ইউইএম গ্রুপের প্রতিষ্ঠাতা

নিউজ ব্যুরো

১৯ ডিসেম্বর : চলে গেলেন আইইএম-ইউইএম গ্রুপের চ্যান্সেলার ও প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক ডঃ সত্যজিৎ চক্রবর্তী। ইঞ্জিনিয়ারিং ও শিক্ষার জগতে তিনি ছিলেন উজ্জ্বল রত্ন। তাঁর দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং অটুট অঙ্গীকার ভারতের শিক্ষার মানচিত্রে সহায়ক হয়ে উঠেছে। আইইএম-ইউইএম গ্রুপ ডঃ চক্রবর্তীর পরিবার, সহকর্মী, ছাত্র এবং তাঁর সব অনুরাগীর প্রতি সমবেদনা জানিয়েছে। তাঁর চলে যাওয়ায় অপূরণীয় ক্ষতি হল, কিন্তু তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও অবদান ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পথ দেখাবে।

উৎসব শুরু

আলিপুরদুয়ার, ১৯ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার বড়দিন উৎসবের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় আলিপুরদুয়ার শহর সংলগ্ন উত্তর পানিয়ালগুড়ি এলাকায় অবস্থিত ক্রাইস্ট দ্য কিং চার্চে। এদিন বিকেল ৫টা নাগাদ সেখানে ভার্চুয়ালি উৎসবের সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী। উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক আর বিমলা, জেলা পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী, চার্চের ফাদার কমিটির সম্পাদক ফ্রান্সিস জেভিয়ার বাক্সলা সহ অন্যরা। এদিন চার্চ আলোয় সাজিয়ে তোলা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিল এলাকার শিশুরাও। শিশুদের হাতে চকোলেট তুলে দেন জেলা শাসক, পুলিশ সুপার, পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর প্রমুখ। উৎসবের আমেজে মেতে উঠতে দেখা গেল সেই এলাকার বাসিন্দাদের।

ভিভোর ফোন

নিউজ ব্যুরো

১৯ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার কলকাতার হায়াত রেজেন্সিতে খোসলা ইলেক্ট্রনিক্স লঞ্চ করল ভিভো এক্স২০০ সিরিজ। ফোনটির অল ইন্ডিয়া রিলিজের আগেই কলকাতায় প্রথম লঞ্চ হয়। প্রথমদিনে ১০০টি ফোন বিক্রি হয়ে যায়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রেরণা খোসলা গুপ্তা, ভনশিকা খোসলা এবং ডিজিএম (সেলস) ভিভো ওয়েস্ট বেঙ্গল এবং আন্দামান ভাস্কর সেনগুপ্ত। প্রিমিয়াম গ্রাহক, ইনফ্লুয়েন্সার এবং টেক এনথুসিয়াস্ট এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। সেলফি জোন এবং একটি মজাদার ফোটোগ্রাফি ক্লাসের আয়োজন করা হয়েছিল। ১৬টি ডেমো ফোনের সাহায্যে ফোনের একাধিক ফোটোগ্রাফিক ফিচারের ব্যবহার দেখানো হয়।

Great Eastern™
We serve you best
PRESENTS
YEAR END SALE
NEWLY OPENED
KANKURGACHI
KANKURGACHI MORE
OPP. RANG DE BASANTI DHABA,
YES BANK & INDUSIND BANK
BEHALA
BESIDE BEHALA THANA
OPP. BAZAR KOLKATA
CASH BACK Upto 26000* On Debit & Credit Cards
Upto 36 MONTH EMI*
1 EMI* OFF
0 DOWN PAYMENT*
30 DAYS REPLACEMENT* GUARANTEE
BAJAJ FINSERV
kotak Kotak Mahindra Bank
HDB FINANCIAL SERVICES
IDFC FIRST Bank
LLOYD BLUE STAR LG SAMSUNG HITACHI Panasonic Godrej VOLTAS ONIDA Haier Carrier MITSUBISHI ELECTRIC
FREE WATER HEATER WORTH ₹6990
1.5 Ton - Inverter ₹30990
1.5 Ton - Inverter ₹36990
1.5 Ton - Inverter ₹36990
1.5 Ton - Inverter ₹31990
1.5 Ton - Inverter ₹36990
1.5 Ton - Inverter ₹33990
1.5 Ton - Inverter ₹34990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹35990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹44990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹42990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹35990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹44990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹39990
1.5 Ton - 5S - Inv. ₹40990
SAMSUNG
A16 5G (8/128) EMI 1499
S24 5G (8/256) EMI 2833
Apple16 (128) EMI 3329
Apple 16 Plus(128) EMI 3746
vivo
Y300 (8/128) EMI 1833
V40 E (8/128GB) EMI 2417
mi
MI 13C 5G(4/128) EMI 850
Note13 5G (8/256) EMI 1500
realme
C65 (6/128) EMI 1333
13 Pro+ 5G(8/256) EMI 1667
oppo
F27 5G (8/128) EMI 1750
Reno12 5G(8/256) EMI 2750
LG IFB Haier Godrej Panasonic
FREE Kettle
20 L ₹5990
20 L Conv. ₹10490
21 L Conv. ₹10790
23 L Conv. ₹11790
27 L Conv. ₹13490
30 L Conv. ₹14490
GREAT EASTERN TRADING CO.
TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 94+ STORES
OUR LOCATIONS NEAR YOU
BRANCHES:
SILIGURI Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall 84200 55257
BAGDOGRA Near Station More, Opp. Lower Bagdogra 85840 38100
RAIGANJ Near Sandha Tara, Bhawan 85840 64028
MALDA Pranta Pally, N H 34 85840 64029
BALURGHAT B.T. Park, Tank More 90739 31660
JALPAIGURI Siliguri Main Road, Beguntari 98301 22859
S.F. ROAD Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road 85840 64025
COOCHBEHAR N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi 84200 55240
DALHOUSIE - (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718
OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT.
*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung, LG, Sony. Offer valid till stock last. *Price includes cashback & exchange offer. *Offer applicable on selected models & Brands
WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444
LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI HYUNDAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA Carrier oppo vivo HAVELLS

"MB"

Great Eastern™

We serve you best

SAMSUNG SONY LG LLOYD AKAI ONIDA Panasonic Haier

Model	Price
24 LED TV	₹ 5990
32 HD LED	₹ 7190
32 SMART TV	₹ 8990
32 GOOGLE TV	₹ 9990
43 SMART TV	₹ 17990
43 GOOGLE TV	₹ 18390
43 4K GOOGLE TV	₹ 22990
43 4K QLED	₹ 25490
55 4K GOOGLE TV	₹ 30490
55 4K QLED	₹ 34990
65 4K GOOGLE TV	₹ 43990
75 4K GOOGLE TV	₹ 75990

LG SAMSUNG LLOYD Panasonic Godrej Whirlpool IFB BOSCH Haier VOLTAS beko

FREE MIXI

2X STORAGE SPACE

Refrigerator	Price
180 L	₹ 13490
184 L	₹ 13990
190 L	₹ 14290
185 L	₹ 15990
187 L	₹ 15490
200 L	₹ 14990
187 L	₹ 18490
238 L	₹ 20990
235 L	₹ 21490
240 L	₹ 22490
242 L	₹ 23490
243 L	₹ 25990
240 L	₹ 22990
280 L	₹ 28990
368 L	₹ 47990
445 L	₹ 49990
401 L	₹ 57990
472 L	₹ 49990
564 L	₹ 56990
602 L	₹ 62990
650 L	₹ 75990

LG SAMSUNG LLOYD Panasonic Godrej Whirlpool IFB BOSCH Haier VOLTAS beko

FREE IRON

Washing Machine	Price
6 KG - FL	₹ 23990
6.5 KG - FL	₹ 26490
7 KG - FL	₹ 26990
7 KG - FL	₹ 27990
8 KG - FL	₹ 32990
8 KG - FL	₹ 34490
9 KG - FL	₹ 34990
9 KG - FL	₹ 35490
10 KG - FL	₹ 40490
11 KG - FL	₹ 50490
13 KG - FL	₹ 58490
6 KG - TL	₹ 11990
6.5 KG - TL	₹ 12990
6.5 KG - TL	₹ 13490
7 KG - TL	₹ 13990
7.5 KG - TL	₹ 18290
8 KG - TL	₹ 18990
8.5 KG - TL	₹ 23990
9 KG - TL	₹ 22990
9.5 KG - TL	₹ 24990
10 KG - TL	₹ 23990
11 KG - TL	₹ 29990

ZERO PRESSURE FILL TECHNOLOGY

Racold Haier KENSTAR BAJAJ USHA HAVELLS

Geyser	Price
3 L	₹ 2190
	₹ 2990
10 L	₹ 4990
15 L	₹ 5490
25 L	₹ 6990

hp DELL Lenovo ASUS

Laptop	Price
Ryzen3 - 7320 | 8 GB | 512 SSD |15.6 | Win 11 & Office	₹ 31990
Ci3 12th Gen| 8 GB | 512 BK LIT |15.6 | Win 11 & Office	₹ 33990
Ci5 - 12th Gen | 8 GB | 512| BK LIT |15.6 | Win 11 & Office	₹ 42990
Ryzen5-5600H | 8 GB | 512 4GB RX6500M |15.6 | Win 11	₹ 48490

GREAT EASTERN TRADING CO.

TRUSTED NAME SINCE 1959 - 6 STATES - 31 CITIES - 94+ STORES

OUR LOCATIONS NEAR YOU

BRANCHES:

SILIGURI Sevoke Road, Near North City, Opp. Planet Mall 84200 55257

BAGDOGRA Near Station More, Opp. Lower Bagdogra 85840 38100

RAIGANJ Near Sandha Tara, Bhawan 85840 64028

MALDA Pranta Pally, N H 34 85840 64029

BALURGHAT B.T. Park, Tank More 90739 31660

JALPAIGURI Siliguri Main Road, Beguntari 98301 22859

S.F. ROAD Platinum Square, Opp. SBI S.F. Road 85840 64025

COOCHBEHAR N N Rd, Maa Bhawani Chowpathi 84200 55240

DALHOUSIE - (ONLY AV) Opp. Great Eastern Hotel - 8240823718

OTHER BRANCHES : GARIA, KASBA, RANIKUTHI, METIABRUZ, SINTHIMORE, NAGERBAZAR, KANKURGACHI, BAGUIHATI, CHINARPARK, SALKIA, KAZIPARA, ULUBERIA, CHINSURAH, SREERAMPORE, DANKUNI, ARAMBAGH, UTTARPARA, CHANDANNAGAR, SODEPUR, BARRACKPORE, HABRA, KANCHRAPARA, BONGAON, BASHIRHAT, BERACHAMPA, NAIHATI, BARASAT, BIRATI, DUTTAPUKUR, HASNABAD, MALANCHA, JAYNAGAR, BATANAGAR, BARUIPUR, GHATAKPUKUR, BEHALA, DIAMOND HARBOUR, LAKSHMIKANTAPUR, USTHI, BOLPUR, BERHAMPORE, DURGAPUR, KHARAGPUR, KRISHNANAGAR, MEMARI, KALNA, KATWA, BURDWAN, TAMLUK, CHAKDAH, RAMPURHAT.

*Conditions Apply. Pictures are indicative only. Offer not valid on Samsung, LG, Sony. Offer valid till stock last. *Price includes cashback & exchange offer. *Offer applicable on selected models & Brands

WEST BENGAL | RAJASTHAN | BIHAR | JHARKHAND | ASSAM | MADHYA PRADESH | email : customercare@greateastern.in | HELPLINE : 033 - 40874444

LG SAMSUNG SONY Panasonic BLUE STAR ONIDA AKAI HYUNDAI LLOYD Haier Whirlpool HITACHI VOLTAS Godrej BOSCH IFB BAJAJ PHILIPS USHA Carrier oppo vivo HAVELLS

খাবারের খোঁজে... ফুলবাড়ি জটিয়াকালীতে শকুনের দল। ছবি : সূত্রধর

জেলার খেলা

আকাশের ৯৩

গয়েরকাটা, ১৯ ডিসেম্বর : ডুয়ার্স সার্ভিসেস ক্লাবের পরিচালনায় জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন দপ্তরের কর্মচারীদের ক্রিকেট বৃহস্পতিবার শুরু হল। ধূপগুড়ি ৪পি এসটি ৫ উইকেটে ধূপগুড়ি ৩পি এসটি-র বিরুদ্ধে জয় পায়। ৩পি প্রথমে ১৬ ওভারে ৬ উইকেটে ১৭৯ রান তোলে। অতনু মাল ৫৪ রান করেন। জবাবে ৪পি ১৫.২ ওভারে ৫ উইকেটে ১৮০ রান তুলে নেয়। আকাশ মালপাহাড়িয়া ৯৩ রান করেন। উদ্বোধনী ম্যাচে পিএসটি ইউনাইটেড মাদারিহাট হারিয়েছে জিই নর্থ বিন্নাগুড়িকে। বিন্নাগুড়ি প্রথমে ১৬ ওভারে ৮ উইকেটে ১৫৮ রান করে। কৃষ্ণা যাদবের অবদান ১১৩ রান। জবাবে মাদারিহাট ১৫.৩ ওভারে ৮ উইকেটে ১৬০ রান তুলে নেয়। ৭৭ রান করেন প্রসেনজিৎ কুজুর।

ফাইনাল কাল

মেটেলি, ১৯ ডিসেম্বর : মেটেলি প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল সানরাইজার্স বানারহাট ও নাগরাকাটা রয়্যালস। শনিবার ফাইনাল। বৃহস্পতিবার মেটেলি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে রয়্যালস ৭ উইকেটে মালবাজার ইন্ডিয়ান্সকে হারিয়েছে। প্রথমে ইন্ডিয়ান্স ৯ উইকেটে ১১৪ রান তোলে। জবাবে রয়্যালস ৭.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ১১৫ রান তুলে নেয়। এলিমিনেটরে সানরাইজার্স বানারহাট সুপার ওভারে ২২ রানে ইন্ডিয়ান্সের বিরুদ্ধে জয় পায়। ইন্ডিয়ান্স ৭ উইকেটে ১৪০ রান তোলে। জবাবে সানরাইজার্স ১৩.৪ ওভারে ১৪০ রানে থামে। সুপার ওভারে বানারহাট ৩৩ রান তোলে। জবাবে মালবাজার ১১ রানে আটকায়।

কৃষ্ণার ৫৫

জলপাইগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর: জেলা ক্রীড়া সংস্থার সুপার ডিভিশন ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার চেতনা ক্লাব ১৯ রানে এফইউসি-কে হারিয়েছে। প্রথমে চেতনা ৯ উইকেটে ১৬৭ রান তোলে। কৃষ্ণা রাউত ৫৫ রান করেন। মন্টু মণ্ডল ২৮ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট। জবাবে এফইউসি ৭ উইকেটে ১৪৮ রানে আটকে যায়। উৎস প্রধান ৫৫ রান করেন। কৌশিক রায় ২৭ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

সাদ্দামের দাপট

ক্রান্তি, ১৯ ডিসেম্বর : আনন্দ সংঘ ক্লাবের আনন্দ সংঘ প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার রাকেশ একাদশ ৬ উইকেটে পিকে একাদশকে হারিয়েছে। প্রথমে পিকে ১২ ওভারে ১৮০ রান তোলে। মহম্মদ বাপ্পি ৫২ রান করেন। মহম্মদ সাদ্দাম ৩ উইকেট নেন। জবাবে রাকেশ ৪ উইকেটে ১৮১ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা সাদ্দাম ৪৫ রান করেন। মোস্তাকিন হক ৪৯ রানে নেন ২ উইকেট।

আকাশের ৫৯

জলপাইগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার আসাম মোড় রিক্রিয়েশন ক্লাব ৫৬ রানে মিলন সংঘকে হারিয়েছে। প্রথমে আসাম মোড় ১২২ রান তোলে। আলমগুা আকাশ ৫৯ রান করেন। বায়রন রায় ১১ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। জবাবে মিলন সংঘ ৬৬ রানে গুটিয়ে বিভাস রায় ১৪ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

জ্যোতির জয়

চালসা, ১৯ ডিসেম্বর : জ্যোতি সংঘের ক্রিকেটে বৃহস্পতিবার আয়োজকরা ৪৮ রানে এনজিসি বড়দিঘিকে হারিয়েছে। জ্যোতি প্রথমে ১৬ ওভারে ৯ উইকেটে ১৪৪ রান তোলে। জবাবে বড়দিঘি ১৪.৩ ওভারে ৯৬ রানে গুটিয়ে যায়।

খুনের দায়ে সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ

জলপাইগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : প্রতিবেশীর সম্পত্তি হাতানোর জন্য খুনের চেষ্টার দায়ে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল আদালত। বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ি অতিরিক্ত আদালতের তৃতীয় কোর্টের বিচারক বিপ্লব রায় এই সাজা ঘোষণা করেছেন। অভিযুক্তের নাম দীপক রায়। বাড়ি জলপাইগুড়ি শহর সংলগ্ন কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত পোড়াপাড়া এলাকায়।

ঘটনার সূত্রপাত ২০২২ সালের ১৭ জুলাই। পেশায় সরকারি কর্মী বিষ্ণুপদ রায় অভিযুক্ত দীপকের বাড়ির পাশেই শ্বশুরবাড়িতে থাকেন। ঘটনার দিন সকালে বিষ্ণু বাজারে যাওয়ার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়। বাড়ির সামনে দীপক বিষ্ণুর ওপর ধারালো অস্ত্র দিয়ে আক্রমণ চালায়। ধারালো অস্ত্রের কোপে বিষ্ণুর নাক, মুখ এবং হাতে গভীর ক্ষত তৈরি হয়। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তার ওপর লুটিয়ে পড়ে চিৎকার করতে থাকেন বিষ্ণু। পরিবারের সদস্য এবং প্রতিবেশীরা বিষ্ণুকে গুরুতর আহত অবস্থায় প্রথমে জলপাইগুড়ি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল এবং পরবর্তীতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে নিয়ে যান। মুখে প্লাস্টিক সার্জারির জন্য পরবর্তীতে বিষ্ণুকে শিলিগুড়ির একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। অস্ত্রোপচারে বাদ দিতে হয় বিষ্ণুর বেশ কয়েকটি দাঁত। বিষ্ণুর শাশুড়ি বেণু রায়, দীপকের বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে ধারালো অস্ত্র সহ অভিযুক্ত দীপককে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এই মামলার তদন্তভার দেওয়া হয় তৎকালীন কোতোয়ালি থানার সাব-ইনস্পেকটর শিবু করকে। দক্ষতার সঙ্গে তদন্ত সম্পন্ন করে মামলার চার্জশিট জমা দেন শিবু কর। পুলিশের তদন্তে উঠে আসে বেণু রায়ের একমাত্র মেয়ের জামাই হলেন বিষ্ণু। অভিযুক্তরা দীর্ঘদিন ধরে চেষ্টা চালিয়ে আসছিল বেণু রায়ের জমিজায়গা দখল করার। দীপকের ধারণা ছিল বিষ্ণুকে মেরে ফেলতে পারলেই বেণু এবং তাঁর মেয়ের কাছ থেকে তাদের সম্পত্তি সহজেই হাতিয়ে নিতে পারবে। সেই ধারণা থেকেই দীপক পরিকল্পিতভাবে বিষ্ণুকে খুনের চেষ্টা করেছিল বলে তদন্তে উঠে আসে।

এই মামলার সরকারপক্ষের আইনজীবী সুব্রত কর্মকার বলেন, 'এই মামলায় তদন্তকারী অফিসার দক্ষতার সঙ্গে কাজ করেছেন। প্রত্যক্ষদর্শী, চিকিৎসক সহ মোট ১২ জনের সাক্ষ্যগ্রহণ হয়েছে। বিচারক অভিযুক্তকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছেন।' জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'চলতি বছরে এদিন পর্যন্ত জেলার ৪৮টি মামলার সাজা ঘোষণা হয়েছে। সাব-ইনস্পেকটর শিবু কর এই মামলার খুব ভালো তদন্ত করেছেন।'

বাঁধ নির্মাণ নিয়ে বিডিওকে আর্জি

মালবাজার, ১৯ ডিসেম্বর : তিস্তাপাড়ে বাঁধনির্মাণের দাবি জানাতে বিডিওর সঙ্গে দেখা করল বাগ্রাকোটের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন। মাল ব্লকের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক রশ্মিদীপ্ত বিশ্বাস বাঁধনির্মাণের বিষয়ে আশ্বস্ত করলেন টটগাঁও সুন্দরী গোর্খা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সদস্যদের। বিডিও অফিসের পাশাপাশি মালবাজার থানার আইসি সমীর তামাং-এর সঙ্গে দেখা করেন সংস্থার সদস্য ও গ্রামবাসীরা।

গত বছর থেকেই সংবাদের শিরোনামে টটগাঁও বস্তি। বাগ্রাকোট গ্রাম পঞ্চায়েতের এই এলাকাটি জলপাইগুড়ি জেলার শেষপ্রান্ত বলেও ধরা হয়। ২০২২-এ সিকিমে তিস্তা নদীতে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয় টটগাঁও এলাকা। গ্রামটির অধিকাংশ তলিয়ে গেছে তিস্তায়। এখনও ঘরছাড়া অনেকেই। পাকাপোক্ত বাঁধনির্মাণ না হলে আগামী বর্ষায় গ্রামটির বাকি অংশ গ্রাস করবে তিস্তা। জেলার মানচিত্র থেকে গ্রামটি হারিয়ে যাওয়ার আশঙ্কা করছে স্থানীয় গ্রামবাসীরা। সে আশঙ্কার কারণে বিগত সময়ে একাধিকবার বিভিন্ন দপ্তরে বাঁধনির্মাণের জন্য লিখিত আবেদন করেছেন তাঁরা। বিভিন্ন দপ্তরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলেন তাঁরা। তিস্তার বন্যা প্রতিরোধ করতে স্থানীয় বাসিন্দাদের এই দাবিকে সমর্থন করেছে একাধিক বিরোধীদল। বাসিন্দাদের বক্তব্য, ৮ কোটি টাকা ব্যয়ে বাঁধনির্মাণের আশ্বাস দিয়েছিল জেলা প্রশাসন, পরবর্তীতে সেই কাজ হয়নি। তবে মালের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক রশ্মিদীপ্ত বিশ্বাস বলেন, 'টটগাঁও নিয়ে ওঁদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে, প্রশাসনিকভাবে যতটা সহযোগিতা করার সেটা করা হবে।'

টটগাঁও সুন্দরী গোর্খা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সভাপতি বীরপ্রসাদ শর্মা বলেন, 'সরকার আমাদের গ্রামের দিকে নজর না দিলে আমরাই অনুদান সংগ্রহ করে বাঁধনির্মাণের চেষ্টা করব।' পঞ্চায়েত সদস্য অনুপ শর্মা জানান, বাঁধ ছাড়া তিস্তার ধ্বংসলীলা আটকানো সম্ভব নয়। কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি সৈকত দাস বলেন, 'গত বছর বন্যার সময় টটগাঁওয়ের শোচনীয় অবস্থা সকলেই দেখেছে, তবে বাঁধনির্মাণ নিয়ে মাথাব্যথা নেই রাজ্য সরকারের।' অন্যদিকে, বিজেপির মাল বিধানসভার আহ্বায়ক রাকেশ নন্দী অভিযোগ করেন, রাজ্য সরকার মেলা খেলায় জনগণের করের টাকা খরচ করলেও প্রয়োজনীয় বাঁধনির্মাণ নিয়ে ভ্রূক্ষেপ নেই রাজ্যের। তবে এই বিষয়ে সেচ বিভাগের মহকুমা আধিকারিকের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করলেও তিনি ফোন তোলেননি।

বাস্তুতন্ত্র মেনে সহাবস্থানের পরামর্শ পার্বতীর

রহিদুল ইসলাম

হস্তীবিশারদ পার্বতী বড়ুয়া।

মেটেলি, ১৯ ডিসেম্বর : মাঝেমধ্যেই জঙ্গল থেকে বেরিয়ে লোকালয়ে চলে আসছে হাতি। লোকালয়ে হাতির হানায় যেমন ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বাড়িঘর, কৃষিজমি তেমনি প্রাণহানিরও ঘটনা ঘটছে। বাড়ছে হাতি-মানুষ সংঘাত। হাতি-মানুষ সংঘাত রুখতে বিজ্ঞানভিত্তিক সহাবস্থানের কথা জানালেন বিশিষ্ট হস্তীবিশারদ পদ্মশ্রী পার্বতী বড়ুয়া। বুধবার সামসিং পোখড়ি মাঠে ন্যাফের বিশেষভাবে সক্ষমদের প্রকৃতি পাঠ শিবিরে অতিথি হিসেবে এসেছিলেন পার্বতী বড়ুয়া।

কীভাবে এই হাতি-মানুষ সংঘাত এড়ানো সম্ভব? এই প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, হাতি-মানুষ সংঘাত এড়াতে বিজ্ঞানভিত্তিক সহাবস্থান করতে হবে। বর্তমানে মানুষের সংখ্যা বেড়েছে, গড়ে উঠেছে নতুন নতুন জনপদ। বন্যপ্রাণীর করিডরে বসতি, চা বাগান, কংক্রিটের ইমারত গড়ে উঠেছে। যাতায়াতের পথে হাতিরা বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। লোকালয়ে অবৈজ্ঞানিকভাবে হাতি তাড়ানো হচ্ছে। এতেই বাড়ছে সংঘাত। প্রয়োজনমতো হাতিরা তাদের পর্যাপ্ত পরিকাঠামো পাচ্ছে না। বনভূমির আয়তন সীমিত। এই পরিবেশে বিজ্ঞানভিত্তিক বাস্তুতন্ত্র অনুযায়ী সহাবস্থান গড়ে তোলা জরুরি। তিনি বলেন, হাতির মতো প্রাণীরা না বাঁচলে আমরা বাঁচব না। পাহাড়ের পরিবেশ একরকম আবার সমতলে আলাদা। নদীর কিনারার বাস্তুতন্ত্র ভিন্নধর্মী।

প্রতিটি এলাকায় পরিবেশ অনুযায়ী বিজ্ঞানভিত্তিক সহাবস্থান ব্যবস্থা গড়ে তোলা দরকার। একই প্রশ্ন শিবিরে উপস্থিত উত্তরবঙ্গের বন্যপ্রাণ বিভাগের মুখ্য বনপাল ভাস্কর জেভি-কে করা হলে তিনি বলেন, 'লোকালয়ে গিয়ে মানুষের অত্যধিক উৎসাহের জন্য যাতায়াতে বাধাপ্রাপ্ত পাচ্ছে হাতিরা। তাই হাতি-মানুষ সংঘাত বাড়ছে। শীতের মরশুমে বন্যপ্রাণীদের অধিক পরিমাণ খাদ্যের প্রয়োজন। তাই তারা লোকালয়ে চলে যাচ্ছে। লোকালয়ে হাতি সহ অন্য বন্যপ্রাণীরা গেলে অতি উৎসাহিত না হয়ে তাদের জঙ্গলে ফিরিয়ে যাওয়ার রাস্তা করে দেওয়া উচিত। এতেই সংঘাত কমবে। এ বিষয়ে জনগণকে আরও বেশি সচেতন হতে হবে।

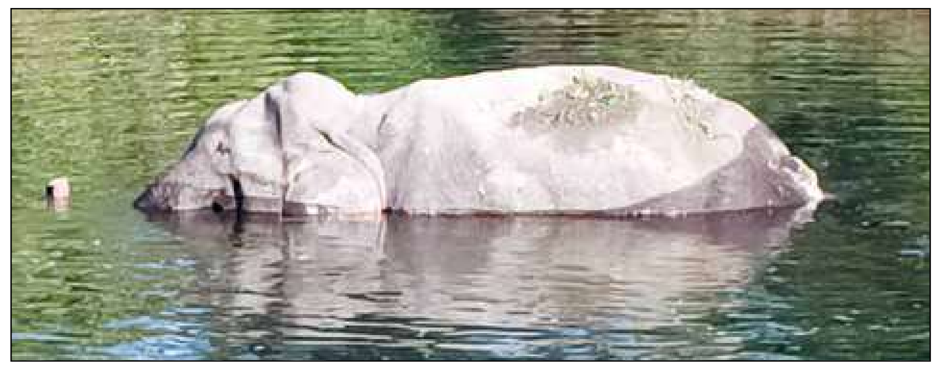

নদীর জলে গা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে অসুস্থ হাতি। - সংবাদচিত্র

হাতির চিকিৎসা না হওয়ায় ক্ষোভ

শুভদীপ শর্মা

ক্রান্তি, ১৯ ডিসেম্বর : কখনও নদীর জলে গা ডুবিয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে, কখনও নদীর পাশেই ভেজা গা শুকিয়ে নিচ্ছে। আশপাশে গ্রামবাসীরা চলে এলেও তাঁদের দিকে তেড়ে পর্যন্ত যাচ্ছে না। গত প্রায় মাসখানেক ধরে আহত অবস্থায় হাতিটি বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের কাঠামবাড়ির জঙ্গলে রইলেও বন দপ্তরের তরফে তার চিকিৎসার কোনও ব্যবস্থা না নেওয়ায় মৃত্যুমুখে ঢলে পড়ছে হাতিটি বলে অভিযোগ পরিবেশপ্রেমীদের। যদিও হাতিটির চিকিৎসা চলছে এবং সেটি আগের তুলনায় অনেকটি সুস্থ বলে দাবি বন দপ্তরের।

জানা গিয়েছে, গত মাসের ২৩ নভেম্বর ক্রান্তি ব্লকের কাঠামবাড়ি জঙ্গল লাগোয়া আপালচাঁদ এলাকার আপালচাঁদ নদীতে একটি হাতিকে দীর্ঘক্ষণ বসে থাকতে দেখেন স্থানীয় গ্রামবাসীরা। খবর পেয়ে বন দপ্তর ঘটনাস্থলে আসে। বন দপ্তরের পর্যবেক্ষণে জানা যায় প্রতিটি শরীরে একাধিক আঘাত রয়েছে। বন দপ্তরে প্রাথমিক অনুমান অন্য হাতির সঙ্গে লড়াইয়ে গুরুতর আহত হয়েছে এই মাকনা হাতিটি। তারপর পশুচিকিৎসক এনে সেদিন হাতিটির চিকিৎসাও করা হয়। তবে তারপর আর হাতিটির সেভাবে চিকিৎসা না করায় হাতিটি দিনকে দিন বেশি অসুস্থ হয়ে পড়ছে বলে অভিযোগ। বৃহস্পতিবার দুপুর থেকেও হাতিটিকে কখনও গা ডুবিয়ে আপালচাঁদ নদীতে দেখা গেছে। আবার কখনও হাতিটি নদীর পাশেই দাঁড়িয়ে ছিল ঠায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, হাতিটি এতটাই দুর্বল যে হাতিটির সামনে গেলে কারও দিকে তেড়ে আসছে না পর্যন্ত হাতিটি।

ওদলাবাড়ি নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার সোসাইটির কোঅর্ডিনেটর নফসর আলির অভিযোগ, 'বন দপ্তরের উদাসীনতায় হাতিটির চিকিৎসা না হয় মৃত্যুমুখে ঢলে পড়ছে হাতিটি। হাতিটির শরীরে একাধিক ক্ষত রয়েছে। বিনা চিকিৎসায় সেগুলো আরও ক্ষতিকর হয়ে উঠবে। অবিলম্বে বন দপ্তরের এই হাতিটির চিকিৎসার বিষয়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।'

একই অভিযোগ লাটাগুড়ি গ্রিন লেভেল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক অনির্বাণ মজুমদারের কথায়, 'কেন বন দপ্তর হাতিটিকে সুস্থ করে তোলার উদ্যোগ নিচ্ছে না তা বোঝা যাচ্ছে না।' যদিও বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের ডিএফও রাজা এম জানান, হাতিটি পর্যবেক্ষণে রয়েছে। হাতিটিকে খাবারের মধ্যে ওষুধ মিশিয়ে খাওয়ানো হচ্ছে। হাতিটি চিকিৎসায় সাড়াও দিচ্ছে বলে জানান তিনি।

ড্রপআউট ঠেকাতে সভা

জলপাইগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : রাজ্যের নির্দেশে স্কুলে পড়ুয়াদের ড্রপআউট ঠেকাতে মরিয়া প্রশাসন। এজন্য বিডিও মিহির কর্মকারকে দেখা গিয়েছে বিভিন্ন সময় স্কুলে ছুটে যাওয়া থেকে শুরু করে অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলতে। নতুন শিক্ষাবর্ষের আগে সদর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিভিন্ন বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটির সঙ্গে এবিষয়ে আলোচনা করবেন বলে জানিয়েছিলেন। সেই মোতাবেক বৃহস্পতিবার বিডিও অফিসে সদর ব্লকের ৩০টি হাইস্কুলের পরিচালন সমিতির সভাপতি ও সদস্যদের নিয়ে এই বিষয়ে আলোচনা করলেন সদর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বিনয় রায়।

সেখানে ড্রপআউট বাচ্চাদের স্কুলমুখী করতে জনপ্রতিনিধিদের পড়ুয়াদের বাড়ি যেতে নির্দেশ দেন তিনি। প্রয়োজনে অভিভাবকদের নিয়ে আলোচনা সভার আয়োজন করতে হবে। বিনয় বলেন, 'ড্রপআউটের কারণে রাজ্য সরকারের অনেক সুযোগসুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকছে পড়ুয়ারা। পোর্টালে তথ্য নথিভুক্ত করার সময় ছাত্রছাত্রীদের না পেয়ে সেই ফর্ম ফিলআপ করতে পারছেন না শিক্ষক-শিক্ষিকারা। তাই নতুন শিক্ষাবর্ষ থেকে যাতে এই সমস্যা না হয় সেজন্য এই আলোচনা করা হয়েছে।'

স্বাস্থ্য শিবির

বানারহাট, ১৯ ডিসেম্বর : বিন্নাগুড়ি সেনাছাউনির হাসপাতালের সহায়তায় বানারহাটের মোগলকাটা চা বাগানের একটি প্রাথমিক স্কুলে স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। বৃহস্পতিবার সকালে সেনা হাসপাতালের ডাক্তারদের উপস্থিতিতে মোট ৬৪ জন পড়ুয়ার স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয় বলে জানা গিয়েছে।

সেজেছে শহর

জলপাইগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : সিপিএমের জলপাইগুড়ি জেলা সম্মেলনকে সামনে রেখে শহরকে লাল পতাকায় সাজিয়ে তোলা হয়েছে। টেম্পল স্ট্রিটে রাজীব গান্ধির মূর্তির চারিদিকে লাল পতাকা। সিপিএমের জেলা সম্মেলন ২১ এবং ২২ ডিসেম্বর জলপাইগুড়ি রবীন্দ্র ভবনে হবে।

কাগজে খাবার নয়, বোঝানো হল প্রশিক্ষণে

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : পরিচ্ছন্নতা এবং স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে বোঝাতে রাস্তায় খাবার বিক্রেতা এবং ছোট ব্যবসায়ীদের নিয়ে অনুষ্ঠিত হল ফুড সেফটি ট্রেনিং অ্যান্ড সার্টিফিকেশন প্রোগ্রাম (এফওএসটিএসি)। বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকারের অধীনে জলপাইগুড়ি জেলা ফুড সেফটি দপ্তরের তরফে জেলা হাসপাতালের কনফারেন্স হলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। পুরসভা এলাকার প্রায় ২৫ জন ভেন্ডার এই ট্রেনিং প্রোগ্রামে অংশ নিয়েছিলেন। খবরের কাগজে মুড়ে ঝালমুড়ি বা তেলেভাজা বিক্রি, খাবারে একই তেলের বারবার ব্যবহার ইত্যাদি যে শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর তা বোঝাতেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। আলোচনা শেষে তাঁদের সার্টিফিকেটও প্রদান করা হবে। পাশাপাশি দপ্তরের ফুড সেফটি অন হুইল কীভাবে খাবারের গুণগত মান যাচাই করতে পারে তাও দেখানো হয়।

রাজ্য সরকারের তরফে এই ফুড সেফটি ট্রেনিং এবং সার্টিফিকেশন প্রোগ্রাম জেলার প্রতিটি ব্লকে অনুষ্ঠিত হবে। এদিনের অনুষ্ঠানে জেলা ফুড সেফটি ইনস্পেকটর রাজেন রাই বলেন, 'পুরসভার অন্তর্গত রাজবাড়িপাড়া, ইন্দিরা কলোনি, হাসপাতালপাড়া সহ বেশ কিছু এলাকার ফুচকা, ধোসা, চাট, তেলেভাজা, পুরি-সবজি বিক্রেতাদের ডাকা হয়েছে। ওঁদের লাইসেন্স না থাকায় ট্রেনিংয়ের পাশাপাশি রেজিস্ট্রেশনের ব্যবস্থাও করা হল। আশা করছি এইভাবে ফুড সেফটি এবং পরিচ্ছন্নতার বিষয়টি প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে পারব।'

এদিনের ট্রেনিংয়ে দোকান ছাড়াও খাবার তৈরির জায়গাও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে বলা হয় বিক্রেতাদের। খাবারের বাসন ভালো করে ধোয়া, সর্দিকাশি হলে বা শৌচালয় থেকে এলে ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে খাবারে হাত দেওয়া, বারবার একই তেলে কোনও কিছু না ভাজা, একই চা পাতাকে একাধিকবার না ফোটানো সহ আরও বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করা হয়। নিজের লাভ রাখতে গিয়ে গ্রাহকদের যাতে কোনও ক্ষতি না হয় সে বিষয়েও পরামর্শ দেওয়া হয় বিক্রেতাদের। অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়া রাজবাড়ি পার্ক সংলগ্ন এলাকার এক ফুচকা বিক্রেতা শ্যাম মণ্ডল বলেন, 'এখানে অনেক কিছু জানতে পারলাম। চেষ্টা করব কাগজে করে খাবার না দিতে। তার সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন হবে এবং সার্টিফিকেটও পাব জানতে পেরে বেশ ভালো লাগছে।'

ফুড সেফটি অন হুইল-এর সামনে বিক্রেতাদের বোঝাচ্ছেন আধিকারিকরা।

বড়দিনের প্রস্তুতি। খুদের হাতে ছোট সান্তা ক্লজ। ছবি : মানসী দেব সরকার

পুলিশের কর্মশালা

নাগরাকাটা, ১৯ ডিসেম্বর : শিশু অধিকার নিয়ে নাগরাকাটায় বৃহস্পতিবার একটি কর্মশালা হয়। নাগরাকাটা থানার পুলিশকর্মীদের সঙ্গে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন চাইল্ড রাইটস অ্যান্ড ইউ (ক্রাই) ও ডুয়ার্স জাগরণ শিশু সুরক্ষা নিয়ে আলোচনা করে। শিশু সুরক্ষায় সরকারি নিয়ম ও আইনের নানা দিক নিয়ে আলোচনা হয়। পাশাপাশি ড্রপ আউট, স্কুলে অনিয়মিত উপস্থিতি, শিশুশ্রম, নেশা, নাবালিকা গর্ভধারণ, মানব পাচারের মতো একাধিক সামাজিক সমস্যা রুখতে কি করণীয় তার ওপর বিশদে আলোচনা হয়।

সর্বত্র শিশু বান্ধব পরিবেশ গড়ে তুলতে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের ভূমিকার কথাও আলোচনায় উঠে আসে। স্কুলে ভর্তিতে অভিভাবকদের থেকে অতিরিক্ত ফি আদায়, শিশু অধিকার রক্ষায় নানা প্রতিকূলতা মোকাবিলার বিষয়ে বিশদে আলোচনা হয়েছে।

এদিন এই আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন জেলা শিশুকল্যাণ কমিটির চেয়ারপার্সন মান্না মুখোপাধ্যায়, ক্রাইয়ের তরফে ভিক্টর বসু, নাগরাকাটা থানার আইসি কৌশিক কর্মকার প্রমুখ। মহিলা পুলিশকর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়াররা এই আলোচনায় অংশ নেন।

নির্বাচন

জলপাইগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়ি জেলা আদালতের বার অ্যাসোসিয়েশনের কমিটি গঠনের নির্বাচন বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হল। নির্বাচনকে কেন্দ্র করে এদিন আদালত চত্বরে ছিল উৎসবের পরিবেশ। নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হল আইনজীবীদের ভোটদান প্রক্রিয়া। বার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, সম্পাদক সহ ২৩টি পদের জন্য নির্বাচন হয়। ২৩টি পদের জন্য ৪৫ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এই নির্বাচনের রিটার্নিং অফিসার আইনজীবী সুদীপ্ত ভৌমিক বলেন, 'বার অ্যাসোসিয়েশনের ৬৮৭ জন সদস্যের মধ্যে ৬৪৩ জন ভোট দিয়েছেন। শুক্রবার নির্বাচনের ফল ঘোষণা হবে।'

অস্বাভাবিক মৃত্যু

ওদলাবাড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল ওদলাবাড়ির দক্ষিণ বিধানপল্লিতে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতের নাম অমিত ওরাওঁ (২৮)। বৃহস্পতিবার দুপুরে নিজের বাড়িতেই গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় বিবাহিত ওই তরুণকে ঝুলে থাকতে দেখা যায়। পরে মাল থানার পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। এলাকার গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সোনু লামা এবিষয়ে বলেন, 'খবর পেয়ে মৃত তরুণের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে কথা বলে কিছু বিষয় জানতে পারি। পারিবারিক কিছু সমস্যার জেরে বেশ কিছুদিন ধরেই অমিত মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন বলে জানা গিয়েছে।' তবে ঠিক কী কারণে এই অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে মাল থানা সূত্রে খবর

ধনতলা হাটে পাইকারি বাজার ফেরানোর দাবি

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ১৯ ডিসেম্বর : পাইকারি হাট ব্যবসায়ীদের সঙ্গে হাট কমিটির গণ্ডগোলের জেরে ধনতলা হাটের পাইকারি সবজি বাজার মৌলানিতে স্থানান্তরিত হয়েছে। ফলে ধনতলা হাটের গুরুত্বই অনেকটা কমে গিয়েছে। আরেকদিকে মার খাচ্ছে ব্যবসা। শুধু তাই নয়, হাটের দিনগুলো ধনতলা সংলগ্ন স্থানীয় বিভিন্ন খাবারের দোকান ক্ষতির মুখে পড়ছে। সমস্যার সমাধান করে পুনরায় সবজি হাটটি আগের জায়গায় নিয়ে আসার দাবিতে সরব হয়েছেন এলাকাবাসী।

পাইকারি বাজার স্থানান্তরিত হওয়ায় ক্ষুব্ধ ক্রান্তি গ্রাম পঞ্চায়েতে উপপ্রধান আজিজার রহমান। তাঁর কথায়, 'সম্পূর্ণ অনৈতিকভাবে পাইকারি বাজার অন্যত্র চলে গেল। এতে স্থানীয় কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে ক্রেতা সকলের বিরাট ক্ষতির মুখোমুখি হতে হচ্ছে।' সমস্যা সমাধানে প্রশাসনের পক্ষ থেকে দফায় দফায় আলোচনা হলেও কোনও সুরাহা হয়নি বলে তাঁর অভিযোগ।

জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্য মহুয়া গোপের বক্তব্য, 'বিডিও, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সহ সকলকে বিষয়টি দেখতে বলা হয়েছে। পাইকারি বাজার যাতে পুনরায় ধনতলাতে ফিরে আসে সেই চেষ্টা চলছে।'

বিক্রেতাদের অভিযোগ, হাট কমিটি মোটেই সুবিধার নয়। তাঁদের আচরণও সংগত নয়। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পাইকারি ব্যবসায়ী বলেন, 'দিনের পর দিন ধনতলা হাটের ইজারাদার আমাদের সঙ্গে অভব্য আচরণ করে গিয়েছেন। তাঁরা অতিরিক্ত টাকা আদায় করতেন। প্রশাসনের কাছে বিষয়টি নিয়ে আমরা দরবার করেও কোনও ফল পাইনি। বাধ্য হয়ে মৌলানিতে চলে যেতে হল।'

এদিকে, দুই পক্ষের দলাদলিতে ক্ষতিগ্রস্ত সংলগ্ন দোকান ব্যবসায়ীরা। চা বিক্রেতা বিজয় রায় বলেন, 'ভোর ৪টা থেকে পাইকারি বাজার বসে যেত। সপ্তাহে এই দু'দিন দারুণ বেচাকেনা হত। এখন অর্ধেকের কম বিক্রিবাটা হচ্ছে।'

প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবার ও রবিবার ধনতলাতে সাপ্তাহিক হাট বসে। মাস দুয়েক আগে হাটের ইজারাদারের সঙ্গে পাইকারি সবজি বিক্রেতাদের ঝামেলার কারণে পাইকারি হাট মৌলানিতে জেলা পরিষদ পরিচালিত হাটে সোম ও শুক্রবার করে বসছে। এদিকে, পাইকারি বাজার না থাকায় সমস্যায় পড়ছেন এলাকার কৃষকরা। ফসল বিক্রি করতে না পেরে ক্ষতির সম্মুখীন হতে হচ্ছে তাঁদের। চৌরঙ্গি থেকে সবজি নিয়ে বিক্রি করছিলেন কৃষক সুদর্শন দাস। তাঁর কথায়, 'মৌলানিতে সবজি নিয়ে যাওয়ার পরিবহণ খরচ অনেক বেশি। সবজির দাম বেড়ে যাবে। তাই ফসল নিয়ে যেতে পারছি না।' ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায় বলেন, 'আমরা আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের চেষ্টা করছি। জেলা পরিষদকে জানানো হয়েছে।'

ধনতলা হাটের পুরোনো ঐতিহ্য ফেরানোর দাবি।

মেডিকেলের সুবিধা পাওয়ার আশায় পশ্চিম ডুয়ার্সের বাসিন্দারা

মালের অতিথিনিবাস লিজের সিদ্ধান্ত

অভিষেক ঘোষ

মালবাজার, ১৯ ডিসেম্বর : অবশেষে দখলদারদের হাত থেকে মুক্ত হওয়ার দেড় মাস পর মাল পুরসভার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন এলাকায় অতিথিনিবাসটি পুনরায় লিজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল পুরসভা কর্তৃপক্ষ। বুধবার কাউন্সিলারদের সঙ্গে বৈঠক করার পর এমনই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান উৎপল ভাদুড়ি। পুরসভার তরফে অতিথিনিবাসের লিজ সংক্রান্ত একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়েছে। ভাইস চেয়ারম্যান জানিয়েছেন, বুধবার একটি বিজ্ঞপ্তি জারি করে লিজের আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে এই লিজের আবেদন করতে হবে। যাঁরা আবেদন করবেন তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেই অতিথিনিবাসের ভবিষ্যতের রূপরেখা ঠিক করা হবে। এরপর এই পুর অতিথিনিবাস থেকে সঠিক পরিষেবা পাবেন সকলে।

শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন এলাকায় মাল পুরসভার একটি অতিথিনিবাস রয়েছে। কোনও নিয়মের তোয়াক্কা না করে সরকারি টেন্ডার ছাড়াই অতিথিনিবাসটি লিজ দেওয়া নিয়ে বেশ বিতর্ক হয়েছিল। তৃণমূল পরিচালিত মাল পুর বোর্ডের একাধিক তৃণমূল কাউন্সিলার নাম না নিয়েই বিঁধেছিলেন পুর চেয়ারম্যানকে। অভিযোগ উঠেছিল, সরকারি নিয়ম মেনে অতিথিনিবাস লিজ দেওয়া হয়নি সে সময়ে। বেআইনিভাবে অতিথিনিবাস দখল করে রেখেছিলেন জনৈক এক পুলিশকর্মী। ঠিক যে কারণে অতিথিনিবাসটি তৈরি হয়েছিল সেই পরিষেবা থেকে বঞ্চিত ছিলেন মালবাজার পুরসভা সহ সংলগ্ন এলাকার রোগীর পরিবার।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাজনিত কারণে মালবাজার সহ অন্যান্য চা বাগানের প্রচুর মানুষের আনাগোনা। অনেক ক্ষেত্রে রোগী মেডিকেল কলেজে ভর্তি থাকলে রোগীর পরিবারকে খোলা আকাশের নীচে রাত কাটাতে হয়। এই অবস্থায় ওই অতিথিনিবাসটি পুনরায় পরিষেবা দিলে উপকৃত হবেন পশ্চিম ডুয়ার্সের অসংখ্য মানুষ। এসব কারণেই ২০০৩ সালে বামফ্রন্ট আমলে তৈরি হয়েছিল এই ভবনটি। কিন্তু তৃণমূলের আমলে সেই ভবনটি পরিষেবা দিতে পারেনি বেআইনি দখলদারিদের জন্য। অতিথিনিবাসের প্রচুর আসবাবপত্রের ক্ষতি হয়েছে। সেগুলো এখনও মেরামত হয়নি। তবে এবার নড়েচড়ে বসল মালবাজার পুরসভা কর্তৃপক্ষ।

৩০ অক্টোবর মাল পুরসভার কাউন্সিলার ও আধিকারিকদের একটি প্রতিনিধিদল উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের পুরসভার অতিথিনিবাস পরিদর্শনে যান। সেদিন ঝোপঝাড়ে পরিপূর্ণ অতিথিনিবাসের বেহাল দশা দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন পরিদর্শক দলের সদস্যরা। দুর্গন্ধে নাকি রুমাল চাপা দিতে হয়েছে অনেককে। সেই পরিদর্শনের প্রায় দেড় মাস পর পুরসভার উদ্যোগে লিজের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

অতিথিনিবাসটি লিজ দেওয়ার বিষয়ে বিজেপির টাউন সভাপতি নবীন সাহা কটাক্ষ করে বলেন, 'দেড় মাস পর বোধোদয় হল পুরসভার। আগে সঠিক নিয়ম মেনে লিজ দেওয়া হলে এত বিতর্ক থাকত না।' বামফ্রন্টের প্রাক্তন চেয়ারম্যান পার্থ দাসের বক্তব্য, 'বাম পরিচালিত পুরবোর্ড জনগণের স্বার্থে এই নিবাসটি তৈরি করেছিল। পুনরায় সেই অতিথিনিবাসটি জনগণের স্বার্থে ব্যবহার করা উচিত।' নতুন বছরের প্রথম সপ্তাহেই অতিথিনিবাসের ভবিষ্যৎ জানা যাবে বলে পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে।

উদ্যোগী পুরসভা

- শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ সংলগ্ন এলাকায় মাল পুরসভার অতিথিনিবাস রয়েছে
- ২০০৩ সালে বামফ্রন্ট আমলে তৈরি হয়েছিল ভবনটি
- তৃণমূলের আমলে সেই ভবনটি পরিষেবা দিতে পারেনি বেআইনি দখলদারিদের জন্য
- অতিথিনিবাসের প্রচুর আসবাবপত্রের ক্ষতি হয়েছে
- এবার নড়েচড়ে বসল মালবাজার পুরসভা কর্তৃপক্ষ

এখনও অধরা জলপ্রকল্প

শুভাশিস বসাক

ধূপগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : প্রায় দু'বছর আগে সরকারি অর্থব্যয়ে শৌচাগার ও পানীয় জলপ্রকল্প নির্মিত হয়েছিল ধূপগুড়ি ব্লকের খুট্টিমারি বাজারে। যদিও সেই প্রকল্প আজ পর্যন্ত চালু করা যায়নি। যা নিয়ে ব্যবসায়ী থেকে ক্রেতা-বিক্রেতা সকলেই ক্ষুব্ধ। আর এদিকে পঞ্চায়েত সমিতি কর্তৃপক্ষ দায় এড়াতেই ব্যস্ত। কবে থেকে পরিষেবা দেওয়া হবে তা নিয়েও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

২০২২ সালের মাঝামাঝি টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ঠিকা সংস্থাকে কাজের বরাত দিয়েছিল ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতি। ওই বছরই শেষের দিকে কাজও সম্পন্ন করেছিল সংস্থা। কিন্তু আজ পর্যন্ত পানীয় জল সরবরাহ যেমন চালু হয়নি, তেমনি শৌচাগারও বন্ধ পড়ে রয়েছে। উলটে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে নষ্ট হতে বসেছে প্রকল্প। টানা দু'বছর ধরে পঞ্চায়েত সমিতির উদাসীনতা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন এলাকার ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে ক্রেতা-বিক্রেতা সকলেই।

খুট্টিমারি বাজার

স্থানীয় ব্যবসায়ী পরিমল রায়ের মন্তব্য, প্রকল্প করা হয়েছে শুধু লোক দেখানোর জন্য। খুট্টিমারি বাজারে আসা ক্রেতা পরেশ দাস, শশীকান্ত রায়দের কথায়, যদি চালু করার ইচ্ছা না থাকে, তাহলে কেন সরকারি টাকা নষ্ট করা হল? বাজারে আসা হাজার হাজার মানুষ সমস্যায় পড়ছেন।

প্রসঙ্গত, ধূপগুড়ি ব্লকের বাজারগুলির মধ্যে খুট্টিমারি বাজারের বিশেষ নাম রয়েছে। অনেক কৃষক এবং ব্যবসায়ী এই বাজারের ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু প্রকল্প চালু নিয়ে কেন প্রশাসনিক উদাসীনতা, তার স্পষ্ট জবাব মেলেনি। ধূপগুড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি অর্চনা সূত্রধর অবশ্য সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন।

তাঁর কথায়, পঞ্চায়েত সমিতির গত বোর্ডের সময়ে কাজগুলি হয়েছিল। একসঙ্গে ছয়টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় পানীয় জলের প্রকল্প সহ অন্যান্য কাজ করা হয়েছিল। যে ঠিকা সংস্থাগুলি কাজ করেছিল, তাদের ডাকা হয়েছে। প্রকল্প চালুর চেষ্টা চলছে।

প্রচুর কাফ সিরাপ উদ্ধার, ধৃত ১

জলপাইগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : ১৬ হাজার বোতল কাফ সিরাপ সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার সকালে জলপাইগুড়ি তিস্তা সেতু সংলগ্ন বিবেকানন্দপল্লি এলাকায় জাতীয় সড়কে এই ঘটনাটি ঘটে। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃত ব্যক্তির নাম মহম্মদ রাহুল। সে উত্তরপ্রদেশের বাসিন্দা। চালের বস্তার আড়ালে পাচার হচ্ছিল ওই কাফ সিরাপ। এদিন সকালে পুলিশের কাছে খবর আসে শিলিগুড়ির দিক থেকে আসা একটি ট্রাকে ওই কাফ সিরাপ কোচবিহার নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেইমতো জাতীয় সড়কে নজরদারি শুরু করে পুলিশের একটি বিশেষ টিম। প্রথমে ট্রাকটিকে পুলিশের তরফে পাহাড়পুর মোড় এলাকায় দাঁড় করানোর চেষ্টা করা হয়। তবে সেটি ওই এলাকা থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে।

এরপর ট্রাকটির পিছু নিয়ে বিবেকানন্দপল্লি এলাকার একটি লাইন হোটেলের সামনে সেটিকে আটকে দেয় পুলিশ। ট্রাকের পেছনের অংশ খুলতেই প্রথমে একটি চালের বস্তা দেখা যায়। সেই সমস্ত বস্তা সরাতেই ৮০টি অন্য বস্তা নজরে আসে পুলিশের। সেগুলির মধ্যে লুকোনো ছিল এই সিরাপের বোতলগুলি। ধৃত গাড়ির চালক ওই কাফ সিরাপগুলির কোনও বৈধ কাগজ দেখাতে পারেনি। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পেরেছে ঝাড়খণ্ড থেকে কোচবিহার নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এই বিপুল পরিমাণ সিরাপ।

এবিষয়ে জলপাইগুড়ি জেলা পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত বলেন, 'কাফ সিরাপ সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এই ঘটনার বিস্তারিত তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

> কাফ সিরাপ সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোতোয়ালি থানায় নির্দিষ্ট ধারায় মামলাও দায়ের করা হচ্ছে।
>
> **খান্ডবাহালে উমেশ গণপত**
> *পুলিশ সুপার, জলপাইগুড়ি জেলা*

পঞ্জিকা বলতে একটাই
নির্ভুল ও নির্ভরযোগ্য
© শ্রীমদন গুপ্তের ফুল পঞ্জিকা®
Trade Mark Registered

ভারত সরকার প্রদত্ত ® চিহ্ন দেখিয়া পঞ্জিকা কিনুন
© COPYRIGHT REGISTERED
THE BEST PANJIKA

চা ও আদিবাসী উৎসবের প্রস্তুতি

নাগরাকাটা, ১৯ ডিসেম্বর : নাগরাকাটার ভগৎপুর চা বাগানে আয়োজিত হতে চলেছে এবছরের রাজ্য স্তরের টি অ্যান্ড ট্রাইবাল ফেস্টিভাল। আগামী বছরের ১১ এবং ১২ জানুয়ারি, এই দু'দিন ধরে উৎসব চলবে। সেই উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার ইউরোপিয়ান ক্লাব মাঠে একটি প্রশাসনিক প্রস্তুতি সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় চা বাগান এবং বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়ের ২০০ বছরের ইতিহাস তথ্যচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরার প্রস্তাব করা হয়েছে। এছাড়াও অনুষ্ঠানে আদিবাসীদের কৃষ্টি, সংস্কৃতি, বেশভূষা, খাদ্যাভ্যাস, লোকাচার সহ অন্যান্য আরও বিষয়ের উপর প্রদর্শনী আয়োজনের কথাও উঠে আসে। আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের পক্ষ থেকে ওই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। দপ্তরের জলপাইগুড়ির প্রকল্প আধিকারিক প্রবীণ লামা বলেন, 'এই অনুষ্ঠানকে সফল করে তুলতে নানা ধরনের প্রস্তাব উঠে আসছে। দ্রুত সবকিছু চূড়ান্ত করা হবে।'

এই টি অ্যান্ড ট্রাইবাল ফেস্টিভালে উত্তরবঙ্গের চা বাগান অধ্যুষিত আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ের সমস্ত জনজাতি অংশগ্রহণ করে। তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি একসঙ্গে একমঞ্চে পরিবেশিত হয়। নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর বলেন, 'চা বাগানে বসবাসকারী সমস্ত আদিবাসী সম্প্রদায় যাতে অনুষ্ঠানে অংশ নেয় তাই খুব ভালোভাবে এর প্রচার করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' এবিষয়ে নাগরাকাটার বিডিও পঙ্কজ কোনার জানান, আদিবাসীদের সংস্কৃতি সংরক্ষণ ও তার প্রসার এই অনুষ্ঠানের একটি অন্যতম মূল উদ্দেশ্য।

এদিনের প্রস্তুতি সভায় উপস্থিত ছিলেন অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ ও আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের আলিপুরদুয়ারের প্রকল্প আধিকারিক সোনম ডোমা ভুটিয়া, দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের দুই আধিকারিক, জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সদস্য গণেশ ওরাওঁ সহ বিশিষ্টরা। এছাড়া নাগরাকাটা থানার আইসি কৌশিক কর্মকার, আদিবাসী সমাজসেবী স্নোমিতা কালান্দি, জোসেফ মুন্ডারাও উপস্থিত ছিলেন।

পাঠকের লেন্সে 8597256897 picforubs@gmail.com

একাকী।। *শিলিগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন সাগ্নিক সূত্রধর।*

কূর্তি নদীর উপর যাতায়াতের জন্য উদ্যোগ

স্বেচ্ছাশ্রমে সাঁকো তৈরি তরুণদের

রহিদুল ইসলাম

চালসা, ১৯ ডিসেম্বর : যাতায়াতের সুবিধার্থে বৃহস্পতিবার কূর্তি নদীর উপরে স্বেচ্ছাশ্রমে বাঁশের সাঁকো তৈরি করলেন স্থানীয় তরুণরা। ওই তরুণদের মধ্যে মাসিদুল ইসলামের কথায়, 'রোজ বিধাননগর পঞ্চায়েতের শালবাড়ি, গোবরাবস্তি সহ সংলগ্ন এলাকার বহু স্কুল-কলেজ পড়ুয়া সহ বাসিন্দারা কূর্তি নদীর উপর দিয়ে পশ্চিম বাতাবাড়ি হয়ে বাতাবাড়ি যাতায়াত করেন। নদীতে জল থাকায় সকলেরই সমস্যা হয়। যাতায়াতের সুবিধার্থে স্থানীয় তরুণরা মিলে স্বেচ্ছাশ্রমে বাঁশের সাঁকো বানালাম। আমরা চাই প্রশাসনের তরফে এই এলাকায় স্থায়ী সেতু তৈরি করা হোক।'

মাটিয়ালি ব্লকের বিধাননগর পঞ্চায়েতের পশ্চিম বাতাবাড়ি ও গোবরাবস্তি এলাকার মাঝে অবস্থিত কূর্তি নদী। বর্তমানে শুখা মরশুমে নদীতে জল কম। রোজ কূর্তি নদী পেরিয়ে পশ্চিম বাতাবাড়ি হয়ে বহু স্কুল পড়ুয়া সহ বাসিন্দারা বাতাবাড়ি যাতায়াত করেন। বাতাবাড়ির দিক থেকে পশ্চিম বাতাবাড়ি হয়ে কূর্তি নদী পেরিয়ে বহু মানুষ গোবরাবস্তি, শালবাড়ি এলাকায় যান। নদীতে জল থাকায় সবাইকেই যাতায়াতের সমস্যায় পড়তে হয়। বহু কৃষক তাঁদের উৎপাদিত ফসল বাতাবাড়ি ফার্ম বাজারের কিষান মান্ডিতে বিক্রি করার জন্য নদীর উপর দিয়েই যান। ওই এলাকায় স্থায়ী সেতু তৈরির দাবি দীর্ঘদিনের। নদীতে এতদিন যাতায়াতের কোনও বাঁশের সাঁকো না থাকায় নদীর জল পেরিয়েই যাতায়াত করতে হত সকলকে। এদিন সকালে পশ্চিম বাতাবাড়ির কিছু তরুণ ওই এলাকায় স্বেচ্ছাশ্রমে ওই নদীর উপরে বাঁশের সাঁকো তৈরিতে উদ্যোগী হন।

স্থানীয় তরুণদের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছে বিভিন্ন মহল। এলাকার জেলা পরিষদ সদস্য রেজাউল বাকির বক্তব্য, ওই এলাকার পাশেই কূর্তি নদীর উপরে সেতু রয়েছে। শুখা মরশুমে পশ্চিম বাতাবাড়ির ওই এলাকা দিয়ে বহু মানুষ যাতায়াত করেন সেটা ঠিক। ওই এলাকায় জনগণের সেতু তৈরির দাবি থাকলে আলোচনা করে তা সংশ্লিষ্ট বিভাগে জানানো হবে।

কূর্তি নদীর উপরে সাঁকো বানাচ্ছেন স্থানীয় তরুণরা। বৃহস্পতিবার।

বড়দিনের আগে বাড়ি বাড়ি ক্যারল

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : সন্ধ্যা নামতেই বৃহস্পতিবার বাদ্যযন্ত্র নিয়ে দুয়ারে দুয়ারে ক্যারল পরিবেশন করলেন জলপাইগুড়ির বিভিন্ন চার্চের প্রতিনিধিরা। এরমধ্যে ছিলেন সেন্ট মাইকেল অ্যান্ড অল অ্যাঞ্জেল চার্চ, নয়াবস্তি চার্চ, মোহিতনগরের ঐতিহ্যবাহী চার্চ সহ একাধিক চার্চের প্রতিনিধিরা। নেতৃত্বে ছিলেন পাদ্রি ডেভিড হাঁসদা, বিপ্লব সরকার প্রমুখ। শহরের নয়াবস্তি, কলেজপাড়া, রায়কতপাড়া, মোহিতনগর প্রভৃতি এলাকায় গিয়েছেন তাঁরা।

সেন্ট মাইকেল অ্যান্ড অল অ্যাঞ্জেল চার্চের অন্যতম প্রবীণ সদস্য দীপেন মণ্ডলের কথায়, 'প্রতিবেশী বাংলাদেশে অস্থির পরিস্থিতি। সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের কথা অজানা নয়। এছাড়া পাকিস্তানে অস্থির রাজনীতি, মায়ানমার এবং শ্রীলঙ্কাতেও শান্তির পরিবেশ নেই। গোটা বিশ্বের অবস্থা স্বস্তিদায়ক নয়। এই পরিস্থিতিতে প্রভু যিশুর বার্তাকে সম্বল করে বিশ্ব শান্তির জন্য আমরা দুয়ারে দুয়ারে সংগীত পরিবেশন করছি। বিশ্ব শান্তির জন্য আলোচনা সভা হচ্ছে।' তিনি আরও জানান, অন্যান্যবারের মতো এবারও বড়দিনে শান্তিকে ঘিরে সংগীতের আসর বসছে। এই আসরে শামিল হচ্ছেন শিক্ষক, অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী, সরকারি কর্মচারী সহ বিভিন্ন পেশায় যুক্ত মানুষ।

প্রতিবারই শহরবাসী এই ক্যারল শোনার জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। ক্যারল শোনাতে শিল্পীদের দল এক বাড়ি থেকে অপর বাড়িতে যান। গৃহস্থরা তাঁদের সাধ্যমতো আপ্যায়িত করেন। ক্যারোলের জন্য শিল্পীরা এক মাস ধরে রিহার্সাল করেন। ক্যারল পরিবেশনের সময় শিল্পীদের হাতে থাকে গিটার। এছাড়া থাকে অন্যান্য আধুনিক বাদ্যযন্ত্র। বড়দিনের আগে এই ক্যারোল অনুষ্ঠানের পর্ব সম্পন্ন হয়। পরবর্তীতে বড়দিনের অনুষ্ঠানের জন্য সকলে সম্মিলিতভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েন। লক্ষ্য, বড়দিনের অনুষ্ঠানকে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে দেওয়া।

সমাজসেবী পুরোজিৎ বক্সীগুপ্তর কথায়, 'জলপাইগুড়ির বিভিন্ন চার্চ আমাদের কাছে সম্পদ। সেন্ট মাইকেল অ্যান্ড অল অ্যাঞ্জেল চার্চ সহ বিভিন্ন চার্চের প্রতিনিধিরা সামাজিক দায়বদ্ধতা পালনের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এই দৃষ্টান্ত অনুকরণযোগ্য।' বড়দিনের আগে এই ক্যারল পরিবেশন সবাইকেই আকৃষ্ট করে বলে জানিয়েছেন বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ ডঃ আনন্দগোপাল ঘোষ।

দুটি কাজের শিলান্যাস

ধূপগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর ও জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের আর্থিক সহযোগিতায় গাদং-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের পুরান শালবাড়ি এলাকায় দুটি নতুন কাজের শিলান্যাস হয় বৃহস্পতিবার। জেলা পরিষদের তরফে ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি নর্দমা ও ভোটপাড়া এলাকায় উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের ২ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১৭০০ মিটার রাস্তা তৈরির কাজ শুরু হয় এদিন। উপস্থিত ছিলেন ধূপগুড়ির বিধায়ক নির্মলচন্দ্র রায়, জেলা পরিষদ সদস্য সহ আরও অনেকে। এই কাজগুলি নিয়ে এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি ছিল। অবশেষে কাজ শুরু হওয়ায় খুশি বাসিন্দারা।

ট্রেনের ধাক্কায় মৃত এক

নাগরাকাটা, ১৯ ডিসেম্বর : ব্যাংকে টাকা তুলতে যাওয়ার সময় ট্রেনের ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাটি ঘটে গ্রাসমোড় চা বাগান লাগোয়া বালুঝোরা রেলসেতুর সামনে। পুলিশ মৃতদেহটিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠায়। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতের নাম দাসো ওরাওঁ (৬৫)। গ্রাসমোড়ের স্কুল লাইন এলাকায় তাঁর বাড়ি। ঘটনায় শোকের ছায়া নেমেছে এলাকায়।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন মুর্শিদাবাদ-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ - এর একজন

বাসিন্দা সোহেল হাসান - কে 17.09.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 93G 09193 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি সিকিম রাজ্য লটারিতে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি যে পদ্ধতিতে আমাকে একজন কোটিপতি বানিয়েছে তা খুবই আশ্চর্যজনক এবং আকর্ষণীয় ছিল। আমি সামান্য পরিমাণ কিছু টাকা খরচ করে কয়েকটি ডিয়ার লটারির টিকিট কিনে আমার ভাগ্য পরীক্ষা করেছিলাম। পদ্ধতিটি সহজ হবে এবং যে কেউ তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে পারেন। আমি এই সুযোগের জন্য ডিয়ার লটারির কাছে আমার সমস্ত কৃতজ্ঞতা জানাই।"

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

নিরাপদ চা উৎপাদন নিয়ে আলোচনা সভা

জলপাইগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের রংধামালি অঞ্চলের নতুনবস্তিতে বৃহস্পতিবার একদিবসীয় নিরাপদ চা উৎপাদনের উপর বিশেষজ্ঞদের নিয়ে আলোচনা সভা হল। এই আলোচনা সভার আয়োজক ছিল জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতি এবং ক্রপ লাইফ ইন্ডিয়া। এ ব্যাপারে টি বোর্ডের সদস্য তথা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী জানান, নিরাপদ ও দায়িত্বশীল কীটনাশকের ব্যবহার, তৃণমূল স্তরে ক্ষুদ্র চা চাষিদের নিরাপদ চা উৎপাদনে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং প্রি-হর্স ইন্টারভেল সম্পর্কে বিশদে আলোচনা হয়।

আলোচনা সভার অন্যতম আলোচক চা গবেষণাকেন্দ্রের উপদেষ্টা আধিকারিক আজিজুর রহমান চায়ের গুণগতমানের চাষের ওপর গুরুত্ব দেন। আলোচনা সভায় ডঃ সুবেন্দর কুমারও বক্তব্য রাখেন। আয়োজক সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, জলপাইগুড়ি, উত্তর দিনাজপুর, দার্জিলিং এবং কোচবিহার জেলাতে ১০টি আলোচনা সভা হবে। এদিনের কর্মশালাতে সভাপতিত্ব করেন রজত রায়কার্জি।

তিস্তাপাড়ে গাঁদা চাষ করে লক্ষ্মীলাভ

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : তিস্তাপাড়ের চার বিঘা জমি এখন ফোটোশুটের জন্য উপযুক্ত জায়গা। চারদিকে গাঁদা ফুলের বাগান। কিছুটা দূরে তিস্তা নদী। বিকেল হতেই শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকার মানুষ সেখানে ভিড় করছে ছবি তুলতে। আর সেই গাঁদা ফুল থেকেই লক্ষ্মীলাভ নদিয়ার কান্তিলাল মণ্ডলের। প্রতিদিন ওই জমি থেকে গাঁদা ফুল তুলে মালা গেঁথে বাজারে বিক্রি করছেন তিনি। আর নদিয়ার গাঁদা ফুল জলপাইগুড়ির মেলায় এবং ওই ফুলের চাহিদাও তুঙ্গে। দৈনিক প্রায় ৩০০টি মালা বাজারে বিক্রি করে লাভের মুখ দেখছেন তিনি।

তবে সবজি চাষ না করে গাঁদা ফুলের চাষ কেন? সবজির থেকে এই ফুল চাষে পরিশ্রম কম এবং লাভ বেশি বলে জানিয়েছেন কান্তিলাল। তাঁর কথায়, 'প্রায় ৪ বিঘা জমিতে গাঁদা ফুল চাষ করতে খরচ হয়েছে ২০-২৫ হাজার টাকা। খুব কম ফলন হলেও ৫০-৮০ হাজার টাকা লাভ উঠে আসবে বলে আশা করছি।'

প্রায় ২২ বছর ধরে গাঁদা ফুল চাষের সঙ্গে যুক্ত কান্তিলাল। এবার প্রথম তিস্তাপাড়ে গাঁদা ফুল চাষ করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন তিনি। ওই এলাকায় এক আত্মীয়ের বাড়িতে ঘুরতে এসে তিনি ওই চাষ শুরু করেন। কান্তিলালের সঙ্গে ব্যবসা করছেন আদুরি রায়।

গাঁদা ফুল তুলতে ব্যস্ত কান্তিলাল। বৃহস্পতিবার। –সংবাদচিত্র

তিনি বলেন, 'অন্যান্য জমিতে সবজি চাষ করেছি ঠিকই কিন্তু লাভ নেই। আগের বছর আমরা গাঁদা ফুল চাষ করেছিলাম। কিন্তু পদ্ধতি না জানায় লাভ করতে পারিনি। তাই এবার ওঁদের সাহায্য নিয়েছি। বেশ ভালোই ফুল হচ্ছে। ছটপুজোর সময় তো মালা দিয়ে শেষ করতে পারছিলাম না।'

জলপাইগুড়ির মাটিতে ফলন বেশ আশানুরূপ হয়েছে বলে জানিয়েছেন কান্তিলাল। অনুষ্ঠানের দিনগুলোতে ২০টি মালা প্রায় ৩০০-৪০০ টাকা পর্যন্ত চলে যায়। আর তা না হলে ২০০-র মধ্যে থাকে বলছেন তিনি। ওই কাজে তাঁকে সাহায্য করছেন তাঁর স্ত্রী রমণী মণ্ডল। তাঁর কথায়, 'সংসারের কাজ সেরে ফুল তুলে দিনে প্রায় ১২০টি মালা গাঁথতে পারি। আবার কখনও বেশিও হয়।'

জলপাইগুড়ির তিস্তাপাড়ে গাঁদা চাষ হওয়ায় খুশি ফুল ব্যবসায়ীদের অনেকেই। এ ব্যাপারে ফুল বিক্রেতা জিৎ দাস বলেন, 'নদিয়ার ফুল হাতের সামনে পেয়ে বেশ ভালো লাগছে। আর বহন খরচটাও অনেকটা কম লাগছে। ফলে এই মালাগুলোর দাম সকলের সামর্থ্যের মধ্যেই থাকছে। কিনছেনও সকলে।'

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

প্রশাসনিক ইউনিট/জোন : শিয়ালদহ ডিভিসন-বাণিজ্যিক, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪। **অকশন ক্যাটালগ নং :** এসডিএএইচ-পার্সেল-৩৭। **নিলামকারী কর্তৃপক্ষ :** সিনি. ডিসিএম/এসডিএএইচ। **নিলাম শুরু হবে (সকল লটের) :** ০৩.০১.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টায়। **নিলাম বন্ধের তারিখ/সময় :** ০৩.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো ২০ মিনিট। **স্বয়ংক্রিয় বৃদ্ধির জোন :** ১২০ সেকেন্ড। **স্বয়ংক্রিয় বৃদ্ধির সময়কাল :** ১২০ সেকেন্ড। **প্রাথমিক কুলিং অফ মেয়াদ :** ৩০ মিনিট। **ক্রমান্বয়িক লট বন্ধের অন্তর্বর্তী সময় :** ১০ মিনিট। **সর্বোচ্চ স্বয়ংক্রিয় বৃদ্ধি :** ১০ বার। **সিদ্ধান্ত গ্রহণ পদ্ধতি :** স্বয়ংক্রিয়। **আরপি প্রদর্শিত হবে** - না, **আরপি-র চেয়ে কম দর অনুমোদিত** - হ্যাঁ। **বিবরণ :** এসএলআর কোচের পার্সেল স্পেস (এক কামরা) [এসইকিউ নং. এএ/১ থেকে এএ/১৭ পর্যন্ত] এবং পার্সেল ভ্যানে পার্সেল স্পেস [এসইকিউ নং. এবি/১]। **এসইকিউ. নং., লট নং /বিভাগ, ট্রিপ সংখ্যা /দিন, বন্ধের তারিখ/সময়** নিম্নোক্ত মতো হবে : **এএ/১,** ১৩১৫৩-এসএলআর-আর১- এসডিএএইচ-এমএলডিটি-২৩-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৭৩০, ০৩.০১.২০২৫, সকাল ১১টা ৩০ মিনিট। **এএ/২,** ১৩১৫৩-এসএলআর-এফ১- এসডিএএইচ-এমএলডিটি-২৩-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৭৩০, ০৩.০১.২০২৫, সকাল ১১টা ৪০ মিনিট। **এএ/৩,** ১৩১৫৩-এসএলআর-এফ২- এসডিএএইচ-এমএলডিটি-২৩-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৭৩০, ০৩.০১.২০২৫, সকাল ১১টা ৫০ মিনিট। **এএ/৪,** ১৯৬০৭-এসএলআর- এফ১- কেওএএ-এমডিজেএন-২৩-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৪, ০৩.০১.২০২৫, দুপুর ১২টা। **এএ/৫,** ২২১৯৭-এসএলআর- এফ১- কেওএএ-ভিজিএলজে-২৩-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৪, ০৩.০১.২০২৫, দুপুর ১২টা ১০ মিনিট। **এএ/৬,** ১৩১৭৩-এসএলআর- এফ২- এসডিএএইচ-এসবিআরএম-২৪-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৪১৭, ০৩.০১.২০২৫, দুপুর ১২টা ২০ মিনিট। **এএ/৭,** ১৩১৭৫-এসএলআর- এফ২- এসডিএএইচ-এসসিএল-২৩-২ (পার্সেল - এসএলআর), ৩১৩, ০৩.০১.২০২৫, দুপুর ১২টা ৩০ মিনিট। **এএ/৮,** ১২৩১৭-এসএলআর- এফ১- কেওএএ- এএসআর-২২-২ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৫, ০৩.০১.২০২৫, দুপুর ১২টা ৪০ মিনিট। **এএ/৯,** ১৯৪১৪-এসএলআর- এফ১- কেওএএ -এডিআই -২৩-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৪, ০৩.০১.২০২৫, দুপুর ১২টা ৫০ মিনিট। **এএ/১০,** ১৩১৪১-এসএলআর- এফ২- এসডিএএইচ -এনওকিউ -২৩-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৭৩০, ০৩.০১.২০২৫, দুপুর ১টা। **এএ/১১,** ১৩১০৫-এসএলআর- এফ১-এসডিএএইচ-বিইউআই-২৪-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৩১২, ০৩.০১.২০২৫, দুপুর ১টা ১০ মিনিট। **এএ/১২,** ১৩১০৫-এসএলআর-এফ২- এসডিএএইচ-বিইউআই-২৪-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৩১২, ০৩.০১.২০২৫, দুপুর ১টা ২০ মিনিট। **এএ/১৩,** ১৩১৪৫-এসএলআর-এফ১-কেওএএ- আরডিপি-২৪-২ (পার্সেল - এসএলআর), ৩১৩, ০৩.০১.২০২৫, দুপুর ১টা ৩০ মিনিট। **এএ/১৪,** ১৩১৬৫-এসএলআর-আর ১-কেওএএ- এসএমআই-২৩-২ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৪, ০৩.০১.২০২৫, দুপুর ১টা ৪০ মিনিট। **এএ/১৫,** ১২৫০১-এসএলআর-এফ১-কেওএএ-এজিটিএল-২৪-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৪, ০৩.০১.২০২৫, দুপুর ১টা ৫০ মিনিট। **এএ/১৬,** ১২৩১৩- এসএলআর-এফ১-এসডিএএইচ-এনডিএলএস-২৩-১ (পার্সেল - এসএলআর), ৭৩০, ০৩.০১.২০২৫, দুপুর ২টো। **এএ/১৭,** ২২৩২৩-এসএলআর-এফ১-কেওএএ -জিসিটি-২৪-১ (পার্সেল - এসএলআর), ১০৪, ০৩.০১.২০২৫, দুপুর ২টো ১০ মিনিট। **এবি/১,** ১৩১৫৫-১৩১৫৬-ভিপি-১- কেওএএ - এসএমআই -২৪-১ (পার্সেল - পার্সেল ভ্যান), ২০৮, ০৩.০১.২০২৫, দুপুর ২টো ২০ মিনিট। **দর হার একক :** প্রতি ট্রিপের লাইসেন্স ফি [এসইকিউ. নং. এএ/১ থেকে এএ/১৭ পর্যন্ত] এবং প্রতি রাউন্ড ট্রিপ (দুই অভিমুখে) [এসইকিউ. নং. এবি/১-এর জন্য]। **ন্যূনতম বৃদ্ধি (%) :** ০.২ [প্রতি ক্ষেত্রে]। **প্রদেয় বায়না অর্থ :** ৫% [প্রতি ক্ষেত্রে]। **প্রয়োজনীয় টার্নওভার :** ০ [এসইকিউ. নং. এএ/১ থেকে এএ/৫, এএ/৮ থেকে এএ/১৫ এবং এএ/১৭ -এর জন্য], ২০০০০০০ [এসইকিউ. নং. এএ/৭ ও এবি/১ -এর জন্য] এবং ৫০০০০০০ [এসইকিউ নং. এএ/৬ ও এএ/১৬-এর জন্য]। **লট স্ট্যাটাস :** আরপি পেন্ডিং [প্রতি ক্ষেত্রে]।

SDAH-280/2024-25

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

শুক্রবার, ৪ পৌষ ১৪৩১, ২০ ডিসেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ২১১ সংখ্যা

সম্পাদকীয়

কোপের নেপথ্যে

শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির সদস্যই শৃঙ্খলা ভাঙলেন। তৃণমূল নেতৃত্ব বুঝিয়ে দিয়েছে, অন্যায় করেছেন ফিরহাদ হাকিম। দলের একজন সিনিয়ার নেতার সম্পর্কে প্রকাশ্যে এমন অবস্থান ঘোষণা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। ফিরহাদ তৃণমূলের প্রথম দিন থেকে দলে আছেন। তিনি মন্ত্রী এবং কলকাতার মতো মহানগরের মেয়র। সবচেয়ে বড় কথা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সবচেয়ে আস্থাভাজনদের অন্যতম। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অম্লমধুর সম্পর্ক থাকলেও ফিরহাদ রেহাই পেয়ে যান মাথার ওপর তৃণমূল নেত্রীর বরাভয় থাকায়।

এমন হাইপ্রোফাইল নেতাকে দল শুধু ভর্ৎসনাই করল না, খোদ দলনেত্রী সেন্সর করলেন। আগামী কিছুদিন সরকারি, বেসরকারি কোনও কর্মসূচিতে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছেন মমতা। ফিরহাদের মতো নেতার জন্য কড়া ডোজ সন্দেহ নেই। দলের সবচেয়ে বড় সংখ্যালঘু মুখ তিনি। বাংলায় তৃণমূলের শক্ত ভোটব্যাংক সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ই। তা সত্ত্বেও তাঁর সম্পর্কে এত কড়া অবস্থান গ্রহণ তৃণমূলকে করতে হয়েছে অনেক হিসাবনিকাশ করেই।

মমতার সংখ্যালঘু ভোটব্যাংকে চিড় ধরানোর কোনও অবকাশ আর নেই বুঝে বিজেপি এখন ব্যস্ত মেরুকরণে। গত বিধানসভা নির্বাচনের পর দলের সভায় সেই অ্যাজেন্ডাটা বলে ফেলেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন পশ্চিমবঙ্গে বিজেপিকে মেরুকরণের পালে আরও হাওয়া তুলে দিয়েছে। তৃণমূল নেত্রী সেটা ভালো করেই জানেন। সেজন্য বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে তিনি প্রথম থেকেই সাবধানি পদক্ষেপ করে চলেছেন।

ওপার বাংলায় হিন্দু নির্যাতন ঠেকানোর ভার তুলে দিয়েছেন কেন্দ্রের হাতে। আরেক কদম এগিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, বাংলাদেশের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকার যে ব্যবস্থাই নিক, তৃণমূল তার পাশে থাকবে। ফলে হিন্দু নির্যাতনের ঘটনাকে ব্যবহার করে বিজেপির মেরুকরণের মরিয়া প্রয়াসে খানিক চোনা ফেলে দেন মমতা। তার ওপর পুরীর আদলে দিঘায় জগন্নাথ দেবের মন্দির তৈরি করে বিজেপির হিন্দুত্বের রাজনীতিতে তিনি ভাগও বসিয়েছেন। যেজন্য রাগে-ক্ষোভে বিরোধী দলনেতার মুখ থেকে বেরিয়ে এসেছে, পুরীর বিকল্প দিঘা হিন্দুরা মানবে না।

তাতে হিন্দুত্বের ব্যাটনটা বিজেপির একা বয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা ষোলোআনা বাজিমাত করতে পারে, এমন সম্ভাবনা নিশ্চিত নয়। এই যখন অবস্থা, তখন ফিরহাদের মন্তব্য মমতার সতর্ক প্রয়াসে খানিকটা জল ঢেলে দিয়েছে। যদিও পুরমন্ত্রীর সাফাইটা ফেলে দেওয়ার নয়। তাঁর সংখ্যালঘুদের সংখ্যাগুরু হয়ে ওঠার যে মন্তব্য নিয়ে এত বিতর্ক, তা তিনি পাটিগণিতের সরল অঙ্কে বলেননি বলে জানিয়েছেন।

কলকাতার মেয়রের যুক্তি, সংখ্যালঘুদের আর্থিক-সামাজিক অনগ্রসরতার অন্যতম কারণ শিক্ষায় পিছিয়ে থাকাকে দূর করার লক্ষ্যে কাজ করার ডাক দিয়েছিলেন তিনি। বিজেপি সেই কথার অপব্যাখ্যা করেছে বলে বোঝাতে চেয়েছেন ফিরহাদ। কিন্তু বিজেপি এই নিয়ে ইতিমধ্যে অনেক জলঘোলা করে ফেলেছে। কোনও কোনও মহল ফিরহাদকে মন্ত্রীসভা থেকে অপসারণের দাবি করছে। ধর্ম নিয়ে এখন সমাজে স্পর্শকাতরতা মাত্রাতিরিক্ত।

তৃণমূল নেত্রী তাই ঝুঁকি নিতে চাননি। ফিরহাদের কথায় হিন্দুদের মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা ঠেকাতে মমতা এত কড়া পদক্ষেপ করেছেন। তাতে দলের সংখ্যালঘু মুখকে সাময়িক বলি দিতে হলে তাই সই, কিন্তু বিজেপির মেরুকরণের একক চেষ্টা সফল হতে দিতে রাজি নন তিনি। ফলে কিছুদিন সরকারি-বেসরকারি কর্মসূচি থেকে দূরে থাকার এই নিদান।

তাতে নতুন সাফাই দিতে গিয়ে আবার বিতর্ক ডেকে আনার ঝুঁকিতে লাগাম টেনে রাখা গেল। ফিরহাদকে কিন্তু শোকজ করা হয়নি। যেটা দলের আরেক সংখ্যালঘু নেতা হুমায়ুন কবীরের ক্ষেত্রে করা হয়েছিল। প্রাক বড়দিনের কর্মসূচিতে মমতার পাশেই দেখা গেল ফিরহাদকে। বোঝা যাচ্ছে দিন কয়েক গা-ঢাকা দিয়ে থাকতে হলেও ফিরহাদকে স্বপদে রেখে দেওয়াই মমতার কৌশল।

অমৃতধারা

দুঃখ আছে বলিয়াই তুমি দুঃখজয়ী বীর হইবার সুযোগ পাইতেছ। মৃত্যু আছে বলিয়াই মৃত্যুঞ্জয় মহাশিব হইবার তোমার সার্থকতা। যখন সব হারাইবে, তখনই সব পাইবে। দেওয়াই পাওয়া, না দিতে পারাই রিক্ততা, শূন্যতা ব্যর্থতা। সুখলাভ যখন তোমার ঈশ্বরের প্রীতি-সম্পাদনের জন্য তখন ইন্দ্রিয়-সংযম তোমার সহজাত সম্পদ। ঈশ্বরের প্রীতিকেই জীবনের লক্ষ্য কর। আপন স্বরূপের পানে তাকাইয়া সীমার সহিত অসীমের সখ্যতা অনুধাবন কর। আদির ভিতরে অন্তকে দেখা, চিরচঞ্চলের ভিতরে নিত্যস্থিরকে জানা-ইহাই যোগ। পরকে আপন বলিয়া জানিবার উপায় নিজেকে ও তাহাকে একই ভগবানের সন্তান বলিয়া মানিয়া লওয়া। - শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ

দাবার ভারত ও ভারতের দাবা বিপ্লব

গুকেশের বিশ্বজয় বোঝাল দক্ষিণ ভারতে দাবার বিস্ফোরণ। আনন্দের মতোই বড় ভূমিকা ম্যানুয়েল অ্যারনের।

নির্মল নাথ

গুকেশ ডোম্মারাজু বিশ্ব দাবা চ্যাম্পিয়নশিপে খেতাব জেতায় ভারত একটা অবিশ্বাস্য রেকর্ড স্পর্শ করল। জানি না, ক'জন এই ব্যাপারটা লক্ষ করেছেন। ভারত আক্ষরিক অর্থেই বর্তমান বছরে দাবায় বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন। গুকেশ ব্যক্তিগত বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন, দাবা অলিম্পিয়াডে ভারতীয় মহিলা ও পুরুষ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন। দাবা অলিম্পিয়াডই দলগত বিভাগে শ্রেষ্ঠ দাবা প্রতিযোগিতা। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন বেশ কয়েকবার এই কৃতিত্ব অর্জন করেছিল। তাছাড়া অন্য কোনও দেশের এই কৃতিত্ব ছিল না। ভারত এবার সেটাই অর্জন করল।

ভারতের এই কৃতিত্বে যাঁর বুকটা সংগত কারণেই দশ হাত হওয়ার কথা, সেই ম্যানুয়েল অ্যারন ভারতীয় দাবায় পথপ্রদর্শক। একসময় ভুল বোঝাবুঝির জন্য আমাদের মধ্যে তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছিল। পরে তা আবার মিটেও গিয়েছিল। এই তামিল খ্রিস্টান ভদ্রলোকই দেশে প্রথম রাজ্য দাবা সংস্থা বানিয়ে রাজ্য দাবার আয়োজন করেছিলেন। তারপর বছর কয়েকের মধ্যেই হল পশ্চিমবঙ্গ ও মহারাষ্ট্র দাবা সংস্থা। ভারতে 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি' গড়ার কাজ সেই শুরু।

ম্যানুয়েল ছিলেন দেশের প্রথম আন্তর্জাতিক মাস্টার (আইএম)। সেটা ছিল ১৯৬১ সাল। ওঁর ১৭ বছর পর দেশের দ্বিতীয় আইএম হয়েছিলেন ভি রবিকুমার। পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন আনন্দ দেশের প্রথম গ্র্যান্ড মাস্টার হন ১৯৮৮ সালে। গত মে মাসে পি শ্যামনিখিল দেশের ৮৫ নম্বর গ্র্যান্ড মাস্টারের খেতাব অর্জন করেছেন। এর মধ্যে চারজন মহিলা। বিশ্বনাথন আনন্দ থেকে গুকেশ এবং দেশের সর্বশেষ 'জিএম' শ্যামনিখিল পন্নুস্বামী, সবাই তামিল। দেশের 'গ্র্যান্ড মাস্টার তৈরির কারখানা' তামিলনাড়ুর 'জিএম'-এর সংখ্যা তিরিশ। ৮৮ বছরের অ্যারন দেখছেন, তিনি যে চারাগাছটি গত শতাব্দীর পাঁচের দশকে রোপণ করেছিলেন সেটি আজ মহীরুহে পরিণত।

দাবার জন্ম কোথায়, এ নিয়ে একসময় যথেষ্ট বিতর্ক ছিল। ইতিহাসবিদদের অধিকাংশই মনে করেন, পৌরাণিক ভারতের 'চতুরং' খেলাটিই আজকের দাবা। ভারতের সীমানা ছাড়িয়ে 'চতুরং' তৎকালীন পারস্যে প্রবেশ করে হয় 'শতরঞ্জ'। শুধু পারস্যে নয়, অনাহূত মুসলিম শাসকদের হাত ধরে আবার দাবা যখন ভারতে ফিরে আসে, তখন থেকেই দাবা 'শতরঞ্জ'। আওয়াধের নবাব কবি ও দার্শনিক ওয়াজিদ আলি শাহ'র 'শতরঞ্জ'-প্রেম নিয়েই সত্যজিৎ রায়ের বিশ্ববিখ্যাত ছবি 'শতরঞ্জ কে খিলাড়ি'।

সত্যজিৎ ইচ্ছে করলেই 'চতুরং' নামটি ফিরিয়ে আনতে পারতেন, কিন্তু স্বদেশ প্রীতি দেখাতে গিয়ে উনি ইতিহাস বিকৃত করার চেষ্টা করেননি। তো চতুরং হোক বা শতরঞ্জ, এখানে খেলাটা হত ভারতীয় নিয়মে-- বোড়ে একটার বেশি চাল দিতে পারত না। আন্তর্জাতিক নিয়মে বোড়ে প্রথম চালটা দু'ঘর-ও দিতে পারে। আর রাজার 'ক্যাসলিং' বলে কোনও চাল ভারতীয় প্রথায় ছিল না। ভারতীয় দাবায় এইরকম প্রয়োজনীয় আন্তর্জাতিক পরিবর্তনগুলোও এনেছিলেন অ্যারন। নাহলে ভারত অনেক পিছিয়ে থাকত।

একসময়ে দাবার একচ্ছত্র সম্রাট সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাওয়ার পর আজকের রাশিয়ার শেষ বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ভ্লাদিমির ক্রামনিক। ২০০৭ সালে তাঁকে হারিয়েই প্রথমবার বিশ্ব খেতাব জিতেছিলেন আনন্দ। তারপর রাশিয়ার দাবা অস্তাচলে। ভারতের উত্থান শুরু। ভারতের এই উত্থান মেনে নিতে পারেননি ক্রামনিক ও রুশ দাবা সংস্থা। গুকেশ বিশ্ব খেতাব জেতার পরই ক্রামনিক বললেন, 'এন্ড অফ চেস। এত বাজে খেলা ভাবা যায় না।' আর খেতাবি লড়াইয়ের শেষ গেমে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন চিনের ডিং লিরেন ভুল চালে হারতেই রুশ দাবা সংস্থার প্রেসিডেন্ট দাবি করলেন, 'লিরেন গট-আপ খেলেছে। ফিডে তদন্ত করুক।'

ফিডে এই দাবি সঙ্গে সঙ্গেই খারিজ করে দিয়েছে। কিন্তু একটা জিনিস পরিষ্কার যে, ভারতের গুকেশের নয়, ভারতের সাফল্য রাশিয়া মেনে নিতে পারছে না। অথচ ক্রামনিকের ঘোষিত মেন্টর সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দাবাড়ু গ্যারি কাসপারভ কিন্তু হাসিমুখে গুকেশের সঙ্গে ছবি তুলেছেন। পাঁচবারের বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ম্যাগনাস কার্লসেন প্রশংসা করেছেন গুকেশের। গুকেশের এই জয়কে ম্যাজিকাল বললেই বোধ করি সঠিক মূল্যায়ন করা হয়। ববি ফিশার, কাসপারভ ও কার্লসেনের সঙ্গে একই পংক্তিতে চলে এলেন গুকেশ।

এই তিন কিংবদন্তির মতো প্রথমবার ক্যান্ডিডেটস দাবায় খেলার যোগ্যতা অর্জন করেই জিতলেন বিশ্ব খেতাব। আর এই তিন কিংবদন্তিকে পিছনে ফেলে এমন একটি নজির সৃষ্টি করলেন গুকেশ, যা ভাঙা প্রায় অসম্ভবই। এতকাল সবচেয়ে কম বয়সে বিশ্ব খেতাব জেতার নজির ছিল কাসপারভের। গুকেশের এই রেকর্ড যেন উসেইন বোল্টের ৯.৫৮ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড়োনো। বোল্টের এই বিশ্ব রেকর্ড কবে কে ভাঙতে পারবেন, আদৌ কোনও দিন ভাঙা সম্ভব হবে কি না, সময়ই তার উত্তর দেবে। কাসপারভের কনিষ্ঠতম দাবাড়ু হিসেবে বিশ্ব খেতাব জেতার রেকর্ড গুকেশ ভাঙলেন চার বছরেরও বেশি কম সময়ে।

দাবার মতো একটা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার খেলায় চার বছরের বেশি কম সময় একটা দীর্ঘ পথ। একজন দাবাড়ু যখন একটা চাল দেন, তখন তিনি পরবর্তী অন্তত দশ বারোটা চালের পারমুটেশন কম্বিনেশন ভেবে রাখেন। যাঁর আইকিউ যত বেশি, তাঁর চিন্তাশক্তি আরও বেশি। ফলে তিনি আরও বেশিসংখ্যক চালের পারমুটেশন কম্বিনেশন করতে পারেন। অনেক সময়ই সময়ের চাপে ভুল চাল দিয়ে ফেলেন দাবাড়ু। সময়ের চাপে পড়ে গেলে প্রতিপক্ষ সেই সুযোগ নিয়ে ভুল চাল দিতে বাধ্য করেন।

বিশ্বের সব খেলার পরিণতি একটা ভুলের ফল। গুকেশের কৃতিত্ব এখানেই যে, বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন লিরেনকে তিনি ভুল চাল দিতে বাধ্য করেছিলেন। যে ছেলেটা সাত বছর বয়সে অনূর্ধ্ব-১২ ওয়ার্ল্ড ইয়ুথ চ্যাম্পিয়নশিপে খেতাব জেতে এবং মাত্র ১৮ বছর বয়সে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়, তার ক্ষমতা যে সুপার হিউম্যানিক স্বীকার করতেই হবে। লিরেন 'ব্লান্ডার' করেছেন বলে গুকেশের জয়কে যাঁরা খাটো করতে চাইছেন, তাঁরা ভারতের এই বছরের অসাধারণ সাফল্যে ঈর্ষান্বিত।

ম্যানুয়েল অ্যারন দেশের প্রথম আন্তর্জাতিক মাস্টার (আইএম)। সেটা ছিল ১৯৬১ সাল। ওঁর ১৭ বছর পর দেশের দ্বিতীয় আইএম হয়েছিলেন ভি রবিকুমার। আনন্দ দেশের প্রথম গ্র্যান্ড মাস্টার হন ১৯৮৮ সালে। গত মে মাসে পি শ্যামনিখিল দেশের ৮৫ নম্বর গ্র্যান্ড মাস্টারের খেতাব অর্জন করেছেন। এর মধ্যে চারজন মহিলা।

ভারতীয় দাবাকে বিশ্বের মানচিত্রে প্রথম তুলে ধরেছিলেন, মুম্বইয়ের সুলতান খান ও গুলাম ফতিমা। এঁরা দুজনেই ছিলেন কর্নেল নবাব উমের হায়াত খানের কাজের লোক। সুলতান ছিলেন রাঁধুনি এবং ফতিমা ঘরদোর পরিষ্কার রাখতেন। সুলতানের কাছে দেখে দেখে দাবা শিখেছিলেন ফতিমা। তারপর দুজন হয়ে উঠেছিলেন দাবা খেলার পার্টনার। হায়াত খান দাবায় ওঁদের আগ্রহ দেখে, ১৯৩০ সালে পাকাপাকিভাব ইংল্যান্ডে চলে যাওয়ার সময়, উনি সুলতান ও ফতিমাকেও সঙ্গে করে নিয়ে যান। ১৯৩৩ সালে দুজনেই ব্রিটিশ চেস চ্যাম্পিয়নশিপে খেলেন এবং দুজনেই খেতাব জিতেছিলেন। ফতিমা এগারো রাউন্ডের প্রতিযোগিতায় সাড়ে দশ পয়েন্ট পেয়েছিলেন। তিনি জিতেছিলেন তিন পয়েন্টের ব্যবধানে। আর সুলতান পরপর তিন বছর চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। তারপর দেশে ফিরে আসেন। দুজনে যদি শিক্ষিত হতেন, তাহলে নিশ্চয়ই ওই সময়ে লোকের বাড়ি কাজ করতে হত না।

গত বিশ্বকাপ ফুটবলের ফাইনালে মেসি আলভারেজকে দিয়ে যে গোলটি করিয়েছিলেন, সেই গোলটি ভাবুন। মেসি ডান দিক দিয়ে উঠছেন। তাঁকে ফ্রান্সের দুজন ডিফেন্ডার আটকানোর চেষ্টা করছেন। জার্সি টেনেও থামাতে পারছেন না। তারপর মেসি বক্সে না ঢুকেই গোল লাইন থেকে একটা মাইনাস করলেন। বলটা ফ্রান্সের দু'-তিনজন ডিফেন্ডারের পায়ের তলা দিয়ে আলভারেজের পায়ে। আলভারেজের গোল না করতে পারার কোনও বাধা ছিল না। আসলে মনে হয়, বড় বড় খেলোয়াড়দের সুপার হিউম্যানিক ক্ষমতা গড়ে ওঠে। যার জন্য শুধু প্র্যাকটিস ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রির প্রয়োজন হয় না।

দিব্যেন্দু বড়ুয়া ভারতের দ্বিতীয় গ্র্যান্ড মাস্টার। দিব্যেন্দু জিএম হয়েছিলেন ১৯৯১ সালে। তাঁর সাফল্যে উজ্জীবিত হয়ে বেশ কিছু প্রতিভাবান দাবাড়ু উঠে এসেছিলেন বাংলায়। যেমন সূর্যশেখর গঙ্গোপাধ্যায়, সন্দীপন চন্দ, নীলোৎপল সাহা, সপ্তর্ষি রায় প্রমুখ। সূর্যশেখর বিশ্ব খেতাবি লড়াইয়ে আনন্দের টিমেও ছিলেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গ্র্যান্ড মাস্টার হয়েই এঁরা সন্তুষ্ট হয়ে পড়েন। ফলে আর এগোতে পারেন না। আর বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে খেলার পরিকাঠামো করুণ অবস্থায়। ক্লাবগুলো বার্ষিক দু'লক্ষ টাকা করে বার্ষিক সরকারি অনুদান পেয়ে এখন সব বিয়েবাড়িতে পরিণত। খেলা সব লাটে।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯১৫
আজকের দিনে প্রয়াত হন সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী।

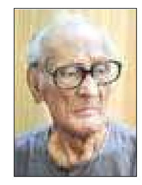

১৯১৯
নাট্যব্যক্তিত্ব খালেদ চৌধুরী আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন।

আলোচিত

অনেক অপমান সহ্য করতে না পেরেই আমার ছেলে অবসর নিয়েছে। আমিও খবরটা জানতে পারি শেষমুহূর্তে। যেভাবে দ্রুত ও সিদ্ধান্ত নিল তার পেছনে অনেক কারণ। অশ্বীনই শুধু জানে, হয়তো অপমানটাই কারণ।

- রবিচন্দ্রন

ভাইরাল/১

নবদম্পতির নাচ সমাজমাধ্যমে ঝড় তুলছে। সবে বিয়ে হয়েছে। বিয়ের আসরেই 'পুষ্পা ২'-এর 'আঙ্গারো কা আম্বার সা' গানের তালে স্বামীর সঙ্গে চুটিয়ে নাচলেন নববধূ। আল্লু অর্জুন-রশ্মিকার মতো নেচে অতিথিদের অবাক করে দিয়েছেন তাঁরা।

ভাইরাল/২

বিহারের মুজফফরপুরে রাস্তার মাঝে দুই তরুণীর পরস্পরকে জুটোপেটা করার ভিডিও ভাইরাল। দুই তরুণী একটি ছেলের বান্ধবী। আর সেই ছেলেটিকে নিয়ে তরুণীদের মধ্যে ঝগড়া হচ্ছিল। শেষে হাতাহাতি থেকে জুতো ছোড়াছুড়ি শুরু হয়।

জনমন জনমত

পাড়ার মধ্যে পেট্রোল-ডিজেল বিক্রিতে রাশ টানা হোক

শিলিগুড়ির পাড়ায় পাড়ায় গজিয়ে উঠেছে অবৈধ পেট্রোল-ডিজেলের রমরমা কারবার। ছোট মুদির দোকান থেকে পানের দোকান, এমনকি দর্জির দোকানেও পাওয়া যাচ্ছে এই অতি দাহ্য পদার্থ। প্রতিবেশীদের প্রতিবাদের ইচ্ছে থাকলেও পাছে সম্পর্ক খারাপ হয় সেই ভয়ে অনেকেই কিছু বলার সাহস করে উঠতে পারে না।

একটু খেয়াল করলেই দেখা যায়, দুই চাকার গাড়ি ১০০ টাকা, ৫০ টাকার তেল ভরে দিব্যি চলে যাচ্ছে। প্রশাসন মাঝেমধ্যে এইসব কারবার বন্ধ করার চেষ্টা করলেও সফল হতে পারেনি। এর প্রধান কারণ সচেতনতার অভাব। এই তো কিছুদিন আগেই শিলিগুড়ির শান্তিনগরের একটি বাড়িতে অবৈধ পেট্রোল মজুত করে রাখায় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। সেই খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিতও হয়। অথচ আমরা দু'পয়সা বেশি আয়ের আশায় এই অবৈধ কারবারে লিপ্ত হয়ে পড়ছি।

প্রশাসনের তরফে সবার ঘরে ঘরে গিয়ে বোঝানো সম্ভব নয়। আমাদেরই এই ব্যাপারে সচেতন হতে হবে। জনসাধারণের কাছে অনুরোধ, যারা অবৈধ তেল বিক্রয়ের সঙ্গে জড়িত তাদের যেন আর তেল কেনার মাধ্যমে উৎসাহিত না করা হয়। প্রয়োজনে সচেতনতার পাঠও দেওয়া যেতে পারে। সেইসঙ্গে আরও একটু সক্রিয় হওয়ার জন্য প্রশাসনের কাছে আর্জি রইল।

সমীরকুমার বিশ্বাস
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

দুর্গাপুজো কমিটি এবং অনুদান

পুজো উপলক্ষ্যে বিভিন্ন দুর্গাপুজো কমিটিকে সরকারি অনুদান দেওয়া শুরু হয়েছিল প্রথম ২৫ হাজার টাকা থেকে। অনুদানের পরিমাণ প্রতি বছরই বাড়ানো হচ্ছে। এবছর (২০২৪) ৪৩ হাজারেরও কিছু বেশি পুজো কমিটিকে ৮৫ হাজার টাকা করে অনুদান দিয়ে মোট ৩৬৫ কোটিরও বেশি রাজস্ব ব্যয় করা হয়েছে।

অনেক পুজো কমিটি সরকারি অনুদান পাওয়া সত্ত্বেও সাধারণ ব্যবসায়ীদের থেকে জোরজুলুম করে চাঁদা আদায় করেছে। তাছাড়া সরকারি অনুদানের অর্থে রাতভর ডিজে বাজানো, নানা ধরনের অসামাজিক কার্যকলাপের দৃশ্য তো হামেশাই গোচরে আসে।

বেশিরভাগ পুজো কমিটির কাছে সরকারি অনুদান খরচ করার সাপেক্ষে কোনও ভাউচার রাখা হয় না। তাই যেসব দুর্গাপুজো কমিটি সরকারি অনুদান পেয়েছে, সেইসব কমিটির পুজো সম্পাদনের বিষয়ে সব আয় এবং ব্যয়ের হিসাব চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টদের দ্বারা করানো হোক এবং পরের বছরের অনুদান পাওয়ার জন্য ওই অডিট সার্টিফিকেট পেশ করা বাধ্যতামূলক করা হোক।

ভীমনারায়ণ মিত্র
দেবীনগর, রায়গঞ্জ।

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

হিংসার উৎসবে বাজে মরণের উন্মাদরাগিণী

ঘৃণাই যদি আশ্রয় হবে আমাদের, তবে এত কবি, এত প্রাবন্ধিক, এত ঔপন্যাসিক, এত গীতিকার- এসবের দরকারটাই বা কীসের?

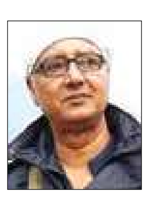

কল্যাণময় দাস

রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আমাদের কেউ নেই, একথা বললে প্রকৃতার্থে মিথ্যেই বলা হবে। সত্যি কথা হল, যুদ্ধ ছাড়া আমাদের আর কেউ নেই এই বিশ্বে। রবীন্দ্রনাথ, টলস্টয় প্রমুখ আছে ঠিকই বইয়ের পাতায় পাতায়, কিন্তু যুদ্ধ আছে আমাদের প্রতিটি মনে মনে, পাড়ায় পাড়ায়, দেশে দেশে। 'স্বার্থে স্বার্থে বেধেছে সংঘাত, লোভে লোভে ঘটেছে সংগ্রাম- প্রলয়মন্থনক্ষোভে ভদ্রবেশী বর্বরতা উঠিয়াছে জাগি পঙ্কশয্যা হতে। লজ্জা শরম তেয়াগি জাতিপ্রেম নাম ধরি প্রচণ্ড অন্যায় ধর্মেরে ভাসাতে চাহে বলের বন্যায়'। ১৮৯৯ সালে রবিবাবু এই কবিতাটা লেখেন। ১২৫ বছর পরেও কতটা প্রাসঙ্গিক এই কবিতা! প্রতিবেশী দেশ তো বটেই মধ্যপ্রাচ্যের দিকে তাকালেই স্পষ্ট বোঝা যায় আমরা কতটা বর্বর এবং কতখানি সভ্য!

পৃথিবীর তামাম সংবাদমাধ্যমে সবসময় ছোট-বড় নানান হিংসার ছবি দেখানো হচ্ছে। দেখলে মনে হয় মানুষ প্রকৃতার্থে হিংসার মধ্যেই বসবাস করতে ভালোবাসে। পাড়া-মহল্লার বাঁশ-বাখারির ডাং থেকে শুরু করে নিউক্লিয়ার বম্ব- চিত্রটা ভয়ানক। কোথাও জমি দখল তো কোথাও দেশ দখল। কোথাও মেয়ে দখল তো কোথাও পুরুষ দখল। চারদিকে জল-জঙ্গল-জমি দখলের দবদবা। রাষ্ট্র ক্রনি-ক্যাপিটালিজমে আর রাজনীতি 'দাদা' ইজমের কলার তুলে এগিয়ে চলেছে। কোথায় যাবে নাগরিক! কীভাবে এর থেকে নিস্তার পাবে পৃথিবী- কারও কাছেই এর বৈজ্ঞানিক উত্তর নেই, নেই দর্শনগত উত্তর। আর থাকলেও শুনছেই বা কে?

আমাদের সামনে কোনও 'ক্ষুধাহরণের সুধাক্ষরণের উদাহরণ' নেই, শুধু চারপাশে 'সুধাহরণের ক্ষুধাভরণের উদাহরণ'। পড়শি দেশেও তাই। একে অন্যকে ঘেন্না করতে শেখাচ্ছে সামাজিক মাধ্যমে, মিডিয়ায়। আমরা সেই ঘেন্না বহন করে নিয়ে চলেছি আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের দিকে। এর শেষ নেই। ঘৃণাই যদি আশ্রয় হবে আমাদের তবে এত কবি, এত কবিতা, এত প্রাবন্ধিক, এত প্রবন্ধ, এত ঔপন্যাসিক, এত উপন্যাস, এত গীতিকার, এত গান- এসবের দরকারটাই বা কীসের? একসময় আমরা আবৃত্তি করেছি- 'তোমার শীতললক্ষা আর আমার ময়ূরাক্ষী/তোমার ভৈরব আর আমার রূপনারায়ণ... আমাদের এক রবীন্দ্রনাথ এক নজরুল'। সবই কি বৃথা!

অন্ধ হিংসার ভেতর জন্ম নিচ্ছে নিজেকেই মারার প্রক্রিয়া। জন্ম নিচ্ছে ভাষা থেকে শুরু করে সমগ্র অস্তিত্ব বিপন্ন করার অভিপ্রায়। জন্ম নিচ্ছে একটা প্রবল বর্ণময় সৃজন-ঐশ্বর্যে-ভরা ভাষাগোষ্ঠীকে শেষ করে দেবার চিন্তন। এই ঘূর্ণিপাকে দুই দেশের গলাগলি কখন যেন গালাগালিতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে অপরিণত ছেলেছোকরাদের ইতরামিতে, তা কেউ গায়েই মাখছি না। কিন্তু এটা তো হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু হল, হচ্ছে। শুধুমাত্র হাহাকার ছাড়া আমাদের মতো লেখুড়েদের আরও কী-ই বা করার আছে! সমস্ত আশার বাণীকে থেকে থেকেই মনে হয় অসার বাণী। কেননা আমরা এতবার ঠকেছি রাষ্ট্রযন্ত্রের ঠোক্করে, এতবার ছিন্নমূল হয়ে ছন্নছাড়া হয়েছি- তবু কি একবারও আমাদের কোনও জ্ঞান হয়েছে? মাঝে মাঝে মনে হয় 'অন্তর্গত রক্তের ভিতরে খেলা করে' নিজেদের বিপন্ন করে তোলার অন্ধকার বাসনা। এর থেকে কি মানুষের রেহাই নেই!

বছরের শেষপ্রান্তে এসে একটাই কামনা তবু আমাদের হোক, 'আমরাই একে অন্যের হৃদয়ের অনুবাদ/মর্মের মধুকর, মঙ্গলের দূত/আমরাই চিরন্তন কুশলসাধক'।

(লেখক নাট্যকর্মী। কোচবিহারের বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০১৮

★	১		২	★	৩	৪	★
★		★	৫		★		★
★		★		★	৬		৭
★	৮			★	★	★	
৯	★	★	★	১০		১১	★
১২	১৩		★		★		★
★		★	১৪		★		★
★	১৫		★	১৬			★

পাশাপাশি : ১। উলের তৈরি বসার আসন ৩। দহন বা জ্বলন ৫। পল্লি বা পাড়া ৬। বাগে আনা, জবরদখল বা গ্রাস ৮। এক ধরনের পাখি ১০। মহাসাগর বা অনন্ত জলরাশি ১২। প্রচণ্ড ধারালো বা তীক্ষ্ণ ১৪। মেয়েদের কোমরে কাপড়ের গিঁট ১৫। গাছের মূল থেকে শাখা পর্যন্ত অংশ ১৬। রীতি বা আচরণবিধি।

উপর-নীচ : ১। অসাবধানতা বা অমনোযোগ ২। অকারণে যে প্রশংসা করে ৪। প্রতিবিধান, ভারমুক্ত করা বা কমানো ৭। ব্যবসায়ে বিনিয়োগ ৯। সৌরজগতের একটি গ্রহ ১০। পাশা খেলায় দক্ষ ১১। তাড়িয়ে দেওয়া, বর্জন করা বা বাইরে রাখা ১৩। সুসজ্জিত পালকি।

সমাধান ■ ৪০১৭

পাশাপাশি : ১। অস্ফুট ৩। চারুলতা ৪। গরল ৫। বাসি বিয়ে ৭। দফা ১০। নিকা ১২। কিংখাব ১৪। তালাক ১৫। গোবেচারা ১৬। নারদ।

উপর-নীচ : ১। অপবাদ ২। টগর ৩। চালবাজ ৬। বিনুনি ৮। ফার্লং ৯। ধ্রুবতারা ১১। কাকপদ ১৩। ঢাকনা।

বিন্দুবিসর্গ

মমতার গান

দুর্গাপুজোর পর বড়দিন উপলক্ষ্যেও গান লিখলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরও তিনিই দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার অ্যালেন পার্কের অনুষ্ঠানে শ্রীরাধা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে সেই গান শোনানো হয়।

সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শ

রাজ্যে উপাচার্য নিয়োগে দেরি হওয়ায় এবার সুপ্রিম কোর্টে আইনি পরামর্শ নিতে চলেছে রাজ্য সরকার। শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু বলেছেন, '১৮টি বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাচার্য নিয়োগ আটকে রয়েছে।'

ট্রেন বাতিল

শনিবার থেকে আগামী এক মাস হাওড়া-ব্যান্ডেল শাখায় ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটবে। পূর্ব রেলের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ৩০ জোড়া লোকাল ট্রেনের পাশাপাশি বেশকিছু দূরপাল্লার ট্রেন বাতিল ও নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

শিশু বিক্রিতে ধৃত

হাওড়ার শালিমারে শিশু বিক্রি চক্রে যুক্ত থাকার অভিযোগে আরও একজনকে গ্রেপ্তার করল সিআইডি। ধৃতের নাম সৌরভ অধিকারী। বাড়ি নদিয়ার হাঁসখালিতে।

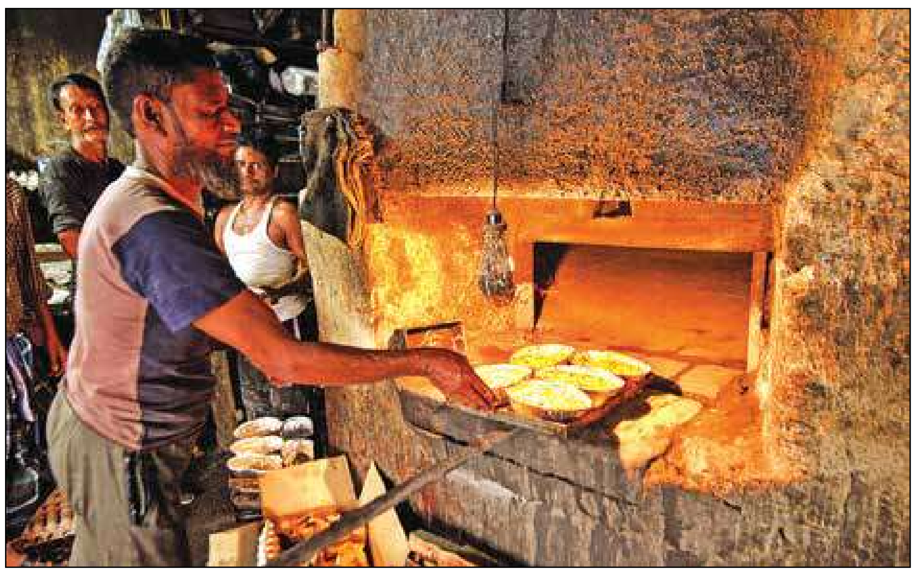

শীতকাল যেন মিলিয়ে দিল শহর ও গ্রামকে। একদিকে তৈরি হচ্ছে কেক, অন্যদিকে খেজুরের গুড়। বৃহস্পতিবার বৌবাজারের একটি বেকারিতে আবির চৌধুরী এবং নলহাটিতে তথাগত চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

সেন্সর করার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ফের অনুষ্ঠানে যোগ মেয়রের

সারাক্ষণ মমতার নজরে ববি

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে অশান্ত পরিস্থিতির আবহে এদেশের সংখ্যালঘুরা সংখ্যাগুরু হয়ে যাওয়ার কথা বলে বিতর্ক তৈরি করে দলের রোষানলে পড়েছিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তাঁর মন্তব্য যে দল অনুমোদন করে না তা দলের অফিসিয়াল এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে জানিয়েও দেওয়া হয়েছিল। আপাতত দশ দিন কোনও সরকারি বা বেসরকারি অনুষ্ঠান যেখানে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেইসব অনুষ্ঠানেও ফিরহাদকে যেতে নিষেধ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

বুধবার দক্ষিণ কলকাতায় ধনধান্য স্টেডিয়ামে রাজ্য সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত সংখ্যালঘু দিবসের অনুষ্ঠানে দলের অন্যতম সংখ্যালঘু মুখ ফিরহাদ অনুপস্থিত ছিলেন। তখনই বোঝা গিয়েছিল, ফিরহাদকে কিছুদিনের জন্য হলেও সেন্সর করছে দল। কিন্তু বৃহস্পতিবার পার্ক স্ট্রিটের অ্যালেন পার্কে বা সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে বড়দিন উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দেখা গেল ফিরহাদকে। এমনকি মুখ্যমন্ত্রী ভাষণ দিতে গিয়ে উপস্থিত অতিথিদের মধ্যে ফিরহাদের নামই প্রথম করলেন। তখনই প্রশ্ন উঠছে, রাতারাতি কী এমন ঘটল যে ফিরহাদকে ফের স্বমহিমায় ফিরিয়ে আনা হল? এদিন বিকেলের পর থেকে এই নিয়ে সরগরম থাকল রাজ্য রাজনীতি।

ক্রিসমাস কার্নিভাল উদ্বোধনে মমতা। রয়েছেন ফিরহাদও। বৃহস্পতিবার কলকাতার অ্যালেন পার্কে।

তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের একাংশ মনে করছেন, ফিরহাদকে এদিন সংবাদমাধ্যমের ধারেকাছে ঘেঁষতে দেখা যায়নি। দুটি অনুষ্ঠানে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যেই ছিলেন। কারণ, ফিরহাদের মন্তব্যে যে মুখ্যমন্ত্রী রুষ্ট হয়েছেন, তা এদিন মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণেও উঠে এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী এদিন বলেছেন, 'আমরা সব ধর্মকে সম্মান করি। কাউকে ছোট বা বড় মনে করি না।' মুখ্যমন্ত্রী যখন এই কথা বলছিলেন, তখন ফিরহাদকে কিছুটা হলেও অস্বস্তিতে থাকতে দেখা গিয়েছে। এছাড়া ফিরহাদের এই মন্তব্য দলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠরাও ভালো চোখে দেখেননি। 'এক ব্যক্তি এক পদ' নীতিতে দলকে চলতে হবে বলে অনেক আগে থেকেই বার্তা দিয়েছিলেন অভিষেক। তখনই ফিরহাদের প্রসঙ্গও এসেছিল। কারণ, রাজ্যের মন্ত্রীর পাশাপাশি ফিরহাদ কলকাতা পুরসভার মেয়র পদেও রয়েছেন। অভিষেকপন্থীরা প্রকাশ্যেই ফিরহাদের দুটি পদে থাকার বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু পরে এই অধ্যায় কিছুটা হলেও স্তিমিত হয়ে যায়। এখন বেফাঁস মন্তব্যের পর তাঁকে একটি পদ থেকে সরানোর ব্যাপারেও ফের সওয়াল উঠতে শুরু করেছে। তাই এদিনের অনুষ্ঠানে ফিরহাদ থাকলেও তাঁকে কিন্তু বলতে দেওয়ার কোনও সুযোগ দেওয়া হয়নি। তাই ফিরহাদের বিরুদ্ধে সেন্সরশিপ উঠে গিয়েছে মনে করার কোনও কারণ নেই।

যদিও দলের অন্য অংশের বক্তব্য, ফিরহাদের ওই মন্তব্য বিচ্ছিন্ন একটি ঘটনা। দল যে তা অনুমোদন করে না, তা দলের পক্ষ থেকে আগেই বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার মানে এই নয়, ফিরহাদের বিরুদ্ধে চলে গিয়েছেন দলনেত্রী। ফিরহাদ এখনও দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির অন্যতম সদস্য। কিন্তু সংবাদমাধ্যম তাঁর মন্তব্যে ভুল ব্যাখ্যা করেছিল। বিরোধীরা সেই সুযোগ নিয়েছিল। তাই আপাতত তিনি সংবাদমাধ্যমের সামনে আসতে চাইছেন না। তৃণমূলের এক শীর্ষ নেতা অবশ্য বলেন, বাংলাদেশের এই অস্থির পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা বলার বলছেন। সেখানে ফিরহাদের আগ বাড়িয়ে মন্তব্য করতে যাওয়া ঠিক ছিল না। তা দলনেত্রীও তাঁকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাই বৃহস্পতিবার যে দুটি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী গিয়েছিলেন, ফিরহাদকে তাঁর চোখে চোখেই রেখেছিলেন।

ফের তদন্তের আবেদন নির্যাতিতার বাবা-মা'র

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : আরজি করে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় বিচারপ্রক্রিয়ায় ত্রুটির অভিযোগ করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হলেন নির্যাতিতার বাবা-মা। আবারও তদন্তের আবেদন জানিয়েছেন তাঁরা। তবে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ এখনই নিম্ন আদালতে চলতে থাকা বিচারপ্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশ দেননি। সিবিআইকে বিচারপ্রক্রিয়ার ওপর ওঠা অভিযোগ নিয়ে অবস্থান জানানোর নির্দেশ দিয়েছেন। তবে এখনই বিচারপ্রক্রিয়ার ওপর হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করেনি। ২৪ ডিসেম্বর তদন্তের গতিপ্রকৃতি সিবিআইকে জানাতে হবে। তারপর আদালত পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে বলে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ।

নিম্ন আদালতে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় সাক্ষ্যগ্রহণ চলছে। সম্প্রতি অতিরিক্ত চার্জশিট না দেওয়ার ফলে জামিন পেয়ে যান সন্দীপ ঘোষ এবং অভিজিৎ মণ্ডল। তারপরই সিবিআইয়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে ঘটনার ৪ মাস পেরিয়েছে। নির্যাতিতার পরিবারের তরফে অভিযোগ, সিবিআইয়ের তদন্তের প্রকৃতি নিয়ে তাঁরা আস্থা রাখতে পারছেন না। এদিন আদালতে নির্যাতিতার পরিবারের তরফে আইনজীবী সুদীপ্ত মৈত্র, রাহুল কর্মকার ও গার্গী গোস্বামী আদালতে জানান, ঘটনার সঙ্গে জড়িত অনেকেরই সাক্ষ্য নেওয়া হয়নি। আরজি কর হাসপাতালের ডেপুটি সুপারের সাক্ষ্য নেওয়া হয়নি। তদন্ত এবং বিচারপ্রক্রিয়া হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে চলুক।

> আমার সাক্ষ্য নেওয়া হয়নি। বলা হয়েছে বাবা সাক্ষি দিয়েছে, মায়ের আর সাক্ষ্যের দরকার নেই। আদালতে রুদ্ধদ্বারকক্ষে বিচারপ্রক্রিয়া চলার সময় আমাদের থাকতে দেওয়া হয়নি।
>
> **নির্যাতিতার মা**

সিবিআইয়ের তরফে আইনজীবী রাজদীপ মজুমদার জানান, আদালতে এখনও পর্যন্ত ৫১ জনের সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। তদন্ত কোন প্রক্রিয়ায় চলছে, সিবিআই তার সমস্ত নথি আদালতে পেশ করতে পারে। তাই বিচারপ্রক্রিয়ায় স্থগিতাদেশ না দেওয়ার আর্জি জানায় সিবিআই। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, নিম্ন আদালতে বিচারপ্রক্রিয়া চলছে। আদালত এখনই তাতে স্থগিতাদেশ দিতে চায় না। প্রয়োজনে পুনরায় তদন্তের নজরদারি করতে পারে আদালত।

নির্যাতিতার বাবা এদিন বলেন, 'আমরা হতাশ। কিন্তু আমাদের তো আদালত ও সিবিআই ছাড়া কোথাও যাওয়ার পথ নেই।' নির্যাতিতার মা দাবি করে বলেন, 'আমার সাক্ষ্য নেওয়া হয়নি। বলা হয়েছে বাবা সাক্ষি দিয়েছে, মায়ের আর সাক্ষ্যের দরকার নেই। আদালতে রুদ্ধদ্বারকক্ষে বিচারপ্রক্রিয়া চলার সময় আমাদের থাকতে দেওয়া হয়নি। সিবিআই এবং আইনজীবীর তরফে ভিতরে থাকতে নিষেধ করা হয়।' তবে তাঁরা অন্য কোনও তদন্তকারী সংস্থা দ্বারা তদন্ত চাইছেন কি না সে বিষয়েও এদিন স্পষ্ট করা হয়নি।

সূত্রের খবর, এখনও পর্যন্ত শিয়ালদা আদালতে ৫১ জনের সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। সিবিআইয়ের তদন্তকারী আধিকারিকের সাক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। তবে অতিরিক্ত চার্জশিট কবে আদালতে পেশ করা হবে তা এখনও স্পষ্ট নয়। শুক্রবার থেকে অভিযুক্ত সঞ্জয় রায়কে জিজ্ঞাসাবাদের প্রক্রিয়া শুরু হবে।

বড়দিনের ছুটি বাতিলে কেন্দ্রের নিন্দায় মুখ্যমন্ত্রী

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : বড়দিনের উৎসবে যোগ দিয়েও কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করতে ছাড়লেন না মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার কলকাতার পার্ক স্ট্রিটে অ্যালেন পার্কে বড়দিনের উৎসবে উদ্বোধনে গিয়ে কলকাতার সংস্কৃতি, সম্প্রীতির কথা বলতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে আক্রমণ করেন মমতা। তিনি বলেন, 'কলকাতা হল সাংস্কৃতিক রাজধানী, কলকাতা সম্প্রীতিরও। সবচেয়ে দুঃখজনক ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন ন্যাশনাল হলিডে। সেই ছুটিও কেন্দ্রীয় সরকার বাতিল করে দিয়েছে। কিন্তু আমাদের রাজ্য তা করেনি, আগামী দিনেও করবে না।' ওই অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, 'আমরা এই রাজ্যে সম্প্রীতির বার্তা দিই। সমস্ত উৎসবে সবাই একত্রিত হই। আগামী কয়েকদিন পার্ক স্ট্রিট সারা বাংলার মানুষের গন্তব্য হয়ে দাঁড়াবে। ভিড়ের জন্য ২৪ ও ২৫ ডিসেম্বর পার্ক স্ট্রিটে গাড়ি চলাচল বন্ধ রাখা হবে।'

চিকিৎসকদের ধর্নায় অনুমতি

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে বিচার চেয়ে এবং সিবিআইয়ের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলে অবস্থান বিক্ষোভের পরিকল্পনা করে জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস বা চিকিৎসকদের সংগঠন। বৃহস্পতিবার বিচারপতি তীর্থংকর ঘোষ এই ধর্না কর্মসূচিতে অনুমতি দিয়েছেন। ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত তাঁরা চৌরঙ্গীতে মেট্রো সিনেমা হলের বিপরীতে কর্মসূচি করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন বিচারপতি।

পদ্মে অ্যাডহক রাজ্য সভাপতির সম্ভাবনা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : রাজ্য বিজেপি'র সদস্য সংগ্রহের হাল এমনই যে সাংগঠনিক নির্বাচনই প্রশ্নচিহ্নের মুখে। ৩১ জানুয়ারির মধ্যে রাজ্য সভাপতি ঘোষণা করতে হবে দিল্লিকে। সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মণ্ডল, জেলা ও প্রদেশের নির্বাচন করা না গেলে অ্যাডহক রাজ্য সভাপতি ঘোষণা করতে হতে পারে গেরুয়া শিবিরকে। বৃহস্পতিবার সল্টলেকে দলের রাজ্যস্তরে সক্রিয় সদস্যকরণ নিয়ে কর্মশালায় দলের প্রাথমিক সদস্যের যে তথ্য উঠে এসেছে তা থেকে এই আশঙ্কা করছেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। আশঙ্কার মধ্যেই রাজ্যে দলের সাংগঠনিক নির্বাচনের জন্য রাজ্য রিটার্নিং অফিসার করা হল রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক দীপক বর্মনকে। সহযোগী হিসাবে প্রাক্তন সাংসদ সুভাষ সরকার ও তুফানগঞ্জের বিধায়ক মালতী রাভা রায়কে দায়িত্ব দিয়েছে দল।

২৭ অক্টোবর অমিত শার হাতে শুরু হয়েছিল রাজ্যের সদস্যতা অভিযান। তারপর প্রায় দুই মাসে দফায় দফায় বিশেষ অভিযান করে এখনও পর্যন্ত রাজ্যস্তরে প্রাথমিক সদস্য করা গিয়েছে ২৬ লক্ষ ৯৩ হাজার। প্রাথমিক সদস্যতা করার জন্য ৩১ ডিসেম্বরের লক্ষ্মণরেখা টেনে দিয়েছে দল। এই পরিস্থিতিতে এদিন সল্টলেকের একটি বেসরকারি হোটেলে প্রাথমিক সদস্যতা অভিযানের পর্যালোচনা ও পরবর্তী ধাপে সক্রিয় সদস্যতা অভিযান শুরুর বিষয়ে রাজ্যস্তরের কর্মশালা হয়। কর্মশালায় ছিলেন কেন্দ্রীয় নেতা মঙ্গল পান্ডে, অমিত মালব্যরা। সূত্রের খবর, সদস্য সংগ্রহের হাল দেখে এদিন ফের গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন পান্ডে। রাজ্য নেতৃত্বের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'সাংগঠনিক নির্বাচন করা যাবে তো?' পরিহাস করে বলেন, 'সদস্যতা অভিযানে আপনারা তো পাশ মার্ক পাওয়ার যোগ্য নন। ৩৪ পেলে পাশ, কিন্তু আপনারা পেয়েছেন ২৬ শতাংশের কিছু বেশি।'

> সদস্যতা অভিযানে আপনারা তো পাশ মার্ক পাওয়ার যোগ্য নন। ৩৪ পেলে পাশ, কিন্তু আপনারা পেয়েছেন ২৬ শতাংশের কিছু বেশি।
>
> **মঙ্গল পান্ডে**

সদস্যতা অভিযানে উত্তরবঙ্গে একমাত্র রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের জেলা ছাড়া বাকিরা ফেল। দক্ষিণবঙ্গে নবদ্বীপ জোন (রানাঘাট, কৃষ্ণনগর, নদিয়া) ছাড়া বাকিদের অবস্থা তথৈবচ। শুভেন্দু অধিকারীর জেলা কাঁথি, তমলুক ছাড়া বাকি জেলার হাল খারাপ।

বৈঠকে যোগ দেওয়া এক নেতা বলেন, এখনও পর্যন্ত সদস্য সংগ্রহের সংখ্যা লক্ষ্যের থেকে কয়েক যোজন দূরে। আগামী ১০-১২ দিনে খুব বেশি পরিবর্তন সম্ভব নয়। ১ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে জেলা ও মণ্ডল স্তরে সক্রিয় সদস্যকরণের কর্মশালা। ৫ জানুয়ারি থেকে শুরু হবে বুথের সাংগঠনিক নির্বাচন। এরপর দু-সপ্তাহে পর্যায়ক্রমে মণ্ডল ও জেলার নির্বাচন শেষ করতে হবে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত প্রতি মণ্ডলে অন্তত ৫০ জন করে সক্রিয় সদস্য করার মতো অবস্থায় নেই আমরা। কিন্তু তা না করা গেলে ওই মণ্ডলের নির্বাচন করা যাবে না। আবার অন্তত ৫০ শতাংশ মণ্ডলে নির্বাচন করা না গেলে জেলার নির্বাচন করা যাবে না। জেলা নির্বাচন না হলে রাজ্য সভাপতি নির্বাচনও আটকে যাবে। কিন্তু প্রদেশের নির্বাচনের জন্য জাতীয় সভাপতি নির্বাচন তো আটকে থাকতে পারে না। সেক্ষেত্রে বাধ্য হয়ে অ্যাডহক রাজ্য সভাপতি ঘোষণা করে দিতে পারে দিল্লি।

যদিও বঙ্গ বিজেপিতে অ্যাডহক রাজ্য সভাপতি একেবারে নতুন কিছু নয়। কিন্তু এবার ১ কোটি সদস্য করার ঢক্কানিনাদ করেও শেষপর্যন্ত যদি পর্যাপ্ত সদস্যের অভাবে নির্বাচন এড়িয়ে অ্যাডহক রাজ্য সভাপতি ঘোষণা করতে হয়, সেটা দলের কাছে চূড়ান্ত বিড়ম্বনার হবে বলেই মনে করছে দলের একাংশ।

শুক্রবারের সরকারি অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বৃহস্পতিবার রাতেই শিলিগুড়ি আসছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে শিলিগুড়ি যেতে হওয়ায় এদিনের বৈঠকে ছিলেন না সুকান্ত। সংসদ চালু থাকায় সদস্যতা অভিযানের দায়িত্বপ্রাপ্ত সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যও ছিলেন না কর্মশালায়। মহিষাদলের সভায় ছিলেন শুভেন্দু।

কোটি কোটি টাকা লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসে

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : ইডি'র চার্জশিটে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস সংস্থার বিরুদ্ধে বেআইনি লেনদেনের অভিযোগ করা হয়েছে। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পঞ্চম অতিরিক্ত চার্জশিটে এই সংস্থাকে অভিযুক্ত হিসাবে দেখানো হয়েছে। ইডি'র দাবি, এই সংস্থার সঙ্গে ৪টি সংস্থার বেআইনি লেনদেন হয়েছে। ওই সংস্থাগুলি থেকে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের অ্যাকাউন্টে কোটি কোটি টাকা জমা পড়েছে। অথচ খাতায়-কলমে দেখানো হয়েছে কেটলি, চশমা, কার্ডের ব্যবসা হয়েছে। তাই টাকার লেনদেন হয়েছে। কিন্তু ইডি'র দাবি, নথিতে যা উল্লেখ রয়েছে বাস্তবে তা হয়নি। বেশ কিছু সংস্থা থেকে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের অ্যাকাউন্টে টাকা জমা পড়েছে।

কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি'র চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে, মোট ২ কোটি ৮৩ লক্ষ ২৬ হাজার ৪৩৫ টাকা ৪টি সংস্থার মাধ্যমে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের অ্যাকাউন্টে দেওয়া হয়েছিল। সম্প্রতি এই ৪টি সংস্থার মধ্যে কয়েকটি সংস্থায় তল্লাশি চালানো হয়। সেই সূত্রেই ইডি'র হাতে বেশকিছু নথি এসেছে। যার মাধ্যমে তদন্তকারী আধিকারিকরা জানতে পেরেছেন, বাস্তবে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের সঙ্গে এই সংস্থাগুলির কোনও ব্যবসায়িক লেনদেন হয়নি।

ইসরোর সাহায্যে গঙ্গাসাগরে নজর

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে অশান্ত পরিস্থিতি। এর মধ্যেই ৭ জানুয়ারি থেকে গঙ্গাসাগর মেলা শুরু হতে চলেছে। মেলায় যাতে কোনও নাশকতা না হয় তার জন্য আগেই একাধিক পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্ন সিদ্ধান্ত নিয়েছে, ইসরোর সাহায্যে স্যাটেলাইট ও জিপিএস ট্র্যাকিং করা হবে। তার ফলে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটলে সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করা সম্ভব হবে। গোটা গঙ্গাসাগরজুড়ে প্রায় আড়াই হাজার সিসিটিভি ও বেশ কয়েকটি ড্রোনের সাহায্যেও নজরদারি চালানো হবে। গঙ্গাসাগরে রাজ্য সরকারের যে মেগা কন্ট্রোলরুম তৈরি হচ্ছে, সেখান থেকেই পুরো গঙ্গাসাগরের নজরদারি চালানো হবে। মেলার অন্তত এক সপ্তাহ আগে থেকে রাজ্য পুলিশের কয়েকজন দুঁদে পুলিশ কর্তাকে গঙ্গাসাগর যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। গোয়েন্দা দপ্তরের বিশেষ দলও সেখানে আগে থেকেই পৌঁছে যাবে।

জবাব তলব

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রের ফলাফলকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী রেখা পাত্র। এই মামলায় বৃহস্পতিবার রিপোর্ট জমা দেন ওই কেন্দ্রের রিটার্নিং অফিসার। মামলাটিতে রাজ্য সরকার পক্ষ হিসেবে যুক্ত না থাকা সত্ত্বেও রিটার্নিং অফিসারের রিপোর্ট জমা দেওয়ায় ক্ষোভপ্রকাশ করেন বিচারপতি কৃষ্ণা রাও। ওই রিটার্নিং অফিসারের থেকে লিখিত জবাবদিহি তলব করেছেন বিচারপতি।

কন্যাশ্রী পোর্টালে ছয় নির্দেশিকা

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : ট্যাব কেলেঙ্কারির পর একাধিক সামাজিক প্রকল্পে সুরক্ষা আনতে কয়েক দফা নির্দেশিকা দিয়েছিল অর্থ দপ্তর। এবার কন্যাশ্রী প্রকল্পের টাকাও যাতে নয়ছয় না হয়, তার জন্য ৬ দফা নির্দেশিকা দিল রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তর। কন্যাশ্রী পোর্টালকে আরও বেশি নিরাপদ করতে এই নির্দেশিকা মানা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, অবিলম্বে প্রত্যেকটি অ্যাকাউন্টের পাসওয়ার্ড বদল করতে হবে। পাশাপাশি পোর্টালের সফটওয়্যারও আপডেট করে নিতে হবে। নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এমন কোনও ম্যালওয়্যার বা সফটওয়্যার সিস্টেমে থাকলে তা মুছে ফেলতে হবে। পোর্টালের নিরাপত্তা ঠিক আছে কি না তা প্রতিবার টাকা পাঠানোর আগে দেখে নিতে হবে। জানুয়ারিতে ফের এই প্রকল্পে টাকা পাঠানোর কথা রয়েছে।

এর আগে তরুণের স্বপ্ন প্রকল্পে অ্যাকাউন্টে জালিয়াতি করে অনেক ছাত্রের টাকা লোপাট হয়েছিল। তদন্তে নেমে কয়েকজনকে পুলিশ গ্রেপ্তারও করেছিল। তাই প্রতিটি সামাজিক প্রকল্পের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর রাজ্য সরকার।

কলকাতার প্রেমে কাশ্মীরি তরুণ

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : চারিদিকে এত আলো, বিশাল বিশাল বাড়ি, অজস্র লোকের আনাগোনা, হাজার হাজার বাস চমকে দিয়েছে রউফ ফারুককে। প্রথমবার কলকাতায় এসে খুশিতে তাই ডগমগ এই কাশ্মীরি তরুণ। প্রতিবেশীদের সঙ্গে তিনিও এসেছেন কলকাতায় 'ড্রাই ফ্রুট' বিক্রি করতে।

আর পাঁচটা কাশ্মীরি তরুণের মতোই সুঠাম চেহারা রউফের। কথায় কাশ্মীরি টান। ভাঙা ভাঙা হিন্দিতে কথা বলছেন সকলের সঙ্গে। আখরোট, লাল ও কালো কিশমিশ, পেস্তা সহ বিভিন্ন লোভনীয় 'ড্রাই ফ্রুট' বিক্রি করতে ১২ দিন ধরে বসছেন ডালহৌসি মোড়ে। খাস কাশ্মীর থেকে আনা এই 'ড্রাই ফ্রুট' কিনতে জমছে ভিড়। বিক্রির সময় সকলকে একটা কথাই বলছেন, গুণগত মান নিয়ে কোনও কথা হবে না।

মুখে সবসময় হাসি রয়েছে রউফের। মাঝেমাঝে 'দেশ' থেকে আসছে ভিডিও কল। তাঁদের সঙ্গে কথা বলার ফাঁকে কলকাতা শহরের একাংশ দেখিয়ে দিচ্ছেন রউফ। সেইসময় চোখেমুখে ঠিকরে বের হচ্ছে খুশির ঝলক। কাশ্মীরের ভাষায় বোঝাচ্ছেন এই শহরের মাহাত্ম্য। কুলগামে থাকেন রউফ। বাবা-মা ছাড়াও বাড়িতে আছে দুই বোন ও এক ভাই। আর্টস নিয়ে স্নাতক স্তরে পড়াশোনা করছেন তিনি। একইসঙ্গে চাকরির প্রস্তুতিও

ড্রাই ফ্রুটস নিয়ে ফুটপাথে রউফ ফারুক। বৃহস্পতিবার ডালহৌসিতে।

নিচ্ছেন। ইতিমধ্যেই বেশ কিছু জায়গায় চাকরির জন্য ইন্টারভিউও দিয়েছেন। আগামী মার্চ মাসে রেলের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন এখন। একগাল হেসে বলেন, 'চাকরি পেয়ে গেলে সাংসারিক অনটন খানিকটা মিটবে।'

মাত্র ১২ দিনেই প্রেমে পড়ে গিয়েছেন এই শহরের। কলকাতাকে যে 'সিটি অফ জয়' বলা হয় তা জানেন। সে কথা মনে করিয়ে রউফ বলেন, 'এখানকার মানুষ এত ভালো যে মনেই হচ্ছে না বহু দূরে বাড়ি ছেড়ে এসেছি এখানে।' ডালহৌসিতে ফুটপাথের পাশে চৌকি পেতে চলছে তাঁর বর্তমান অস্থায়ী দোকান। উলটোদিকেও দু'পাশের দোকানিদের সঙ্গে আলাপ ভালোবাসায় পরিণত হয়েছে। তাঁরাও জানান, অত্যন্ত ভালো ছেলে রউফ।

কলকাতায় এলেও এখনও এখানকার বিখ্যাত মিষ্টি 'রসগোল্লা' খাওয়া হয়নি তাঁর। বলেন, 'অনেক সকালে দোকান খুলতে হয়, তাই খাওয়া হয়নি। দু'একদিনের মধ্যেই পেট ভরে রসগোল্লা খাব।' গল্প শুনলেও খাওয়া হয়নি বাঙালির বিখ্যাত মাছ-ভাত। সময়ের অভাবই এর কারণ। তবে আশপাশের দোকানের গরম গরম শিঙাড়া, গোলাপজাম খেয়েছেন। তাতেই 'ফিদা' তিনি।

কলকাতার বিখ্যাত চিড়িয়াখানা, পার্ক স্ট্রিট, কালীঘাট সহ বিভিন্ন জায়গা ঘুরে দেখার পরিকল্পনাও আছে। তিনি জানান, 'ফেব্রুয়ারি মাসের শেষের দিকে কাশ্মীরে ফিরে যাওয়ার আগে ১০ দিন কলকাতার সবকিছু ঘুরে দেখবেন। চেখে দেখবেন এখানকার লোভনীয় খাবার। 'দাদা' সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাড়িও যে এই শহরে, তা জানেন। তাই সেই বাড়ি দেখার ইচ্ছা আছে। আগামী বছর যে ফের আসবেন, সে কথা এখনই দিয়ে ফেললেন 'কলকাতাপ্রেমী' রউফ।

বড়দিনের আগে উৎসবের মেজাজে তরুণীরা। বৃহস্পতিবার কলকাতায়। ছবি : আবির চৌধুরী

শুভেন্দুর সাফাই

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : 'কাঁথির সমবায় নির্বাচনে বিজেপি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেনি। তৃণমূলের বিরুদ্ধে যারা লড়েছে, আমরা তাদের সমর্থন করেছি। তাই কাঁথি সমবায় নির্বাচনে বিজেপি হেরেছে, এই তত্ত্বের কোনও মানে নেই,' অধিকারী গড়ে কাঁথি সমবায় নির্বাচনে বিজেপির পরাজয় নিয়ে বৃহস্পতিবার এই সাফাই দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সমবায় নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর এদিনই প্রথম মহিষাদলে প্রতিবাদ সভা করে বিজেপি। কাঁথি সমবায় নির্বাচনে 'গোহারা' হারার পর ভোট লুটের অভিযোগ করেছিলেন শুভেন্দু ও বিজেপি। এদিনও সেই ভোট লুটের অভিযোগকে হাতিয়ার করেই শুভেন্দু নিশানা করেন হলদিয়ার তৃণমূল নেতা আজিজুল ও মহিষাদলের বিধায়ক তিলক চক্রবর্তীকে। মহিষাদলের বিধায়কের নাম না নিয়ে তাঁকে সাইকেল মিস্ত্রি বলে কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, 'এই অবচীন সাইকেল মিস্ত্রি বলেছে, ২৬শে শিশিরবাবুর তুলসীতলায় কে বা বাতি দেয় রে। ছবি বলে কেউ নাই কেউ নাই।' এরপর হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, '২৬ সালে আপনার তুলসীতলায় কে বাতি দেয় দেখব। সেই দিনটার জন্য আমি অপেক্ষা করে আছি।'

অসম এসটিএফের হানা মুর্শিদাবাদে, মালদায় নজরে ৩ শিক্ষক

জঙ্গি সন্দেহে গ্রেপ্তার দুই

কল্লোল মজুমদার ও দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

মালদা ও কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : অসমের কোকরাঝাড় ও ধুবরি থেকে ৫ জৈশ-ই-মহম্মদ সংগঠনের সদস্য ধরা পড়ার পরেই মালদা ও মুর্শিদাবাদের সীমান্ত দিয়ে দেশে ঢুকতে পারে জঙ্গিরা, এমনটাই আশঙ্কা ছিল গোয়েন্দাদের। আর সেই আশঙ্কাই হয়তো সত্যি হতে চলেছে। বুধবার ভোর চারটা নাগাদ মুর্শিদাবাদের হরিহরপাড়া থানার দুইটি প্রত্যন্ত এলাকায় হানা দেয় অসম এসটিএফের একটি দল। গ্রেপ্তার করা হয় দুই সন্দেহভাজনকে। প্রাথমিকভাবে অনুমান ছিল ধৃতরা জাল পাসপোর্ট ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় বেশ কয়েকটি মোবাইল, পেন ড্রাইভ। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে ধর্মীয় বিষয়ক বইপত্রও। যা থেকে গোয়েন্দাদের অনুমান ধৃতদের সঙ্গে যোগ রয়েছে জঙ্গি সংগঠনের।

ধৃতদের নাম মহম্মদ আব্বাস আলি ও মিনারুল শেখ। ধৃতদের বিরুদ্ধে ইউএপিএ-র ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। এই ঘটনার পরেই মালদার সীমান্তেও বাড়ানো হয়েছে নিরাপত্তা। বুধবার সীমান্তরক্ষী বাহিনীর দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের অফিসাররা বৈঠকে বসেন। সেখানেই উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া, মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলাকে অতি স্পর্শকাতর বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। তারপরই এই ৪ জেলার সীমান্ত রক্ষায় বিশেষ গুরুত্ব দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। গত সপ্তাহেই সীমান্তরক্ষী বাহিনীর সদর দপ্তর থেকে পরিস্থিতির রিপোর্ট চেয়ে পাঠানো হয়েছিল। ওই রিপোর্ট দেওয়ার আগে নিজেদের মধ্যে বৈঠক করেন বিএসএফের কর্তারা। বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের আইজি মনিন্দর সিং পাওয়ার বলেছেন, 'সীমান্ত এলাকায় অতিরিক্ত ক্যামেরা বসানো হয়েছে। এছাড়া টহলদারিও আগের তুলনায় অনেকটা বাড়ানো হয়েছে। একটা অনুপ্রবেশও যেন না ঘটে, সেদিকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।'

ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে কড়া পাহারায় বিএসএফ জওয়ানরা।

আর এই ঘটনার পরেই কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরীর। অধীরের কথায়, 'রাজ্য ও কেন্দ্র সরকার একটু ভাবুন। আমি বলেছিলাম, বাংলাদেশের মৌলবাদীরা যদি প্রশ্রয় পায়, ক্ষমতার স্বাদ পায় তাহলে পশ্চিমবঙ্গের দিকে হাত বাড়াবে। বাংলার মুর্শিদাবাদ, মালদা, দিনাজপুরে মুসলিমরা সংখ্যাগুরু। মুর্শিদাবাদে ৭০ শতাংশ মুসলিম বসবাস করে। এরা আগামীদিনে এই এলাকাগুলোকে বাংলাদেশের অতিরিক্ত অংশ হিসেবে দাবি করবে।' এদিন অধীর আরও বলেন, 'আমি একথা বলছি, কারণ রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগ নিয়ে ইরাক, সিরিয়ায় জন্ম নিয়েছিল আইএস। তাঁদের লক্ষ্য সাম্রাজ্য বাড়ানো। তারা খালিফ বলে দাবি করছে। আগামীদিনে বাংলারও মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলিকে বাংলাদেশের অঙ্গ হিসেবে দাবি করবে।'

এদিকে মুর্শিদাবাদের এক পুলিশকর্তা জানিয়েছেন, বুধবার ভোর চারটের সময় মহম্মদ আব্বাস আলির বহরাণের বাড়িতে হানা দেয় এসটিএফ। বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে দুটি মোবাইল সেট। এরপর অভিযান চালানো হয় হরিহরপাড়ার রুকুনপুরের বাসিন্দা মিনারুল শেখের বাড়িতেও। তাকেও গ্রেপ্তার করে এসটিএফ। তার কাছ থেকেও বাজেয়াপ্ত হয়েছে দুটি মোবাইল ফোন, একটি পেন ড্রাইভ। তদন্তকারীদের দাবি, দুই ব্যক্তির বাড়ি থেকে জেহাদি কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করেছে এসটিএফ। ধৃতদের বিরুদ্ধে ইউএপিএ ১০, ইউএপিএ ১৩, ইউএপিএ ১৬ সংক্রান্ত ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। এছাড়াও ১৮বি, ইউএপিএ ২০ ধারাও যোগ করা হয়েছে।

গোয়েন্দাদের আশঙ্কা, বাংলাদেশে হাসিনা পরবর্তী জমানায় ক্রমেই শক্তি বাড়াচ্ছে জামাত-উল মুজাহিদিন, আনসারুল্লা বাংলা টিম, হিজবুত তাহরির মতো মৌলবাদী শক্তিরা। ইতিমধ্যে ছাড়া পেয়েছে বহু সন্ত্রাসবাদী। আলফা প্রধান পরেশ বড়ুয়ার মৃত্যুদণ্ড মুকুব হয়েছে। এমনকি অস্ত্রাগার লুটের মামলায় শাস্তি থেকেও রেহাই পেয়ে যায় জামাত জঙ্গিরা। এমন পরিস্থিতিতে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের রাজ্যগুলিতে জেহাদিরা ঢোকার চেষ্টা করতে পারে বলে তদন্তকারীদের অনুমান।

গোয়েন্দা সূত্র বলছে, মুর্শিদাবাদ, মালদা, উত্তর দিনাজপুরের মতো জেলাগুলিতে ক্রমাগত সংগঠন তৈরির চেষ্টা চালাচ্ছে তারা। পড়শি দেশের অশান্ত পরিস্থিতিতে বাংলা, অসম, মেঘালয়ের মতো সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে তৎপরতা বাড়িয়েছে কেন্দ্র-রাজ্য তদন্তকারী সংস্থাগুলি।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, মালদার তিনজন শিক্ষকের দিকে নজর আছে। একজনের বাড়ি উত্তর মালদায়। সিমির সঙ্গে তাঁদের যোগ রয়েছে। জেলার ১৭২ কিলোমিটার ভারত-বাংলা সীমান্তে ৩২ কিলোমিটারে কাঁটাতার নেই। ১৮ কিলোমিটার নদীপথ। এটাই ভাবাচ্ছে গোয়েন্দাদের। মালদার হবিবপুর ও পুরাতন মালদার কয়েকটি দুর্গম রাস্তা আছে। সেই পথই জঙ্গিরা ব্যবহার করছে বলে গোয়েন্দা সূত্রে খবর।

সীমান্ত রক্ষায় কঠোর মনোভাব নিয়েছে বিএসএফ। দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের আওতায় ৯১৩.৩২৪ কিলোমিটার স্থল সীমান্ত ও ৩৬৩.৯৩০ কিলোমিটার জল সীমানা রয়েছে। এর মধ্যে ৫৩৮ কিলোমিটারে কোনও কাঁটাতারের বেড়া নেই। তাই এই এলাকার দিকেই বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। অতিরিক্ত ক্যামেরা বসিয়ে সেখানে ২৪ ঘণ্টা নজরদারি চালানো হচ্ছে।

বাড়ছে শঙ্কা

- বাংলাদেশে শক্তি বাড়াচ্ছে জামাত-উল মুজাহিদিন, আনসারুল্লা বাংলা টিম, হিজবুত তাহরি
- আলফা প্রধান পরেশ বড়ুয়ার মৃত্যুদণ্ড মকুব, অস্ত্রাগার লুটের মামলায় শাস্তি কমেছে
- রেহাই পেয়েছে জামাত জঙ্গি সহ বহু সন্ত্রাসবাদী
- ভারত-বাংলা সীমান্তের রাজ্যগুলিতে জেহাদিরা ঢোকার চেষ্টা করতে পারে বলে গোয়েন্দা রিপোর্ট

শেষরক্ষা হল না, আক্ষেপ মৃন্ময়ের

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : শীতের রাতে অসুস্থ পথচারীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পৌঁছে শহরের উত্তর রায়কতপাড়ার বাসিন্দা মৃন্ময় মালাকার মানবিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন। কিন্তু শেষরক্ষা না হওয়ায় মৃন্ময়ের আক্ষেপ থেকে গেল। বুধবার ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। হাসপাতালে ভর্তির সময় ওই ব্যক্তি অজ্ঞাতপরিচয় বলে জানা গেলেও বৃহস্পতিবার সকালে পরিবারের সদস্যরা তাঁর দেহ শনাক্ত করেন। মৃতের নাম অর্কদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন ময়নাতদন্তের পর পুলিশ দেহ পরিবারের হাতে তুলে দিয়েছে।

ঘটনার সূত্রপাত মঙ্গলবার রাতে। পেশায় দোকানের কর্মী মৃন্ময় রাতে বাড়ি ফিরছিলেন। সেসময় তিনি দেখেন এক ব্যক্তি দিনবাজার এলাকায় রাস্তার পাশে অসুস্থ অবস্থায় পড়ে আছেন। পুলিশের সাহায্যে মৃন্ময় ওই ব্যক্তিকে জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করেন। ভর্তির সময় মৃন্ময় নিজের নাম এবং ফোন নম্বর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে দিয়ে আসেন। কিন্তু অসুস্থ ব্যক্তির নাম পরিচয় তিনি জানতেন না। হাসপাতাল সূত্রে খবর, ওই ব্যক্তি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। সেই সঙ্গে তাঁর খিঁচুনি হচ্ছিল। যে কারণে বারবার ওই ব্যক্তি হাসপাতালের বিছানা থেকে মেঝেতে শুয়ে পড়ছিলেন। ওই ব্যক্তির মেঝেতে শুয়ে থাকা ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয় (ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। বুধবার বিকেলে ওই ব্যক্তি মারা যান। এরপরেই মেডিকেল কলেজের তরফে মৃতের পরিবারের সদস্যদের খোঁজ শুরু হয়। সেক্ষেত্রে পুলিশের সাহায্য নেওয়া হয়। রাত পর্যন্ত খোঁজ চালিয়ে পুলিশ মৃত ব্যক্তির নাম পরিচয় এবং পরিবারের সদস্যদের কাছে পৌঁছোতে পারেননি। প্রশ্ন ওঠে মৃত ব্যক্তির পরিবারের মানবিকতা নিয়ে। যেহেতু ভর্তির সময় মৃন্ময়ের নাম ঠিকানা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ নথিভুক্ত করেছিল, সেকারণে মৃন্ময়কে মৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্য ভেবে হাসপাতাল ও পুলিশের তরফে একাধিকবার ফোন করা হয়। সেসময় মৃন্ময় জানিয়ে দেন তিনি ওই ব্যক্তির পরিবারের কেউ নন। এরপর পুলিশ খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন ওই ব্যক্তির নাম অর্কদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। বাড়ি শহরের মহামায়াপাড়ায়। পুলিশ পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেহ শনাক্তকরণের পর ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। মৃন্ময় বলেন, 'কাজ থেকে বাড়ি ফেরার সময় দিনবাজারে ওই ব্যক্তিকে অসুস্থ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে খুব খারাপ লাগে। শীতের রাতে একজন ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে রাস্তায় পড়ে থাকবেন এটা মেনে নিতে পারিনি। যে কারণে পুলিশের সাহায্য নিয়ে ওঁকে রাস্তা থেকে উদ্ধার করে মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করে দিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু এদিন জানতে পারলাম তিনি মারা গিয়েছেন। ওঁকে সুস্থ করার চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না।'

যক্ষ্মা সচেতনতা নিয়ে আলোচনায় আশাকর্মী। নাগরাকাটায়।

যক্ষ্মা নির্মূলে বড়দেরও টিকাকরণ

নাগরাকাটা, ১৯ ডিসেম্বর : দেশ থেকে যক্ষ্মা রোগকে নির্মূল করাই সরকারের লক্ষ্য। তাই এবার ছোটদের পাশাপাশি বড়দেরও বিসিজি টিকাকরণ শুরু হতে চলেছে রাজ্যে। তবে আপাতত সেটি পাইলট প্রোজেক্ট হিসাবে চালু হচ্ছে। রাজ্যে সাত জেলায় শুরু হবে ওই টিকাকরণ কর্মসূচি। এর মধ্যে উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার রয়েছে। কত মানুষকে এই আওতায় আনা হবে সমীক্ষা চলছে। সমীক্ষা শেষে সেই তথ্য পাঠানো হবে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রককে। টিকা এলে কাজ শুরু হয়ে যাবে।

পাইলট প্রোজেক্ট হিসাবে রাজ্যে টিকাকরণ প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে বলে জানালেন রাজ্য যক্ষ্মা আধিকারিক ডাঃ সন্তোষ রায়। আলিপুরদুয়ারের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুমিত গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'সরকারি নির্দেশিকা মেনে যাঁরা ওই টিকা পাবেন তাঁদের তালিকা তৈরি হচ্ছে। আশা করছি সামনের সপ্তাহে তালিকা তৈরির কাজ শেষ হবে। এরপর টিকাকরণ শুরু হবে।'

স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে খবর, আপাতত ১৮ বা তার বেশি বয়সি নির্বাচিত ব্যক্তিরা বিসিজি টিকার জন্য বিবেচিত হবেন। তাঁদের মধ্যে গত পাঁচ বছরে যক্ষ্মায় আক্রান্ত ব্যক্তি, তিন বছরের মধ্যে যাঁরা যক্ষ্মা রোগীর সংস্পর্শে এসেছেন, প্রবীণ নাগরিক, যাঁদের বডি মাস ইনডেক্স (বিএমআই) প্রতি বর্গমিটারে ১৮-এর কম, ধূমপান করা ব্যক্তি ও ডায়াবিটিস আক্রান্তরা রয়েছেন। জলপাইগুড়ি রানি অশ্রুমতী যক্ষ্মা হাসপাতালের সিনিয়ার মেডিকেল অফিসার ডাঃ সব্যসাচী সেনগুপ্ত বলেন, 'যক্ষ্মায় আক্রান্ত হতে পারে এমন ঝুঁকিপূর্ণ মানুষের জন্য আপাতত এই প্রকল্প চালু করা হচ্ছে। এতে ওই মানুষজন অনেকটাই সুরক্ষিত থাকবেন।'

এজন্য কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক আপাতত নির্দিষ্ট কিছু রাজ্যকে বেছে নিয়েছে। সেই রাজ্যগুলি আবার কয়েকটি জেলাকে বেছে নিয়েছে। শিশুদের মতো বড়দেরও এক ডোজের টিকা দেওয়া হবে। টিবি আক্রান্তের সংখ্যা যতটা সম্ভব কমিয়ে আনা এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য।

এই রোগ দূরীকরণে জাতীয় যক্ষ্মা নির্মূল কর্মসূচির মাধ্যমে বড়দের বিসিজি টিকা দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

২৫ হাজার চাকরি

প্রথম পাতার পর

রাজ্য অবশ্য যুক্তি দেয়, সুপারনিউমেরারি পোস্ট তৈরি করা হলেও কাউকে নিয়োগ করা হয়নি। যদিও প্রধান বিচারপতির বক্তব্য, অযোগ্যদের চাকরিতে বহাল নিশ্চিত করতেই রাজ্য সরকার এসএসসির ঘোষিত শূন্যপদের সমান্তরালে অতিরিক্ত পদ তৈরি করেছিল। আদালতের পর্যবেক্ষণে এসএসসির কাছে ওএমআরের স্ক্যানকপি থাকলেও সেই ফলের সঙ্গে পরীক্ষার্থীদের প্রাপ্ত নম্বরের মিল নেই। নিয়মানুযায়ী মিরর ইমেজ সংরক্ষণের দায়িত্ব এসএসসির। কিন্তু এসএসসি সেই দায়িত্ব দিয়েছিল বেসরকারি সংস্থা নাইসা-কে। নাইসাও সেই দায়িত্ব হস্তান্তর করেছিল অন্য একটি সংস্থা স্ক্যানটেক-কে। তারা মিরর ইমেজ সংরক্ষণ না করে শুধু স্ক্যান করেছিল।

এসএসসির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রাজ্য সরকারের আইনজীবীও। তিনি কার্যত স্বীকার করেন, টেন্ডার ছাড়াই নাইসা-কে ওএমআর শিট সংরক্ষণের দায়িত্ব দিয়েছিল এসএসসি। এমন পদক্ষেপের ব্যাখ্যা রাজ্যের কাছে নেই বলে তিনি জানান।

গরুমারার জঙ্গলে আহারে ব্যস্ত জোড়া গন্ডার। - সংবাদচিত্র

বিদেশি টানতে গরুমারার হাতিয়ার সোশ্যাল মিডিয়া

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : দেশের পর্যটন মানচিত্রে সবসময়ই বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে এরাজ্যে অবস্থিত গরুমারা জাতীয় উদ্যান। সারাবছর দেশি পর্যটকদের ভিড় থাকলেও বিদেশি পর্যটক টানতে এবার সোশ্যাল মিডিয়ার সাহায্য নিতে চলেছে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ। নতুন বছরে সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে কীভাবে গরুমারাকে নতুন করে তুলে ধরা হবে তার পরিকল্পনাও শুরু করেছে তাঁরা। সম্প্রতি জঙ্গলে বেড়াতে আসা পর্যটকদের কাছ থেকে লিখিতভাবে তাঁদের প্রতিক্রিয়া জেনে নেওয়া হচ্ছে। বন দপ্তরের এই জোড়া সিদ্ধান্তে একদিকে যেমন গরুমারায় পর্যটকদের আগমন বাড়বে তেমনই এলাকাটি আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে বলে মত বিশেষজ্ঞ মহলের।

প্রকৃতি এবং বন্যপ্রাণের বিপুল ভাণ্ডার এই গরুমারা জাতীয় উদ্যান। দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে এটি আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে। হাতি, বাইসন সহ ছোট-বড় অনেক বন্যপ্রাণীর সঙ্গে গরুমারার অন্যতম আকর্ষণ একশৃঙ্গ গন্ডার। তা দেখতে প্রতি বছর হাজার হাজার পর্যটক ছুটে আসেন। তবে গত কয়েক বছর ধরে দেশীয় পর্যটকরা এলেও বিদেশি পর্যটকদের আনাগোনা অনেকটাই কমেছে। তাই জঙ্গলকে বিদেশি পর্যটকদের কাছে আরও আকৃষ্ট করতে সোশ্যাল মিডিয়ায় গরুমারাকে তুলে ধরতে উদ্যোগ নিচ্ছে বন বিভাগ। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলেন, 'কীভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় গরুমারাকে তুলে ধরা হবে তার রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে। এখানে কী কী জীববৈচিত্র্য রয়েছে, পর্যটকরা এলে কোন কোন বিষয় উপভোগ করতে পারবেন তা সবই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তুলে ধরা হবে।' এর ফলে গরুমারায় আবার বিদেশি পর্যটকদের সংখ্যা অনেকটাই বাড়বে বলে দাবি করেছেন তিনি।

নতুন বছরের শুরু থেকে এই অনলাইন প্রচার শুরু হবে জোরকদমে। ইতিমধ্যেই বেশ শীতের আমেজ উত্তরবঙ্গে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পর্যটকদের আনাগোনাও বেড়েছে জঙ্গলে। গত কয়েকদিনে গরুমারার প্রত্যেকটি ওয়াচটাওয়ারেই উপচে পড়েছে মানুষের ভিড়। পর্যটকদের জন্য নতুন বছরে এলাকায় বেশ কিছু নতুন রুটও চালু করতে চলেছে বন দপ্তর। আর এই সমস্ত বিষয়ই সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্বদরবারে তুলে ধরা হবে। লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেব বলেন, 'বরাবরই আমরা সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে গরুমারা সহ ডুয়ার্সকে তুলে ধরি পর্যটকদের কাছে।' বন দপ্তর সোশ্যাল মিডিয়াকে হাতিয়ার করে পর্যটক টানার যে উদ্যোগ নিয়েছে আগামীদিনেও তাতে বিদেশি পর্যটক বাড়বে বলেও আশা করেন তিনি।

উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে ৬৯৫টি প্রকল্প

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গকে ভালোভাবে গড়ে তুলতে সামগ্রিক তোড়জোড়।

উত্তরের উন্নয়নে ২০২৪-'২৫ আর্থিক বছরে ৬৯৫টি প্রকল্প হাতে নেওয়া হল। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে বেশিরভাগই উত্তরবঙ্গের রাস্তাঘাট ও নিকাশির উন্নয়নে ব্যবহার করা হবে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ বৃহস্পতিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে এ কথা জানান। শুধু উন্নয়নমূলক কাজই নয়, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে এবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর বেকার তরুণ-তরুণীদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে স্কিল ডেভেলপমেন্টের পরিকল্পনাও নিয়েছে। একাজে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর টাকা দেবে এবং টেকনিকাল এডুকেশন দপ্তর প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে। উত্তরবঙ্গের বেকার তরুণ-তরুণীদের এই ধরনের কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি কিছু নামী সংস্থার সঙ্গে কথা বলে রাখা হয়েছে। যাতে প্রশিক্ষণপর্ব শেষ হলে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত তরুণ-তরুণীরা ওই সংস্থাগুলিতে কাজ পান। এজন্য উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর ৪০ কোটি টাকা ধরে রেখেছে। উদয়ন বলেন, 'উত্তরবঙ্গের উন্নয়নে চলতি আর্থিক বছরে আমাদের দপ্তর থেকে ৭৩৫ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। ৬৯৫টি প্রকল্পের মধ্যে ৫৫০টি প্রকল্পের টেন্ডার হয়ে গিয়েছে। আগামী জানুয়ারির মধ্যে যাতে বাকি প্রকল্পগুলির ওয়ার্ক অর্ডার দেওয়া যায় সেই চেষ্টা করা হচ্ছে।'

৬৯৫টি প্রকল্পের মধ্যে মূলত গ্রামীণ মানুষের যাতায়াতের জন্য রাস্তা, কালভার্ট, কমিউনিটি হল তৈরি করা হবে। বিভিন্ন স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসার জন্য অর্থ ব্যয় করা হবে। অনেক জায়গায় পথবাতির সমস্যা রয়েছে, সেখানে সোলার হাইমাস্ট বাতিস্তম্ভ লাগানো হচ্ছে। উদয়ন বলেন, 'আমরা খুব নামী লোহার রড যেমন ব্যবহার করি, তেমনি আইএসআই মার্ক ছাড়া কোনও সিমেন্ট ব্যবহার করছি না। আমরা আগে ১০, ১২ কোটি টাকার প্রকল্প নিতাম। কিন্তু এখন ৩-৪ কোটি টাকার প্রকল্প হাতে নিচ্ছি। তাতে অনেক মানুষ উপকৃত হচ্ছেন।' মন্ত্রী বলেন, 'আমাদের অধিকাংশ রাস্তা পেভার্স ব্লকের হচ্ছে। তবে টেন্ডার ছাড়া কোনও কাজ হয় না। আমরা এজেন্সিগুলির সঙ্গে পাঁচ বছরের চুক্তি করে নিচ্ছি। পাঁচ বছরের মধ্যে রাস্তার ক্ষতি হলে সেই এজেন্সিকে আবার সেই কাজ করে দিতে হবে। সময়মতো কাজ না করার জন্য একটি বড় সংস্থাকে এই বছরই আমরা কালো তালিকাভুক্ত করেছি।' এদিকে, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের কাজে বিভিন্ন সময় আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। এদিন সেই প্রসঙ্গে উদয়ন বলেন, 'কোনও জায়গায় দুর্নীতির প্রমাণ থাকলে যে কেউ হাইকোর্টে যেতে পারেন। যদি কেউ মনে করেন, রাজ্য সরকারের কোনও এজেন্সিকে দিয়ে তদন্ত করালে প্রকৃত তদন্ত হবে না তবে যে কোনও এজেন্সিকে দিয়ে তদন্ত করানো যেতে পারে। আমরা সবরকম সহযোগিতা করব।'

নজরে কর্মসংস্থানও

- ৬৯৫টি প্রকল্পের মধ্যে ৫৫০টি প্রকল্পের টেন্ডার হয়ে গিয়েছে
- এর বেশিরভাগই উত্তরবঙ্গের রাস্তাঘাট ও নিকাশির উন্নয়নে ব্যবহার করা হবে
- বেকার তরুণ-তরুণীদের কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে স্কিল ডেভেলপমেন্টের পরিকল্পনাও

গণতন্ত্রের মন্দিরে

প্রথম পাতার পর

ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়ায় মল্লিকার্জুন খাড়গের হাঁটুতে চোট লেগেছে। রাহুলও বলেন, 'বিজেপি সাংসদরা আমাকে ধাক্কা দিচ্ছিলেন। হুমকি দিচ্ছিলেন।' যদিও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, 'রাহুল গান্ধি যা করেছেন, তা সবাই দেখেছেন। এরকম লোক বিরোধী দলনেতার পদে বসে থাকার যোগ্য নন।'

কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরার অভিযোগ, 'বিজেপি আজ গুন্ডামি করেছে। অমিত শা'কে বাঁচানোর জন্য ওঁরা রাহুল গান্ধিকে ধাক্কা দিয়েছেন। মল্লিকার্জুন খাড়গেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছেন।' কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, 'রাহুল গান্ধি কি ক্যারাটে, কুংফু শিখেছেন অন্য সাংসদদের মারধর করার জন্য?' পরে উভয় শিবিরই পার্লামেন্ট থানায় পরস্পরের অভিযোগ দায়ের করে।

রাহুলের বিরুদ্ধে ধাক্কা দেওয়ার অভিযোগ প্রসঙ্গে তৃণমূলের গলায় ছিল ভিন্নসুর। দলীয় সাংসদ সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'রাহুল ধাক্কা দিয়েছেন কি না আমি দেখিনি। কিন্তু এরকম কিছু হলে তা সমীচীন নয়।' তবে জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লার কথায়, 'আমি রাহুলকে চিনি। সাংসদ দূরস্থান, উনি কাউকেই ধাক্কা দিতে পারেন না। এত নিষ্ঠুর বা কদর্য মানসিকতা ওঁর নয়।'

ধৃত ১৯

প্রথম পাতার পর

অল্প সময়ের মধ্যে বিপুল সংখ্যক মানুষের ভোটপট্টি এলাকায় জমায়েত এবং বাইরে থেকে লোক এসে বিক্ষোভে শামিল হওয়ায় ঘটনার পিছনে সংগঠিতভাবে পরিকল্পনা করে হামলা চালানো হয়েছে বলে পুলিশের অনুমান। সেকারণে ওই এলাকার বেশ কয়েকজনের ফোন কল ডিটেলস খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

এদিন ভোটপট্টি বাজারের দোকানপাট খুললেও গোডাউন মোড় এলাকার সব দোকান বন্ধই ছিল। সকাল থেকে প্রচুর সংখ্যায় র‍্যাফ ও পুলিশ গোটা এলাকায় টহল দিয়েছে। গোডাউন মোড়, ভাঙ্গারপার, খালেরবাড়ি মোড়- এই তিন জায়গায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে।

নজর নেপালে

প্রথম পাতার পর

পুনরায় একটি নোটিশ পাঠায় সিবিআই। সেই নোটিশের ভিত্তিতে জন্মমৃত্যু বিভাগের কর্মী প্রসেনজিৎ দত্তকে যাবতীয় নথি পুরসভায় জমা করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

পুরসভা সূত্রে জানা গিয়েছে, গত সোমবার বিকেলে পুরসভায় সমস্ত নথি জমা করেন অভিযুক্ত প্রসেনজিৎ। মঙ্গলবার দুপুরে পুরসভায় একটি জরুরি বৈঠক ডেকে প্রসেনজিৎকে সমস্ত দায়িত্ব থেকে নিষ্কৃতী দেওয়া হয়। সরকারি পোর্টালকে বেআইনিভাবে ব্যবহারের অভিযোগ উঠেছে প্রসেনজিতের বিরুদ্ধে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে সেই লিখিত অভিযোগটি করেছেন পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন সাহা। জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা করেছে পুলিশ। এ বিষয়ে স্বপনের বক্তব্য, প্রসেনজিতের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ করা হয়েছে। পুলিশ বিষয়টি তদন্ত করে দেখবে।

মাল পুরসভা ইতিমধ্যে জানিয়েছে, ১৫টি জন্মমৃত্যু শংসাপত্রের মধ্যে ১১টি দেওয়া হয়েছে মাল পুরসভা থেকে। পুরসভা অভ্যন্তরীণ তদন্তে জানা গিয়েছে, সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে ১১টি শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে অনুপ্রবেশকারীদের। তবে বেআইনি কাজের সঙ্গে প্রসেনজিৎ ছাড়া অন্য কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা সে বিষয় নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। আশঙ্কা, প্রসেনজিৎ নেপালের কোথাও গা ঢাকা দিয়েছেন। তাঁর মোবাইল বন্ধ থাকায় যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

এদিকে, বেআইনিভাবে জন্মমৃত্যুর শংসাপত্র প্রদান করে আরও চাপে পড়েছে পুরসভা। মোটা টাকার বিনিময়ে এই জাল শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে, এমনটাই জানিয়েছেন পুরসভার আধিকারিকরা। তবে আফগান অনুপ্রবেশকারীরা কার মাধ্যমে মাল পুরসভা থেকে নথি সংগ্রহ করল সেই বিষয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। পুরকর্মীদের একাংশ মনে করছেন, শুধুমাত্র একজন নয়, পুরসভার একাধিক ব্যক্তি জড়িত থাকতে পারে এই কাজে। সঠিক তদন্ত করা উচিত গোয়েন্দাদের। মহকুমা পুলিশ জানিয়েছে, প্রসেনজিৎ দত্তের খোঁজে তল্লাশি চলছে।

এই পরিস্থিতিতে বিরোধীরা সরব হয়েছে। কংগ্রেসের ব্লক সভাপতি সৈকত দাস বলেন, 'এই দুর্নীতির তদন্তে রাজ্য পুলিশের একটি বড় ভূমিকা আছে। পুলিশ নিরপেক্ষভাবে বিষয়টি অনুসন্ধান করুক।' অন্যদিকে, মালবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন সাহার বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন আইনজীবী সুমন শিকদার। সুমনের অভিযোগ, মালবাজার থানার পুলিশের তদন্ত নিয়ে সংশয় আছে। তাছাড়া চেয়ারম্যান নিজেই প্রসেনজিৎকে পালিয়ে যেতে যথেষ্ট সময় দিয়েছেন নিজেকে বাঁচানোর জন্য।

দুই বাংলার দুই আন্দোলন যখন আলো থেকে আঁধারে

প্রথম পাতার পর

তাড়িয়ে দেয় বাবা-মাকেই। সব জলভাত। কেউ কিছু মনে রাখে না। আপনি একজনের দশটা উপকার করলেন, একটা কাজ করতে পারলেন না। লোকে ওটাই বলবে, ভুলে যাবে ন'টা উপকার। ব্রিটিশরা আমাদের ওপর ২৫০ বছরের বেশি অত্যাচার চালিয়েছে বলে কি ভারতীয়রা বিলেতে চাকরি করতে যায় না? স্থায়ী বাসিন্দা হয় না? বাংলাদেশের নতুন প্রজন্মের বয়ে গিয়েছে ভারতের অবদান মনে রাখতে। এত পুরোনো কাসুন্দি ঘাঁটার দিন শেষ।

এখন যা অবস্থা, তাতে অনেক কিছুই বুদ্ধি দিয়ে মেলানো যায় না।

নইলে ভাবা যায়, জয় বাংলা স্লোগান লেখা বা বলার জন্য খুন করা হচ্ছে বাংলাদেশে?

ঢাকার কিছু সংবাদমাধ্যমে ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক বোঝাতে টানা হচ্ছে ১৭৯৮ সালে লর্ড ওয়েলেসলির 'অধীনতামূলক মিত্রতা' নীতির কথা। যখন বাংলার নবাব-জমিদাররা কার্যত মনিব-ভৃত্য চুক্তি করেন ব্রিটিশদের সঙ্গে। বন্ধু নয়, ভারতও নাকি সেভাবে নিজেদের প্রভু ভাবতে চায়।

দেশ বড় হতে থাকলে পাশের ছোট দেশ সব সময় সন্ত্রস্ত থাকে। সবক্ষেত্রে দাদাগিরি দেখবে কারণে-অকারণে। এটা কিছু ক্ষেত্রে সত্যি, আবার কিছু ক্ষেত্রে কাজ করে ছোট দেশের হীনমন্যতাবোধ। আমেরিকার ক্ষেত্রে মেক্সিকো, চিনের ক্ষেত্রে তাইওয়ান, রাশিয়ার ক্ষেত্রে ইউক্রেন। বাংলাদেশও ভারতের দাদাগিরি দেখছে। কোনও সময় কিছু ক্ষেত্রে যুক্তি থাকে, কোনও সময় থাকে না। পাকিস্তান বা শ্রীলঙ্কার ব্যাপারেও এক কথা।

যে কারণে পদ্মাপারে বলা হচ্ছে, ভারত আমাদের বন্ধু ভাবে না। গোলাম ভাবে। বন্ধুত্ব আসলে ছিল হাসিনা-মোদির, দুই দেশের নয়। যে কারণে ওপারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা তৌহিদ হোসেন সটান বলে দেন, 'আমরা প্রতিবেশী হিসেবে ভারতের বন্ধুত্ব চাই। কিন্তু খবরদারি নয়।'

ওই যে বলছিলাম, আজকাল অনেক কিছুই বুদ্ধি দিয়ে মেলানো যায় না।

কলকাতার ডাক্তারদের বুধবারের নির্বাচনের গল্পেও লেগে আছে এমন বিস্ময়। যে ডাক্তাররা আন্দোলন করে প্রচারমাধ্যমের হিরের টুকরো ছেলে হয়ে রইলেন, তাঁরা মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন নির্বাচনে একেবারে দশ গোল খেলেন কেন? ডাক্তারদের মধ্যেই তাঁরা জনপ্রিয় নন। ডাক্তাররাই তাঁদের ওপর অসন্তুষ্ট। ডাক্তারদের বিদ্রোহী অংশ আমাদের বিশ্বাস করতে শেখালেন, তৃণমূলের রাজত্বে স্বাস্থ্যে ব্যাপক দুর্নীতি চলছে। প্রতিবাদ হল কোথায়? ডাক্তাররা নিজেরাই তো বিপুল ভোটে জিতিয়ে আনলেন তৃণমূলের নেতাদের।

বারবার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারে একটা প্রশ্ন। ডাক্তারদের এত রাজনীতি করার কী দরকার? ভালো ডাক্তাররা কি ডাক্তারির বাইরে অন্য কিছু করার সময় পান? এত রাজনীতি করা কীসের জন্যে? আর সবার মতো ডাক্তারদের রাজনীতি করার অধিকার আছে অবশ্যই। অথচ রাজনীতি যদি করা হয় নিজেদের ভাবমূর্তি তৈরির জন্য, তাহলে তা চরম অন্যায়। আজকের অধিকাংশ মানুষের রাজনীতিতে মিশে থাকে চরম অসততা, টাকা কামাইয়ের অঙ্ক। ডাক্তারদেরও বিশ্রী খেরোর পাতায় নাম লেখানো কি খুব জরুরি?

ডাক্তারদের আন্দোলনের উজ্জ্বল দিক যেমন আমরা দেখলাম, তেমন আবেগ থিতিয়ে এলে দেখা গেল কালো দিকও। বহু আন্দোলনকারীর মোটিভ নিয়েই প্রশ্ন থাকছে অনেক।

আমরা দেখলাম, ক্রাউড ফান্ডিংয়ে প্রচুর টাকা তোলা হল। কেউ কেউ প্রচার কাজে লাগালেন। মডেল হয়ে বিজ্ঞাপনে নামলেন। আমরা দেখলাম, মৃত ডাক্তারের সহপাঠীরা কেউ কোনও নির্দিষ্ট ক্লু দিতে পারলেন না হত্যাকারীদের নিয়ে। আমরা দেখলাম, পোস্টমর্টেমে সই করা অনেক ডাক্তার আন্দোলনে মিশে গিয়েছেন। আমরা দেখলাম, এঁরা শিরদাঁড়া শিরদাঁড়া করে বাজার মাতালেন, লালবাজারে কমিশনারের টেবিলে পর্যন্ত রেখে এলেন প্লাস্টিকের শিরদাঁড়া। পরবর্তীতে তাঁদের কার্যকলাপ দেখাল, এঁদেরই অনেকের শিরদাঁড়া নেই। তাঁদেরও টেবিলে শিরদাঁড়া রেখে আসা উচিত।

যে সব সাধারণ মানুষ তাঁদের ওপর আস্থা রেখে নিয়মিত খাবার দিয়ে গেলেন, মঞ্চ ভরাতে গেলেন, তাঁদের বিশ্বাসের প্রতি অত্যন্ত অবমাননা হল।

অবশ্যই কলকাতায় ডাক্তারদের আন্দোলন নতুন আলো জ্বালিয়েছিল সমাজে। পুরো বাংলায় নয়, কলকাতাভিত্তিক। পরবর্তীতে যা হল, ভবিষ্যতের আন্দোলনকারীদের পক্ষে খুব খারাপ। কেউ আর দ্রুত প্রতিবাদীদের বিশ্বাস করবে না। যেমন বাংলাদেশে কোনও আন্দোলনই মানুষের হৃদয়ের স্পর্শ পাবে না আর। যেখানে জয় বাংলা বলতে গেলে, জয় বাংলা লিখতে গেলে মানুষ খুন হয়ে যায়-- সেখানে আন্দোলনকে বিশ্বাস করবে কে?

খুব অল্প সময়ের মধ্যে নতুন প্রজন্মের হাত ধরে আমরা দেখলাম দুটো আন্দোলনের জন্ম। শিহরিত হলাম। অজান্তে মন দিয়ে ফেললাম তারুণ্যের সাহসে, দীপ্ত কথায়। এবং ক'দিনের মধ্যে দেখলাম, ধীরে ধীরে পালটে গেল আন্দোলনের গতিমুখ। কেউ মৌলবাদ ও রক্তকে ভালোবাসতে থাকল, কেউ ভালোবাসতে লাগল প্রচার ও মিথ্যা ভাষণকে। কেউ বোড়ে হয়ে উঠল নেতাদের, পার্টির। উদারতা এবং সবাইকে নিয়ে চলার ভাবনাই মুছে যেতে থাকল ক্রমে। ও অন্য পার্টির সমর্থক, ও তা হলে আমার শত্রু-- এমন ভাবনা আচ্ছন্ন করে দিল আমাদের বিবেককে। আন্দোলন শব্দটা হয়ে উঠল অঙ্ক কষার প্রতীক।

এই পরিবর্তনই বড় বেদনার, যন্ত্রণার। আমরা যে তাঁদের অন্যরকম দেবদূত ভেবেছিলাম!

বাজার সরকার
বাজারের ওঠাপড়া গায়ে লাগবে না যদি আপনি বাজার সরকারের কথা শুনে চলেন
আপনি প্রশ্ন করুন আমাদের ফেসবুক পেজে। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ড সংক্রান্ত সব প্রশ্নের জবাব দেবেন
বিনিয়োগ বিশেষজ্ঞ বোধিসত্ত্ব খান
আজ সন্ধে ৬টা
উত্তরবঙ্গ সংবাদের স্টুডিও থেকে
f LIVE
www.facebook.com/uttarbangasambadofficial

স্টলে মানুষের ভিড়। বৃহস্পতিবার।

ভাওয়াইয়া গানে জমজমাট বইমেলা

বাণীব্রত চক্রবর্তী

ময়নাগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার চতুর্থ দিনে জমে উঠেছে জলপাইগুড়ি জেলা বইমেলা। গত সোমবার থেকে ময়নাগুড়ি খেলার মাঠে শুরু হয় বইমেলা। কলকাতার বেশ কিছু প্রকাশনা সংস্থার এবার এই মেলায় স্টল রয়েছে। শুরুর দিকে মানুষের আনাগোনা সেভাবে না থাকলেও এখন মানুষের ভিড় বাড়ছে। এদিন প্রায় প্রতিটি স্টলে পাঠকদের আনাগোনা দেখা গিয়েছে। বই দেখার পাশাপাশি বই কিনেছেন অনেকেই।

এদিন দুপুরে বইমেলা মঞ্চে আলোচনা সভা ছিল। বিষয় ছিল গ্রন্থাগারের প্রয়োজনীয়তা। আলোচনায় অংশ নেন জলপাইগুড়ি আনন্দ চন্দ্র কলেজের গ্রন্থাগারিক শামিম আখতার সহ অন্যরা। এরপর মেলায় উপস্থিত সমস্ত প্রকাশক এবং পুস্তক বিক্রেতাদের অনুষ্ঠান মঞ্চে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। কলকাতার প্রকাশকদের তরফে বাবলি বসু বলেন, আমরা পশ্চিমবঙ্গের সর্বত্র বই নিয়ে মেলায় স্টল দিই। কোথাও এমন সম্মান পাইনি। বইমেলা কমিটিকে অভিনন্দন জানাই।

এরপর মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। স্থানীয় শিল্পীরা ভাওয়াইয়া সংগীত পরিবেশন করেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয় ময়নাগুড়ি হাইস্কুলের তরফেও।

উত্তরবঙ্গ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের সমবেত আবৃত্তি আলেখ্য পরিবেশিত হয়। সংস্থার কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক উৎপল চৌধুরী বলেন, 'এই সময়ে ভারত এবং বাংলাদেশ প্রতিবেশী দুই দেশ উত্তাল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে আবার নতুন করে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু, মহাত্মা গান্ধি এবং যিশুখ্রিস্টের মতো মহামানবদের খুব প্রয়োজন। সেই আঙ্গিকেই এই আলেখ্য।'

এরপরেই মঞ্চে ময়নাগুড়ি হাইস্কুলের তরফে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশিত হয়। রাতে কলকাতার সংগীতশিল্পী তনুশ্রী সাহা সংগীত পরিবেশন করেন। মঞ্চে সংবর্ধনা দেওয়া হয় দক্ষিণ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ময়নাগুড়ির কৃতী সন্তান প্রণবকুমার ঘোষকে।

উপাচার্য বলেন, 'সর্বনাশ করেছে ফোটোকপি মেশিন। ক্ষতি হয়েছে মোবাইল ফোনেও। বই পড়তে হবে। এর কোনও বিকল্প নেই। বইয়ের দুটো লাইনের মধ্যে একশোটা লাইন লুকিয়ে থাকে। সেটাকে খুঁজে বের করতে হবে।'

খুদে বই পড়ুয়া। ময়নাগুড়িতে।

শহর লাগোয়া পাওয়ার হাউস মোড় এলাকার বাসিন্দা ভারতী রায় দুই ছোট্ট মেয়েকে নিয়ে এসেছেন এদিন বইমেলায়। আড়াই বছর বয়সের শিশুকন্যা বায়না ধরেছে বই কিনতে। কিনেও দিলেন বই। ভারতী বলেন, বই দেখাতেই মেয়েদের নিয়ে এসেছি মেলায়।

কলকাতার প্রকাশক অপর্ণা দাস বলেন, লোকজন আসছেন। তবে বিক্রি কিছুটা কম। কলকাতার আরেক প্রকাশক রাজিবুল সর্দার বলেন, 'বুধবার এবং বৃহস্পতিবার দু'দিনে ২২ হাজার টাকার বই বিক্রি হয়েছে। আশা করছি আগামীদিনে এই বিক্রি আরও বাড়বে।'

বইমেলা কমিটির কার্যনির্বাহী সম্পাদক তথা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান মনোজ রায়ের কথায়, ভালো ভিড় হচ্ছে মেলায়। প্রায় প্রতিটি স্টলেই লোকজনদের ভিড় লক্ষ করা গিয়েছে। আগামী কয়েকদিনে ভিড় আরও বাড়বে।

পিডিএফের সঙ্গে বইয়েও আগ্রহী নতুন প্রজন্ম

সুকল্যাণ ভট্টাচার্য
প্রধান শিক্ষক, বানারহাট উচ্চবিদ্যালয়, প্রাবন্ধিক, গবেষক

অনেককেই বলতে শুনি, নতুন প্রজন্ম বইয়ের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। আমার মনে হয়, এই কথাটা সত্যি নয়। ময়নাগুড়ির বইমেলা প্রাঙ্গণে দেখছি, নতুন প্রজন্মের ধারক, বাহকরাই তো এক স্টল থেকে আরেক স্টলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বই নাড়াচাড়া করছে। মেলা থেকে ফেরার আগে বই কিনছেন। আবেগ, উচ্ছ্বাস, জ্বালা, যন্ত্রণাকে শব্দ, বাক্যে, ছন্দে পৃথিবীজুড়ে কারা তুলে ধরছে? কারা সেগুলো পড়ছে? নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েরাই তো!

পরিবর্তনশীল পৃথিবীতে বইও বদলাচ্ছে। দৃষ্টিভঙ্গির বদল হচ্ছে। তাই আশাহত না হয়ে যদি সেই বদলটা মেনে নিই তখন দেখতে পাব নতুন সম্ভাবনা। প্রযুক্তি গোটা পৃথিবীটাকে আমাদের হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। তখন বই সেই প্যাপিরাস বা তাল পাতার পুঁথির যুগে পড়ে থাকবে তা হতে পারে না। প্রজন্ম তথা সময়ের হাত ধরেই বই তার রূপ, রস, গন্ধ, গুণ সবকিছু বদলে নিচ্ছে, হয়তো আমাদের অলক্ষ্যেই।

প্রজন্ম একটি কাঠামোগত শব্দ যা আদতে বাবা-মায়ের সঙ্গে সন্তানের সম্পর্ককে বোঝায়। যে কোনও জায়গার মোট জনসংখ্যার তিনভাগের একভাগ হচ্ছে নতুন প্রজন্ম। বয়স্কদের সঙ্গে কমবয়সিদের জীবনযাপনের দৃষ্টিভঙ্গির ফারাক থাকাটাই স্বাভাবিক বিজ্ঞানের ধারা। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নয়ন, তার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ এগিয়ে চলে। এখানে নতুন প্রজন্ম বলে আলাদা কোনও সত্তা থাকাটা কতদূর সংগত, তা ভাবার যথেষ্টই অবকাশ রয়েছে!

সাধারণভাবে আমরা জানি, বই হল লিখিত বা চিত্রাকারে তথ্য সংরক্ষণের একটি মাধ্যম। প্যাপিরাস, পার্চমেন্ট বা কাগজের অনেকগুলো পৃষ্ঠা বাঁধাই করে এই বই তৈরি হয়। বই শব্দটিই এসেছে আরবি শব্দ 'বাহি' থেকে। খ্রিস্টপূর্ব ২৬০০ থেকে ২৫০০-তে বইয়ের সৃষ্টি হয়েছিল কাদামাটি দিয়ে। তারপর প্রাচীন মিশরের নীলনদের তীরে নলখাগড়ার মতো ঘাস জাতীয় গাছের ছাল থেকে পাওয়া 'প্যাপিরাস' এর মধ্য দিয়েই বই এসেছিল। সেই বইই জোহানেস গুটেনবার্গের হাত ধরে আধুনিক হয়েছে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বইয়ের আরও বদল হচ্ছে। নির্মাণ, বিনির্মাণের এক যুগ সন্ধিক্ষণে নবপ্রজন্ম বইকে নতুন রূপে তুলে নিচ্ছে। তাই সময়ের হাত ধরেই এসেছে পিডিএফ, ই-বুক, ই-গেজেট, ওয়েব পেজ, ওয়েব বুক আরও কত কী! মোবাইলের মধ্যে নতুনভাবে বিশ্ব সাহিত্য, শিল্প, ভাস্কর্য সব কিছু ধরা দিচ্ছে। বইয়ের চিরায়ত সংজ্ঞাটাই বদলে যাচ্ছে। এই বদলের সঙ্গে খাপ খাইয়ে না নিতে পারলে পিছিয়ে পড়তে হবে।

মুদ্রণ জগতেও এসেছে প্রযুক্তিগত পরিবর্তন। এই যুগের কিশোররা আগের মতোই চাঁদমামা, নন্টে ফন্টে, শুকতারা, আনন্দমেলা, সন্দেশ, ঠাকুরমার ঝুলি, ব্রহ্মদৈত্য পড়েই আনন্দ পাবে তা ভাবা কি খুব বিজ্ঞানসম্মত? সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলি লিখে গিয়েছেন, মুসলমানদের পয়লা কেতাব কোরানের সর্বপ্রথম যে বাণী মহম্মদ শুনতে পেয়েছিলেন তাতে আছে 'আল্লাম বিন কলমি' অর্থাৎ কলমের মাধ্যমে আল্লা মানুষকে জ্ঞান দান করছেন। এই কলমের আশ্রয় তো পুস্তকে। মুদ্রিত বই যেমন মেলায় বিক্রি হচ্ছে, নতুন প্রজন্ম কিনছে। বইয়ের বিভিন্ন নতুন রূপ যা আমরা ইলেক্ট্রনিক গ্যাজেটে পাচ্ছি তা এই প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা পড়ছে।

প্রথমে কংক্রিটের ডিভাইডার, তারপর হাইমাস্টের পোলে ধাক্কা

ভোররাতে দুর্ঘটনায় মৃত ১

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার ভোরে ধূপগুড়ি শহরের কলেজ রোডের ওপর সিনেমা হল মোড় এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ি দুর্ঘটনায় এক তরুণের মৃত্যু হয়েছে। যাত্রীবোঝাই গাড়িটি প্রথমে কংক্রিটের ডিভাইডার, তারপর গতিমুখ বদলে একটি হাইমাস্টের পোলে ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলেই হৃদয় সূত্রধর (২৫) নামে এক তরুণের মৃত্যু হয়। ঘটনার সময় গাড়িতে চালক সহ মোট আটজন ছিলেন। গাড়ির মালিক তথা চালক ধূপগুড়ির নামী কেটারিং ব্যবসায়ী সুব্রত নন্দী। মৃত তরুণ তাঁরই প্রতিবেশী তথা ধূপগুড়ি হাসপাতালপাড়ার বাসিন্দা।

ধূপগুড়ি সিনেমা হল মোড়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাতে জলপাইগুড়ি শহরে সুব্রতর কেটারিং চলছিল। রাত ১২টা নাগাদ তিনি নিজের গাড়ি নিয়েই জলপাইগুড়িতে যান এবং কাজ শেষে রাঁধুনি শৈলেন পাল সহ সাতজন কর্মীকে নিয়ে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হন। এরপর বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছাতেই এই ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে কেউই নিশ্চিতভাবে কিছু না বলতে পারলেও যাত্রীদের কথায়, অনুমান করা হচ্ছে সম্ভবত চালক সুব্রতর ঝিমুনির ফলেই মুহূর্তে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে।

বিকট শব্দে আশপাশের বাসিন্দা ও ব্যবসায়ীরা ছুটে এসে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি থেকে জখমদের উদ্ধার করেন। পুলিশ পৌঁছানোর পর সকলকেই ধূপগুড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসকরা একজনকে মৃত ঘোষণা করেন। পাশাপাশি সুব্রত, সহ বিশ্বজিৎ রায়, কানাই রায়, সুভাষ দাস- এই চারজনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজে রেফার করা হয়। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত গাড়ির চালক তথা মালিক সুব্রত শিলিগুড়িতে একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বাকি তিনজনের মধ্যে রাঁধুনি শৈলেন এবং তাঁর দুই সহায়িকা রংমালা মণ্ডল ও রমা রায়কে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। পুলিশ দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি থানায় নিয়ে গিয়েছে। দুর্ঘটনার সময় গাড়ির সামনে চালকের পাশে বসে থাকা শৈলেন পাল বলেন, 'একপলকে কী করে কী হয়ে গেল বুঝতেই পারিনি। মারাত্মক ঝাঁকি লাগল এবং গাড়ি গিয়ে পরপর দু'বার ধাক্কা খেল। পরপর ক'দিন রাত জেগে কাজের সুবাদে আমাদের সবাই ক্লান্ত ছিলাম। ঘটনার সময় আমাদের গাড়ির পেছনে একটি বড় যাত্রীবাহী বাস ছিল।'

মৃত তরুণ পেশায় গ্যারাজ কর্মী হলেও বাড়তি আয়ের জন্যে রাতে কেটারিংয়ের কাজ করতেন বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার সময় যে গাড়ির একেবারে পেছনে বসেছিল তার বুকের বাঁদিকের পাঁজর এবং তলপেটে আঘাতের চিহ্ন দেখা গিয়েছে। অনুমান করা হচ্ছে আকস্মিক আঘাতে হৃদযন্ত্র এবং কিডনিতে চোট পাওয়াতেই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। স্থানীয় তরুণের মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে হাসপাতালপাড়া এলাকায়। সুব্রতর মতো শহরে পরিচিত মুখের দুর্ঘটনাগ্রস্ত হওয়ার খবরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

সমাবর্তনে বেরি ও' ব্রায়েন

জলপাইগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়ি সেন্ট পলস উচ্চ বিদ্যালয়ের ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সমাবর্তন হবে। সেজন্য শুক্রবার জলপাইগুড়িতে লেখক বেরি ও' ব্রায়েন আসছেন। তিনি সমাবর্তনের মূল ভাষণ দেবেন।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী

জলপাইগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের বাহাদুর গ্রাম পঞ্চায়েতের সন্ন্যাসীহাট উনিশপুর সমবায় সমিতি নির্বাচনে বিরোধীরা প্রার্থী দিতে পারেনি। ফলে বৃহস্পতিবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তৃণমূল কংগ্রেসের পরেশ রায়, ধীরেন রায়, সুনীল রায়, ইব্রাহিম মহম্মদ, রুবি বানু এবং সেবিকা রায় জয়ী হয়েছেন।

শিবিরের আর্জি

জলপাইগুড়ি ১৯ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়িতে ক্যানসার সচেতনতা শিবির করার জন্য স্বাস্থ্যসেবী সংস্থা এবং সমাজসেবী সংগঠনগুলির কাছে অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিক সুব্রত ভট্টাচার্য আবেদন করেছেন। সুব্রত বলেন, 'ক্যানসার নিয়ে সচেতনতার অভাবে রোগের প্রভাব বাড়ছে। এজন্য শিবির করা জরুরি।'

গাছের ডাল ছাঁটতেই পাখির মৃত্যু বন্ধ

সপ্তর্ষি সরকার

ধূপগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশের পরেই বৃহস্পতিবার সকাল সকাল ধূপগুড়ি পুর বাস টার্মিনাসের উলটোদিকে শরৎপল্লি মোড়ে গাছের ডাল ছাঁটাই করলেন বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা। এরফলে গাছের সঙ্গে আপাতত এগারো হাজার ভোল্টের হাইটেনশন বিদ্যুৎবাহী তারের সম্পর্ক নেই।

বুধবার থেকে গাছের আশপাশে দেখা যায়নি পাখির মরদেহ। স্থানীয় মানুষের দাবি অনুসারে, বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা ডাল ছাঁটাই করার ফলেই গাছটি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পাচ্ছে এবং সেই সুবাদেই পাখিদের মৃত্যুমিছিলও বন্ধ হয়েছে। তবে এলাকাবাসী এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীদের এই বিদ্যুতের তার নিয়ে ক্ষোভ রয়েছে বলেই জানা গিয়েছে।

স্থানীয় ব্যবসায়ী আব্দুল করিমের কথায়, 'সাত-আট মাস আগে একজন মানুষ মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরেছেন এই এলাকায়। নিরীহ পাখিগুলোর মৃত্যু হল। এখানে কাজে এলেই বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীদের অনুরোধ করি গাছের ডাল ও বিদ্যুতের তারের মাঝে স্থায়ী ব্যবধান গড়ার উদ্যোগ নিতে। তবে দুঃখের বিষয় প্রতিবারই ঠেকা কাজ করে চলে যান বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা।'

একইভাবে বিদ্যুৎ দপ্তরের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে এলাকার বাসিন্দা অলোক দত্ত বলেন, 'রাতবিরেতে হাওয়া দিলে গাছের পাতা বা কাঁচা ডাল ওই হাইটেনশন তারে লাগে এবং বিকট আওয়াজের সঙ্গে আগুনের ফুলকি দেখা যায়। বিদ্যুৎ দপ্তর আগে থেকে ব্যবস্থা নিলে এতগুলো নিরীহ পাখির প্রাণ যাওয়া আটকানো যেত।

যদিও পাখির মৃত্যু মিছিলে বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার সম্পর্ক নেই বলেই জোড়াল দাবি কর্তাদের। রাজ্য বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার কর্তাদের দাবি, ওই এলাকায় সার্ভিস লাইনে কেবল রয়েছে এবং হাইটেনশন তার গাছের ডাল থেকে অন্তত তিন মিটার দূরে রয়েছে।

ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা

- বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা ডালছাঁটাই করেছে
- গাছটি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হওয়া থেকে রক্ষা পাচ্ছে
- বুধবার থেকে গাছের আশপাশে দেখা যায়নি পাখির মরদেহ
- পাখির মৃত্যু মিছিলে বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার সম্পর্ক নেই বলে দাবি কর্তাদের

কাল থেকে খাদ্য উৎসব

জলপাইগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : জলপাইগুড়ি পুরসভার ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলারের উদ্যোগে ফের বসতে চলেছে তরুণ দল ক্লাবের খেলার মাঠে খাদ্য উৎসব। সেই উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার একটি শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে। খাদ্য উৎসব প্রসঙ্গে উদ্যোক্তা তথা ১৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার লোপামুদ্রা অধিকারী বলেন, 'আমাদের সদস্য সংখ্যা বেড়েছে। এবছর প্রায় ৪০টি স্টল থাকছে। প্রায় ২৫০ জন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা ট্র্যাডিশনাল ও ফিউশন মিলিয়ে বিভিন্ন ধরনের খাবার বানাবেন।' এই উৎসব ২১ থেকে ২৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে।

বার্ষিক অনুষ্ঠান

মালবাজার, ১৯ ডিসেম্বর : মালবাজারের কলোনি ময়দানে নিবেদিতা বিদ্যা নিকেতনের বার্ষিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হল বৃহস্পতিবার। এদিন বিকেলে এই অনুষ্ঠানটি হয়। অনুষ্ঠানের মঞ্চ উদ্বোধন করেন মালবাজার পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ডঃ তপতী সাহা। ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা নীতা সাহা বলেন, 'বিদ্যালয়ে পড়ুয়াদের পড়াশোনা ছাড়াও সাংস্কৃতিক চর্চায় উৎসাহিত করতে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।'

ক্রিসমাস ফেস্টিভালের উদ্বোধন জলপাইগুড়িতে

ক্রাইস্ট দ্য রিডিমার ক্যাথিড্রালে ভিডিও কনফারেন্সে ফেস্টিভালের উদ্বোধন।

জলপাইগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : এতদিন শুধু কলকাতায় ক্রিসমাস ফেস্টিভাল হলেও এবার প্রথমবার রাজ্যজুড়ে উদযাপিত হচ্ছে বড়দিনের উৎসব। জলপাইগুড়ি শহরের ক্রাইস্ট দ্য রিডিমার ক্যাথিড্রালে বৃহস্পতিবার পর্যটন বিভাগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ফেস্টিভালের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কলকাতার মঞ্চ থেকে জলপাইগুড়ি চার্চের নাম ঘোষণা হতেই চার্চের ভেতরের ও বাইরে লাগানো সমস্ত আলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য শেষে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সকলকে স্বাগত জানিয়ে বক্তব্য রাখেন রাজ্যের মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক এবং চার্চের বিশপ ক্লামেন্ট তিরকি। সাতদিনব্যাপী চলা এই উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জেলা শাসক শামা পারভিন, পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত, মহকুমা শাসক তমোজিৎ চক্রবর্তী সহ অন্যরা।

উপস্থিত ছিলেন প্রায় পাঁচ শতাধিক খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষের পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মের মানুষ।

অনুষ্ঠান শেষে জেলা শাসক শামা পারভিন বলেন, 'এই প্রথম আমরা মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ক্রিসমাস ফেস্টিভাল আয়োজন করছি। আজ এখানে শহরের সব চার্চের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি বহু সাধারণ মানুষ উপস্থিত আছেন। আশা করব সকলের সহযোগিতায় এই উৎসব সফল হবে।'

বস্তায় দেহ

মালবাজার, ১৯ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার সকালে মাল শহরের বাসস্ট্যান্ড এলাকায় বস্তাবাঁধা অবস্থায় একটি গোরুর মৃতদেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। পথচারীরা একটি বস্তা থেকে একটি গোরুর পা বেরিয়ে থাকতে দেখে পুলিশকে খবর দেন। পুলিশ এসে বস্তাটি বাজেয়াপ্ত করে।

নির্দিষ্ট আসনের চারগুণ ফর্ম বিলি

অনসূয়া চৌধুরী

জলপাইগুড়ি, ১৯ ডিসেম্বর : শহরের সরকারি স্কুলে যখন সন্তানদের ভর্তি করানো থেকে অধিকাংশ পড়ুয়ারা মুখ ফেরাচ্ছেন তখন সুনীতিবালা সদর বালিকা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অন্য ছবি। বুধবার পর্যন্ত জলপাইগুড়ি সদরের ওই স্কুলে ৪৬৫ জন অভিভাবক ফর্ম তুলেছেন।

অবশ্য জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের নির্দেশিকা অনুসারে ওই স্কুলে আসন সংখ্যা ১০০। বৃহস্পতিবার থেকে ফর্ম জমা নেওয়া শুরু হয়েছে। আগামী শুক্রবার ফর্ম জমা করার শেষদিন।

প্রধান শিক্ষক অরূপ দে বলেন, 'যারা সন্তানদের এই স্কুলে ভর্তি করানোয় আগ্রহ দেখিয়েছেন তাঁদের সকলকেই ফর্ম দেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকা অনুসারে ১০০ জন পড়ুয়াকেই এবার ভর্তি নেওয়া হবে। ২২ ডিসেম্বর লটারির মাধ্যমে ১০০ জন পড়ুয়াকে বেছে নেওয়া হবে।'

বাকি সরকারি স্কুলগুলিতে যেখানে ছেলেমেয়েদের ভর্তি করাতে চান না অভিভাবকরা, সেখানে এই স্কুল কেনও এত পছন্দের?

অভিভাবক মহলের দাবি এখানে যে শিক্ষকরা রয়েছেন তাঁরা সকলেই খুব যত্ন নিয়ে পড়ুয়াদের পড়ান। স্কুলে পড়ুয়াদের শারীরিক, মানসিক বিকাশের ওপর জোর দেন শিক্ষকরা। ক্লাস ওয়ান থেকে ফোর পর্যন্ত পঠনপাঠন হয় ওই স্কুলে। এখন সেখানে তেরোশোর অধিক পড়ুয়া পড়াশোনা করে।

একটি সরকারি প্রাইমারি স্কুলে এত বিপুল পরিমাণ পড়ুয়া, সতিই তাক লাগায়। তবে ওই পড়ুয়াদের জন্য পর্যাপ্ত ক্লাসরুম নেই।

স্কুলে মোট ৩৫ জন শিক্ষক থাকলেও অধিকাংশরাই আলাদা আলাদাভাবে একই সময়ে ক্লাস নিতে পারেন না। তাই স্কুল ভবনের পরিকাঠামো উন্নয়নের চিন্তাও চলছে।

কয়েকদিন আগেই কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু স্কুলটি পরিদর্শন করে গিয়েছেন। তিনি স্কুলের ওই সমস্যা দেখার পরে জেলার শিক্ষা কর্তাদের নিয়ে একটি বৈঠক করেন। সেখানে স্কুলের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস চালুর একটি পরিকল্পনা গৃহীত হয়। স্কুলের দ্বিতীর ক্যাম্পাস চালু হলে যে ওই স্কুলে নিজেদের সন্তানদের ভর্তি করানোর আগ্রহ আরও বাড়বে বলেই ধারণা শহরবাসীর।

> যাঁরা সন্তানদের এই স্কুলে ভর্তি করানোয় আগ্রহ দেখিয়েছেন তাঁদের সকলকেই ফর্ম দেওয়া হয়েছে। নির্দেশিকা অনুসারে ১০০ জন পড়ুয়াকেই এবার ভর্তি নেওয়া হবে। ২২ ডিসেম্বর লটারির মাধ্যমে ১০০ জন পড়ুয়াকে বেছে নেওয়া হবে।
>
> **অরূপ দে,** প্রধান শিক্ষক

শেষের প্রস্তুতি

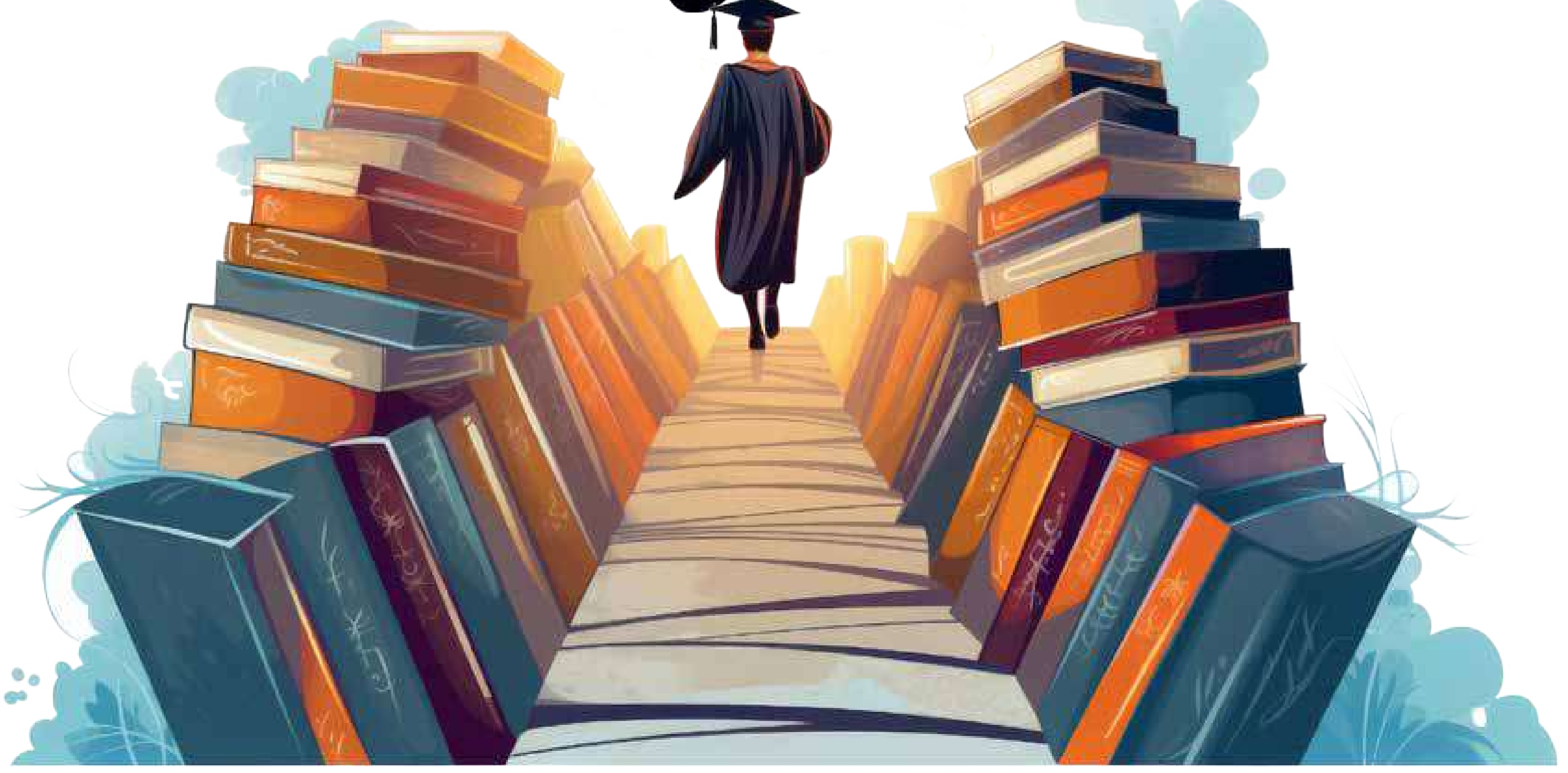

শর্মিষ্ঠা পাল
এডুকেশনাল কাউন্সিলার

কারও জীবনের প্রথম, কারও বা দ্বিতীয় বোর্ড পরীক্ষা দুয়ারে দাঁড়িয়ে। আমরা পরীক্ষার প্রস্তুতিকে তিনভাগে ভাগ করে নিতে পারি- প্রিপারেশন, রিভিশন ও রি-রিভিশন। এখন সবমিলিয়ে আমাদের হাতে দু'মাসের মতো সময় রয়েছে। সুতরাং, এটা মূলত রিভিশনের সময়। ক্যাম্পাসের পাতায় আজ কিছু কথা ভাগ করে নিচ্ছি তোমাদের সঙ্গে। এই পরামর্শগুলো মেনে চললে দুশ্চিন্তা কেটে যাবে। খুব ভালোভাবে পরীক্ষা দিয়ে আগামীর পথে এগিয়ে যেতে পারবে তোমরা।

১. সবার আগে প্রয়োজন মানসিক প্রস্তুতি। যারা দ্বাদশ শ্রেণির পরীক্ষা দেবে, তারা জানো বোর্ডের পরীক্ষার ধরন কেমন হয়। তবে যারা প্রথম দিচ্ছ, তাদের কাছে সবটাই নতুন। তাই বিদ্যালয়ের সাধারণ পরীক্ষা আর বোর্ডের পরীক্ষার মধ্যে তফাত বুঝে নাও। শিক্ষকদের সঙ্গে কথা বলো। প্রশ্নপত্রের ধরন কেমন হয়, সেটা বুঝতে বিগত বছরের প্রশ্নে চোখ বোলাও। অযথা ভয় পেয়ো না।

২. এখন নতুন করে কোনও চ্যাপ্টার বা নতুন গৃহশিক্ষকের কথা ভেবো না। যেগুলো পড়া হয়েছে, সেগুলোই ভালোভাবে রিভিশন দাও। বারবার পড়ো। এতে সেই চ্যাপ্টার থেকে যাই প্রশ্ন আসুক, তুমি সহজে উত্তর লিখে আসতে পারবে।

৩. যেহেতু এখন চয়েস বেসড পড়াশোনা, তাই 'আমি তো আর্টস নিয়ে পড়ব, অঙ্কে বেশি জোর দেওয়ার দরকার নেই'-এই ধরনের মানসিকতা রেখো না। মোট নম্বরের ওপর খারাপ প্রভাব পড়বে। তাছাড়া মাধ্যমিক স্তরে অঙ্কে অনীহা চলে এলে ভবিষ্যতে চাকরি বা যে কোনওধরনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সমস্যায় পড়তে হতে পারে।

৪. সারাদিনের রুটিন করে নাও। গোটা বছর যে রুটিন মেনে চললে, এখন সেটা বদলাতে হবে। মহড়া পরীক্ষা আর অনুশীলনকে বেশি করে জায়গা দিতে হবে। টিউশন ছাড়াও সেল্ফ স্টাডির সময় থাকবে। মনে রেখো, সেল্ফ স্টাডি ছাড়া ভালো ফল করা সম্ভব নয়। রুটিন থেকে বাদ পড়বে না টিভি দেখা কিংবা আড্ডা দেওয়া। কারণ, মাথা আর মনকে বিশ্রাম দেওয়া আবশ্যক।

৫. শুধু পড়া নয়, লেখার জন্যও সময় থাকবে। যা পড়ছ, তা লিখে অনুশীলন করো। এতে ভালোভাবে এবং বেশি সময় বিষয়টিকে মনে রাখা সম্ভব। লেখার গতিও ঠিক থাকবে। পরীক্ষার হলে সময়ের মধ্যে স্পষ্ট হাতের লেখায় সব উত্তর দিয়ে আসাটাই মূল উদ্দেশ্য।

৬. এতক্ষণ শুধু লেখাপড়া নিয়ে কথা হল। 'তাহলে কি সারাদিন পড়ব?' না, তা নয় একেবারে। মাঝেমধ্যে ওঠো, বাইরে বের হও, খেলাধুলো করো- তবে সবই হবে সীমিত সময়ের মধ্যে।

৭. বাইরের খাবার, তেলেভাজা, প্যাকেটজাত খাবার খেয়ে শরীর খারাপ করা যাবে না। শীতের পোশাক পরতে হবে। অসুস্থ হয়ে পড়লে অনেকটা সময় নষ্ট হয়। শীতকালীন পিকনিক আর বিয়েবাড়ির ভূরিভোজ এবছর একটু বুঝে করতে হবে।

৮. মা-বাবাদের উদ্দেশে বলছি, সারাদিন 'ওরে তোর পরীক্ষা, পড়তে বোস' বলে চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করবেন না। ওদের পরামর্শ দিন, পাশে থাকুন, সাহায্য করুন। সন্তানের মানসিক স্বাস্থ্যের দিকটিরও খেয়াল রাখতে হবে আপনাকে। 'পাশ করতে পারবি তো আদৌ?', 'তোর দ্বারা কিছু হবে না' ইত্যাদি গোছের নেতিবাচক কথা বলবেন না। বাড়িতে ইতিবাচক পরিবেশের মধ্যে শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি নিতে দিতে হবে পরীক্ষার্থীকে।

৯. যথেষ্ট ঘুম খুব প্রয়োজন। ৬-৭ ঘণ্টা ঘুমোলে সুস্থ থাকে মস্তিষ্ক। যে সময় পড়তে সুবিধা তোমার, সেভাবে রুটিন করো। রাতে তাড়াতাড়ি ঘুমিয়ে পড়লে ভোরে ওঠো। নয়তো রাতে দেরি করে পড়াশোনা করার পর সকালে ঘুমোও।

১০. এবার আসি ফ্রেন্ড সার্কেল আর সোশ্যাল মিডিয়া প্রসঙ্গে। এই দু'মাস বড়সড়ো প্ল্যানিং থেকে নিজেকে দূরে রাখাটাই শ্রেয়। বন্ধুদের সঙ্গে দিনে একবার বেরিয়ে কিছুটা সময় কাটিয়ে এসো। যারা ইউটিউব দেখে নোটস তৈরি করো, হঠাৎ করে নতুন চ্যানেল ফলো কোরো না। যে পদ্ধতিতে পড়েছ এতদিন, সেটাই ধরে চলো। ফেসবুক, ইনস্টাগ্রামের রিল থেকে আপাতত দূরত্ব বজায় রাখা ভালো।

১১. শেষ এক মাস হল রি-রিভিশন পর্ব। তখন শুধু একটা করে প্রশ্নের উত্তর লেখা নয়, ঘড়ি ধরে দিতে হবে মক টেস্ট। জোর দেবে গুরুত্বপূর্ণ চ্যাপ্টারে। সবসময় মন শান্ত রাখতে হবে। যে কোনও পরিস্থিতিতে ইতিবাচক (পজিটিভ অ্যাটিটিউড) হও। সুনিশ্চিত ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে নিজেকে প্রস্তুত করো। সবার পরীক্ষা ভালো হোক। অল দ্য বেস্ট!

টপার্স টক

চন্দ্রচূড় সেন
২০২৪ মাধ্যমিকে রাজ্যে প্রথম

কথায় রয়েছে, 'শেষ ভালো যার সব ভালো তার।' তাই মাধ্যমিকের জন্য সারাবছর যত ভালোই প্রস্তুতি নেওয়া হোক না কেন, পরীক্ষার আগে শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি অবশ্যই ভালো হওয়া প্রয়োজন।

মাধ্যমিকের খুব বেশি দেরি নেই। আমি এই সময়ে বিশেষ কিছু 'ট্রিকস' অবলম্বন করে পড়াশোনা করতাম। এবার যারা মাধ্যমিক দেবে, তারা সেগুলো মেনে প্রস্তুতি নিতে পারো।

এখন ঘড়ি ধরে টেস্ট পেপার সলভ করা উচিত। বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন যেমন- এবিটিএ, ডব্লিউবিটিএ সহ নানা প্রকাশনীর টেস্ট পেপার পাওয়া যায়। সেগুলো থেকে নিয়মিত অনুশীলন করলে, সময়ের মধ্যে সব উত্তর দেওয়ার অভ্যাস তৈরি হবে। টাইম ম্যানেজমেন্ট স্কিলের জন্য যত বেশি মক টেস্ট দেওয়া যাবে, ততই মঙ্গল।

পরীক্ষার আগে 'সিলেক্টিভ ওয়ে'-তে পড়তে হবে। অর্থাৎ কী কী পড়া উচিত, তা আগে থেকে ঠিক করে নিতে হবে। নতুন কোনও টপিক শুরু না করে সারাবছর যা পড়েছ, সেগুলোই রিভিশন দাও। এখন 'এমসিকিউ'-এর ক্ষেত্রে সহায়িকা বই খুব কাজে লাগে। সেই বইগুলি বেশি করে পড়লে পরীক্ষায় 'এমসিকিউ' সলভ করা সহজ।

সবাই যে খুব দক্ষ, তা তো নয়। অনেকেই রয়েছে, সারাবছর খুব একটা পড়াশোনা না করে পরীক্ষার আগের মুহূর্তে বেশি জোর দেয়। তাদের জন্য বলব, গুরুত্বপূর্ণ টপিকগুলো এই সময় পড়া উচিত। কোনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ, সে বিষয়ে শিক্ষক-শিক্ষিকারা সহযোগিতা করবেন। শেষ ৪-৫ বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষায় কোন ধরনের প্রশ্ন এসেছে, সেগুলি একবার দেখে পড়তে হবে।

অনেকের ধারণা থাকে গতবছর পরীক্ষায় যে প্রশ্ন এসেছে, সেটা এবার আসবে না। হয়তো একই প্রশ্ন রিপিট হয় না। তবে একই টপিকে অন্য প্রশ্ন আসতেই পারে। পরীক্ষার আগে অনেকে বেশি চাপে পড়ে ঘুম, খাওয়াদাওয়া বাদ দিয়ে সারাদিন বই নিয়ে বসে থাকে। সেক্ষেত্রে অসুস্থ হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তাই লেখাপড়ার পাশাপাশি শরীরের প্রতি নজর দেওয়া উচিত। *অনুলিখন : শিবশংকর সূত্রধর*

মনোযোগ বৃদ্ধিতে সহায়ক যোগাভ্যাস

প্রণব সূত্রধর

শরীর ও মন-দুইই সুস্থ রাখতে যোগাভ্যাস ভীষণভাবে কার্যকরী। স্মার্টফোনে আসক্তি মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটায়। যার প্রভাব পড়ে পঠনপাঠনের ওপর। এছাড়া বর্তমানে মাঠে খেলাধুলোর অভ্যাস কমছে। পড়ুয়াদের শরীর আর মনের স্বাস্থ্যের ওপর যার প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ প্রভাব পড়ে। এসব শিশুমনের সার্বিক বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়।

তাই যোগাভ্যাসের মাধ্যমে পড়ুয়াদের মনঃসংযোগ বৃদ্ধির উদ্যোগ নিল আলিপুরদুয়ার জেলার তপসিখাতা-২ নম্বর বিএফপি স্কুল। পাশাপাশি মোবাইলের অতিরিক্ত ব্যবহার, ফাস্ট ফুড ও প্যাকেটজাত খাবার খাওয়া কতটা ক্ষতিকর, সেই সম্পর্কে সচেতন করেন শিক্ষকরা। চতুর্থ শ্রেণির পড়ুয়া অনুষ্কা দাসের উপলব্ধি, 'আমরা প্রায়ই জাংক ফুড খাই। সেই কারণে বদহজম, পেট খারাপের মতো নানা সমস্যায় ভুগি। ওই ধরনের খাবার শরীরের যে ক্ষতিটা করছে, তা বিস্তারিতভাবে শুনলাম। এখন থেকে দূরে থাকব। বন্ধুদেরও বোঝাব, যেন বাড়ির খাবার খায়। এছাড়া নিয়মিত যোগাভ্যাস, শরীরচর্চা, খেলাধুলো করলে মন আর শরীর সতেজ থাকে।'

পদ্মাসন, প্রাণায়াম, গোমুখ আসন, হলাসন, ময়ূরাসন, ধনুরাসন শেখানো হচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের। কোনটার কেমন পদ্ধতি, শ্বাসপ্রশ্বাসের নিয়ম কী ইত্যাদি বিস্তারিতভাবে বোঝানো হয়েছে। এসবের নিয়মিত চর্চায় কী উপকার হয়, সে ব্যাপারেও আলোচনা করেন যোগবিদরা।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক প্রসেনজিৎ রায় জানালেন, সুমন পাল ও সুমন্ত সোরেন নামে দুজন শিক্ষক, যাঁরা নিজেরাও নিয়মিত যোগচর্চা করেন, তাঁরা রুটিন অনুযায়ী পড়ুয়াদের যোগাভ্যাস করাবেন। মোবাইলে আসক্তি, চঞ্চলতা সহ যাবতীয় কুঅভ্যাস দূর করে লেখাপড়া এবং সার্বিক জীবনযাপনে মনযোগ বাড়ানোই উদ্দেশ্য।

প্রথমদিন দুজন যোগবিদকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। ধ্যানের মাধ্যমে চাপ কমিয়ে একাগ্রতা ও লেখাপড়ায় মনঃসংযোগ কীভাবে বাড়ে, সেই কথা সহজ ভাষায় পড়ুয়াদের সামনে আলোচনা করেন আলিপুরদুয়ার বয়েজ হাইস্কুলের শিক্ষিকা মৌটুসি পাল। ধ্যান ও যোগাসনের উপকারিতা ব্যাখ্যা করেন আরেক শিক্ষিকা শুভ্রা ঘোষ। শিবিরে অংশ নিয়ে খুদেদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ দেখা গিয়েছে।

চতুর্থ শ্রেণির ছাত্র দেবা দাসের কথায়, 'করোনার সময় থেকে মোবাইলের নেশা মারাত্মক আকার নেয়। এদিন বুঝলাম কতটা ক্ষতি করছি নিজের। যোগার মাধ্যমে মোবাইলে আসক্তি দূর করে মনকে শান্ত রাখা যায়, তা শিক্ষকরা শেখালেন। সারাবছর এগুলো অভ্যাস করতে হবে।' একই কথা পড়ুয়া লিপিকা দাসের।

বিদ্যালয়ের শিক্ষক শৈলেন দাস বললেন, 'আমিও পিছনে বসে যোগের পদ্ধতি শিখলাম। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের দারুণ উপকার হবে এই অভ্যাসে।'

ফ্রেম ইন

সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি... *রাজাভাতখাওয়া হাইস্কুল প্রাঙ্গণে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী*

'ভারতে বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাস' ও 'বোস সংখ্যায়নের শতবর্ষ' বিষয়ক আলোচনা সভার আয়োজন করল পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের আলিপুরদুয়ার শাখা। নিউটাউন গার্লস স্কুলে আলোচনাপর্বে জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়ারা অংশ নিয়েছিল। বিজ্ঞানচর্চায় উৎসাহ দিতেই এমন উদ্যোগ। তথ্য ও ছবি : প্রণব সূত্রধর

পায়ে পায়ে ৭৫

সমীর দাস

দেশ স্বাধীন হওয়ার কয়েক মাস পর আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকের প্রত্যন্ত গ্রাম পূর্ব সাতালিতে শিক্ষানুরাগীদের উদ্যোগে স্থাপিত হয় সাতালি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল। ১৯৪৮ সালের ২ জানুয়ারি পথ চলা শুরু। তবে স্কুল স্থাপনের বহু বছর বাদে, ১৯৯৭ সালে নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় পুনম চাঁদ মিত্তাল মেমোরিয়াল হাইস্কুল।

২০২৩ সালে প্রতিষ্ঠানের প্ল্যাটিনাম জুবিলি বর্ষ ছিল। তবে অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনার পর এবছর সাড়ম্বরে উদযাপনের উদ্যোগ নেয় স্কুল কর্তৃপক্ষ। ১৩ ডিসেম্বর সমাপ্তি পর্বের অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। চলে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত। পড়ুয়ারা তিনদিনের অনুষ্ঠানের মেতে উঠেছিল। উদযাপনের সূচনা হয়েছিল চলতি বছরের জানুয়ারিতে। শোভাযাত্রার মাধ্যমে।

স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে স্কুলের প্রধান শিক্ষক সমীরকুমার দেব জানালেন, স্থানীয় বাসিন্দা মহেন্দ্রনাথ রায় সেসময় জমি দান করেছিলেন স্কুল তৈরির জন্য। স্থানীয় বাসিন্দা বীরেন্দ্রনাথ মেচ মণ্ডল সহ গ্রামের বেশ কিছু শিক্ষানুরাগী মানুষ স্কুল স্থাপনের জন্য সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। ১৯৫১ সালে স্কুলটিতে বাংলামাধ্যমে পঠনপাঠন শুরু হয়।

সমাপ্তি পর্বের অনুষ্ঠানের প্রথম দিন এই স্কুলের পাশাপাশি হাসিমারা হাইস্কুল, ইউনিয়ন অ্যাকাডেমি হাইস্কুলের পড়ুয়ারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। সন্ধ্যায় বিখ্যাত শিল্পী জলধর মাহাতো তাঁর দল নিয়ে ছৌ নৃত্য পরিবেশন করেন। এছাড়া অনুষ্ঠানের শুরুতে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের পূর্ণাবয়ব মূর্তির আবরণ উন্মোচন হয়।

স্কুলের দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রী ঈশা চম্প্রমারি নৃত্য পরিবেশন করে। দ্বাদশ শ্রেণির সমীর চম্প্রমারির গানও মন জয় করে নেয় শ্রোতাদের। শেষ দু'মাস ধরে তারা অনুশীলন করেছে। অবশেষে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পেরে খুশি সবাই।

দ্বিতীয় দিন ছিল স্কুলের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের পুনর্মিলন উৎসব। সেদিন হয়েছে বৃক্ষরোপণ।

প্রাক্তন পড়ুয়া বিজয় শৈব প্রথম দিন থেকেই স্কুলের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ১৯৬৭ সালের পাশআউট ব্যাচের। বললেন, 'আগে স্কুলটি কাঠের ছিল। দুটি একতলা কাঠের ঘরে ক্লাস হত। আমার বেশিরভাগ সহপাঠী সাতালি ও মেন্দাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় থাকেন। তাঁদের সঙ্গে মাঝেমধ্যে দেখা হয়। তবে স্কুলের অনুষ্ঠানে এসে একসঙ্গে সবাইকে কাছে পেয়ে খুব ভালো লেগেছে। পুরোনো দিনের হাজারও কথা উঠে এল।'

রোজ নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে। প্রাক্তন পড়ুয়া বিনয় নার্জিনারি ১৯৯৫ সালের পাশআউট। তাঁর ব্যাখ্যায়, 'নবীন প্রজন্মের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখে ভালো লাগল। স্কুলটিতে প্রথম থেকেই ছাত্রাবাস রয়েছে। সেখানে আমার সহপাঠীরাও থাকত। তাঁদের সঙ্গে হইহই করে অনুষ্ঠানের ক'দিন বেশ মজায় কাটল।' একই কথা আরেক প্রাক্তনী বিজয় শৈবর।

স্কুলের প্রাক্তনী চন্দ্রা নার্জিনারিও অনুষ্ঠানে এসেছিলেন। জানালেন, বহু বছর আগে ক্যাম্পাস ছাড়লেও স্কুল জীবনের স্মৃতি তাজা। শুধু প্ল্যাটিনাম জুবিলির অনুষ্ঠান নয়, সুযোগ পেলে বারবার ছুটে আসেন এখানে। পুনর্মিলন উৎসবে সহপাঠীদের সঙ্গে সময় কাটিয়ে সেই আগের আমেজ ফিরে পেলেন।

বুরহান ওয়ানির শেষ সঙ্গী সহ হত ৫

মৃত জঙ্গিদের অস্ত্রশস্ত্র বাজেয়াপ্ত করেছে সেনা। বৃহস্পতিবার কুলগামে।

শ্রীনগর, ১৯ ডিসেম্বর : জম্মু ও কাশ্মীরের কুলগামে নিরাপত্তা বাহিনীর অভিযানে পাঁচ জঙ্গির মৃত্যু হয়েছে। বৃহস্পতিবার ভোরে ওই জঙ্গিদমন অভিযানে মৃতদের মধ্যে রয়েছে হিজবুল-মুজাহিদিনের শীর্ষ কমান্ডার ফারুক ভাট ওরফে নলি। সে বুরহান ওয়ানির ঘনিষ্ঠ শেষ সঙ্গী ছিল। জম্মু ও কাশ্মীরে ‘মোস্ট ওয়ান্টেড’ তালিকায় ছিল এই জঙ্গি নেতা। তার মাথার দাম ছিল ১০ লক্ষ টাকা। ২০১৪ সাল থেকে সক্রিয় নালির মৃত্যু হিজবুলের কাছে বড় ধাক্কা। কাশ্মীর পুলিশ সূত্রের খবর, ফারুক কাশ্মীরে সবচেয়ে বেশি দিন ধরে গা-ঢাকা দিয়ে থাকা হিজবুল জঙ্গি। কুলগামের অভিযানে বৃহস্পতিবার ফারুক সহ আরও চার কাশ্মীরি জঙ্গির মৃত্যু হয়।

সংঘর্ষে দুই সেনা সদস্যও

কুলগামে সংঘর্ষ

আহত হন। বুধবার গভীর রাতে গোয়েন্দা সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে কুলগামের বেহিবাগ এলাকার কাদ্দার গ্রামে অভিযান চালানো হয়। অভিযান শুরু হওয়ার পর জঙ্গিরা গুলি চালায়। সেনাবাহিনী ও পুলিশের যৌথবাহিনী পালটা গুলি চালালে সংঘর্ষ শুরু হয়। বৃহস্পতিবার সকালের দিকে সংঘর্ষে ৫ জন জঙ্গি নিহত হয়।

ভারতীয় সেনাবাহিনীর চিনার কোর একটি পোস্টে জানিয়েছে, ‘১৯ ডিসেম্বর নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে কুলগামের কাদ্দার এলাকায় সেনা ও পুলিশের যৌথ অভিযানে জঙ্গিদের উপস্থিতি চিহ্নিত করা হয়। সন্দেহজনক গতিবিধি দেখে জঙ্গিদের চ্যালেঞ্জ করা হলে তারা বাহিনীকে নিশানা করে গুলি চালায়। আমাদের বাহিনী পালটা গুলি চালিয়ে তাদের নিষ্ক্রিয় করেছে।’

এর আগে ডিসেম্বর মাসের শুরুতে লস্কর-ই-তৈবার সঙ্গে যুক্ত এক জঙ্গি জুনেইদ আহমেদ ভাট ডাচিগ্রামে সংঘর্ষে নিহত হয়। সম্প্রতি জম্মু অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদী হামলার কারণে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক জাতীয় সুরক্ষা গার্ড (এনএসজি)-এর একটি বিশেষ দলকে জম্মুতে মোতায়েন করার নির্দেশ দিয়েছে। চলতি বছরে জম্মু অঞ্চলে সন্ত্রাসবাদী হামলা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে। এই হামলায় ৪৪ জন নিহত হয়েছেন, যার মধ্যে ১৮ জন নিরাপত্তাকর্মী, ১৪ জন সাধারণ নাগরিক এবং ১৩ জন জঙ্গি।

চুলের নয়া স্টাইলে নজর কাড়লেন ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১৯ ডিসেম্বর : প্রশাসক হিসেবে নজর কাড়লেও স্টাইল আইকন হিসেবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে জগৎজোড়া জনপ্রিয়তা রয়েছে, বিষয়টা এমন নয়। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের নতুন প্রেসিডেন্ট পদে শপথের একমাস আগে নিজের হেয়ারস্টাইলে খানিকটা নতুনত্বের ছোঁয়া এনেছেন তিনি। বুধবার ফ্লোরিডার ওয়েস্ট পাম বিচের ইন্টারন্যাশনাল গলফ ক্লাবে এসেছিলেন তিনি। নতুন কেশবিন্যাসে শোভিত ট্রাম্পের পরনে ছিল সাদা গলফ টি-শার্ট এবং কালো ট্রাউজার। হাতে ছিল লাল টুপি। পায়ে সাদা স্নিকার। সচরাচর তাঁকে এভাবে বড় একটা দেখা যায়নি। স্বাভাবিকভাবেই ট্রাম্পের ‘নয়া অবতার’ ভাইরাল।

আম্বেদকর বিতর্কে উত্তাল সংসদ

কংগ্রেস-জোড়াফুল ব্যবধান বাড়ছে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর : ইস্যু এক। তা নিয়ে কেন্দ্র ও বিজেপি-বিরোধী সুরেও খুব বেশি অমিল নেই। তবুও আম্বেদকর বিতর্কে কংগ্রেসের থেকে দূরত্ব বজায় রাখার সিদ্ধান্ত নিল তৃণমূল। বৃহস্পতিবার সংসদের মকরদ্বারের সামনে বিজেপি এবং কংগ্রেস সাংসদদের ধাক্কাধাক্কি ঘিরে রাজ্যসভা ও লোকসভা উত্তাল হলেও পুরো বিষয়টি থেকে নিজেদের দূরে রেখে পৃথকভাবে আম্বেদকর বিতর্কে সরব হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন দল।

তৃণমূলের এহেন অবস্থানের ফলে ইন্ডিয়া জোটের ফাটল আরও চওড়া হল বলেই মনে করা হচ্ছে। শুধু তৃণমূল নয়, আপ এবং সপা-ও কংগ্রেসের থেকে দূরে থেকে আম্বেদকর কাণ্ডে পৃথকভাবে সুর চড়িয়েছে। শুধু বাম, আরজেডি, ডিএমকে, জেএমএম, আইইউএমএলের মতো শরিকদের আম্বেদকর ইস্যুতে কংগ্রেসের পাশে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করতে দেখা গিয়েছে। এর আগে আদানি ইস্যুতেও সংসদ অচল করার বিষয়ে কংগ্রেসের থেকে ভিন্ন অবস্থান নিয়েছিল তৃণমূল।

সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার সকালে তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আম্বেদকর ইস্যুতে বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য দলীয় সাংসদদের নির্দেশ দেন। তারপরই তৃণমূল সাংসদরা সংসদ চত্বরে আম্বেদকর মূর্তির সামনে দফায় দফায় বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র পদত্যাগ দাবিতে স্লোগান দেন।

দুপুর দুটোর সময় ফের লোকসভার অধিবেশন শুরু হলে কংগ্রেস সাংসদরা আম্বেদকরের ছবি হাতে ওয়েলে নেমে বিক্ষোভ দেখান। কেউ কেউ স্পিকারের চেয়ারের দিকেও এগিয়ে যান। তখন কংগ্রেসের সঙ্গে সপাকে সুর মেলাতে দেখা গেলেও তৃণমূল সাংসদরা যথারীতি দূরত্ব বজায় রাখেন। পরে দুপুর দুটোর সময় লোকসভার অধিবেশন মুলতবি হওয়ার পর ফের সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল সাংসদরা আম্বেদকর মূর্তির সামনে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। অমিত শা-র বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে স্বাধিকারভঙ্গের নোটিশ এনেছেন দলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়েন।

ইন্ডিয়া জোটে থেকেও কেন এমন ভিন্ন অবস্থান, সেই সম্পর্কে তৃণমূল সূত্রে বলা হয়েছে, ‘ইন্ডিয়ার সঙ্গে আমরা একজোট। বিষয়ের সঙ্গে সহমত হলেও আমরা আলাদা পদক্ষেপ করব।’ কংগ্রেসকে বিরোধী পরিসরে একা লাঠি ঘোরাতে না দেওয়ার ব্যাপারে সপা, আপের মতো বিভিন্ন আঞ্চলিক দল তৃণমূলের সঙ্গে সহমত পোষণ করেছে বলে জানা গিয়েছে। তার ছাপ আদানির পর এবার আম্বেদকর বিতর্কেও পড়ল।

মহাকাশে সান্তা সুনীতা

ওয়াশিংটন ডিসি, ১৯ ডিসেম্বর: চুলে পাক ধরেছে। তবুও ঠোঁটের কোণে হাসি। ঘরসংসার থেকে অনেক দূরে তিনি। তবুও মুখ খুশিতে ভরা। মহাকাশে আসন্ন বড়দিনের মরশুমকে সান্তার পোশাকে আলিঙ্গন করছেন নাসার নভশ্চর সুনীতা উইলিয়ামস। নাসার মহাকাশ স্টেশন আইএসএস-এ দিব্য রয়েছেন তিনি। সান্তার টুপি তে দুর্দান্ত পোজ দিয়েছেন সুনীতা ও তাঁর সঙ্গী ডন পেটিট। দুই মহাকাশচারীর ছবি এক্স হ্যান্ডেলে শেয়ার করেছে নাসা। বড়দিনের উপহারের সঙ্গে অত্যাবশ্যক অনেককিছু তাঁদের জন্য পাঠানো হয়েছে স্পেস এক্স মহাকাশযানে। লাল টুপিতে চমৎকার দেখাচ্ছে সুনীতাকে। নাসা জানিয়েছে, পরিজনদের সঙ্গে ভিডিও কলে কথা বলার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁদের।

এখনও আতঙ্কে বেঁচে ফেরা যাত্রীরা

মুম্বই, ১৯ ডিসেম্বর : দুর্ঘটনার ২৪ ঘণ্টা পরেও বেঁচে যাওয়া যাত্রীদের আতঙ্ক কাটেনি।

মুম্বইয়ের গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়া থেকে এলিফ্যান্টা গুহায় যাওয়ার পথে বুধবার নৌবাহিনীর স্পিডবোটের সঙ্গে ধাক্কায় ডুবে যায় যাত্রীবাহী একটি ফেরি-লঞ্চ। ওই দুর্ঘটনায় ১৩ যাত্রী প্রাণ হারিয়েছেন। উদ্ধার করা হয়েছে ১০১ যাত্রীকে। অনেকে পরিজনদের হারিয়ে শোকে পাথর। কান্নায় ভেঙে পড়েছেন কেউ কেউ। দুর্ঘটনার ভয়াবহতা বিহ্বল করেছে উদ্ধারকর্মীদেও। শুরু হয়েছে দোষারোপের পালা।

নীলকমল নামে ডুবে যাওয়া লঞ্চের চালকের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ের কোলবা থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন এক যাত্রী। তাঁর দাবি, লঞ্চে চড়ার পর তাঁদের লাইফ জ্যাকেট দেওয়া হয়নি। যার জেরে ১৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। সূত্রের খবর, নৌবাহিনীর স্পিডবোটের চালকের বিরুদ্ধেও তদন্ত শুরু হয়েছে। গাজিপুরের বাসিন্দা গৌতম গুপ্ত নামে এক লঞ্চযাত্রী বলেন, ‘স্পিডবোটের ধাক্কায় ফেরি উলটে গেলে যাত্রীরা জলে পড়ে যান। কারও কাছে লাইফ জ্যাকেট ছিল না। উদ্ধারকাজ শুরু করতে ২০-২৫ মিনিট লেগে গিয়েছিল। ততক্ষণে জলে ডুবে আমার কাকিমার মৃত্যু হয়েছে।’

দীনেশ আদকানে নামে এক যাত্রীর দাবি, ডুবে যাওয়ার মুহূর্তে যাত্রীদের লাইফ জ্যাকেট পরতে বলা হয়েছিল। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়েছিল। যাত্রীরা লাইফ জ্যাকেট পরার আগেই লঞ্চটি ডুবে যায়। তাঁর কথায়, ‘লঞ্চটি ভর্তি ছিল। আমি কয়েকজনকে পড়ে যেতে দেখেছি। তাঁরা সাহায্যের জন্য চিৎকার করেছিলেন। তবে প্রায় আধঘণ্টা কেউ উদ্ধারের জন্য আসেননি। পরে কয়েকটি নৌকা এসে আমাদের উদ্ধার করে। দুর্ঘটনার সময় কেউ লাইফ জ্যাকেট

মুম্বইয়ে লঞ্চডুবি

পরেননি। ফেরিটি যখন ডুবতে শুরু করে তখন আমাদের লাইফ জ্যাকেট পরতে বলা হয়েছিল।’

বৈশালী আরখানে নামে এক যাত্রী বলেন, ‘পরিবারের ৭ জনকে নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম। বরাতজোরে প্রাণে বেঁচেছি।’ বৃহস্পতিবারও আতঙ্ক কাটেনি তাঁর। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ জানিয়েছেন, মৃতদের মধ্যে ১০ জন যাত্রী ও নৌবাহিনীর ৩ সদস্য রয়েছেন। মৃতদের পরিবার পিছু ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মৃতদের পরিবারবর্গের জন্য ২ লক্ষ টাকা করে সহায়তা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আহতদের জন্য ৫০ হাজার টাকা করে সাহায্যের কথা জানিয়েছেন তিনি।

হাতে হাত। বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ইউনূস পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে। কায়রোয় বৃহস্পতিবার।

ঢাকা-লাহোর বৈঠক কায়রোয়

‘বাংলাদেশ এখন নতুন পাকিস্তান’

কলকাতা ও ঢাকা, ১৯ ডিসেম্বর : রাতারাতি পালটে গিয়েছে বাংলাদেশ। বৃহস্পতিবার তা আরও স্পষ্ট হল। সাক্ষী থাকল কায়রো শহর।

বাংলাদেশের প্রধান উপদেষ্টা ইউনূস এদিন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের সঙ্গে কায়রোয় ডি-৮ সম্মেলনের ফাঁকে দেখা করেন। সেখানে পাক প্রধানমন্ত্রীকে ১৯৭১ সালের অমীমাংসিত সমস্যাগুলি মীমাংসা করার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। ইউনূসকে পাকিস্তান সফরে আসারও আমন্ত্রণ জানিয়েছেন শাহবাজ শরিফ।

বাংলাদেশের এহেন ভোলবদল নিয়ে এবার সুর চড়িয়েছেন ইসকনের প্রাক্তন সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণদাসের প্রবীণ আইনজীবী রবীন্দ্র ঘোষ। চিকিৎসা করাতে তিনি বর্তমানে ব্যারাকপুরে নিজের ছেলের বাড়িতে এসেছেন।

রবীন্দ্র বলেন, ‘ইউনূসের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ আর ১৯৭১ সালে জন্ম নেওয়া বাংলাদেশ এক নয়। এটা ৮ অগাস্ট ২০২৪ সালে জন্ম নেওয়া নতুন বাংলাদেশ। ইউনূসের সরকার দেশটাকে ধ্বংস করে দিতে চাইছে। তারা নতুন পাকিস্তান গড়তে চাইছে।’ রবীন্দ্রবাবুর সাফ কথা, ‘আমি কাপুরুষ নই। আমি বাংলাদেশ ছেড়ে পালাইনি। আমি আমার দেশে অবশ্যই ফিরব এবং চিন্ময় কৃষ্ণদাসের মুক্তির জন্য লড়াই জারি রাখব।’ রবীন্দ্রর মন্তব্য, ‘হাসিনা সরকারের পতনের পর দেশে কোনও আইনশৃঙ্খলা বলে কিছু নেই। ভারতের অবদান অনস্বীকার্য। কিন্তু মানুষ সেসব ভুলে গিয়েছে।’

বরাদ্দ বাড়ছে সেনায়

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর : ভারতীয় সেনার শক্তি বাড়াতে অন্তর্বর্তী বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির সুপারিশ করল প্রতিরক্ষা বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি। বর্তমান বরাদ্দ যথেষ্ট নয় বলে জানিয়ে কমিটি বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রস্তাব অনুমোদন করেছে। সংসদীয় কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়েছে, ‘প্রতিবেশীদের সামরিক খাতে ব্যয়বরাদ্দ বৃদ্ধির সঙ্গে আনুপাতিক ভারসাম্য রক্ষা করতেই এই পদক্ষেপের প্রয়োজন।’ বর্ধিত বরাদ্দ সেনার আধুনিকীকরণের জন্য ব্যবহৃত হবে। প্রতিরক্ষা বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটির চেয়ারম্যান রাধামোহন সিং জানিয়েছেন, বর্ধিত বাজেট বরাদ্দ প্রতিরক্ষায় ‘আত্মনির্ভরতা’ বাড়াতে অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর জোর দেবে। পাশাপাশি জরুরি প্রয়োজনে আমদানি করা হবে অস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম।

২০২৪-২৫’এ প্রতিরক্ষা খাতে বরাদ্দ বাড়িয়ে ৬ লক্ষ ২১ হাজার কোটি টাকা করেছিলেন অর্থমন্ত্রী।

৮০ হাজারের নীচে নামল সেনসেক্স

মুম্বই, ১৯ ডিসেম্বর : মার্কিন শীর্ষ ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভের রক্ষণাত্মক বার্তায় ফের ডুবল ভারতীয় শেয়ার বাজার। টানা পতনের হাত ধরে সেনসেক্স নামল ৮০ হাজারের নীচে। অন্যদিকে নিফটিও নেমে এসেছে ২৪ হাজারের নীচে।

লক্ষ্মীবারে দিনের শুরু থেকেই নিম্নমুখী ছিল দুই সূচক সেনসেক্স ও নিফটি। দিনের শেষে সেনসেক্স ৯৬৪.১৫ পয়েন্ট নেমে ৭৯২১৮.০৫ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। একইভাবে নিফটি ২৪৭.১৫ পয়েন্ট নেমে ২৩৯৫১.৭০ পয়েন্টে পৌঁছেছে। বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, মার্কিন শীর্ষ ব্যাংকের বার্তা, বিদেশি লগ্নি ভারত থেকে সরে যাওয়া, ডলারের তুলনায় রেকর্ড নীচে টাকার দাম ইত্যাদি কারণে নামছে শেয়ার বাজার। প্রত্যাশামতোই ফেডারেল রিজার্ভ ০.২৫ শতাংশ সুদের হার কমিয়েছে। তবে মার্কিন শীর্ষ ব্যংক জানিয়েছে, আগামী বছরে আরও ০.২৫ শতাংশ সুদের হার কমানো হতে পারে। আশা ছিল আগামী বছরে ০.৭৫ থেকে ১.০ শতাংশ পর্যন্ত এই হার কমানো হতে পারে। ফেডের এই বার্তায় ধাক্কা খেয়েছে বিশ্বের অন্যান্য দেশের শেয়ার বাজারও। অন্যদিকে ডিসেম্বরের শুরুতে ক্রেতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেও গত তিন দিনে ৮ হাজার কোটি টাকারও বেশি মূল্যের শেয়ার বিক্রি করেছে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি। যা শেয়ার বাজারের পতনে বড় ভূমিকা নিয়েছে। ডলারের তুলনায় টাকার মূল্য ৮৫ টাকা ৩০ পয়সায় নেমে যাওয়াও শেয়ার বাজারের পতনকে ত্বরান্বিত করেছে।

টাকার মূল্যে রেকর্ড পতন

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর : মার্কিন ডলারের তুলনায় ভারতীয় টাকার মূল্যে পতন অব্যাহত। বৃহস্পতিবার এক ডলারের মূল্য পৌঁছে যায় ৮৫ টাকা ৩০ পয়সায়। যা ইতিহাসে সর্বোচ্চ। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে ডোনাল্ড ট্রাম্প জয়ী হওয়ার পর থেকেই চাঙ্গা হয়েছে ডলার। সে দেশের শীর্ষ ব্যাংক প্রত্যাশা মতো সুদের হার কমানোয় আরও শক্তিশালী হয়েছে ডলার। সেই অভিঘাতে ক্রমশ দাম কমছে ভারতীয় মুদ্রা টাকার। এদেশ থেকে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি লগ্নি সরানোয় আরও দুর্বল হয়েছে টাকা।

অজানা রোগে মৃত ৮ শিশু

শ্রীনগর, ১৯ ডিসেম্বর : জম্মু ও কাশ্মীরের রাজৌরি জেলার বদহাল গ্রামে অজানা রোগে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৮। মৃতরা সকলে গ্রামের দুটি পরিবারের সন্তান। সোমবার জেলার ডেপুটি কমিশনার অভিষেক শর্মা বদহাল গ্রামের পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে যান। এক সরকারি মুখপাত্র জানিয়েছেন, ঘটনার প্রেক্ষিতে রাজৌরিতে একটি বায়োসেফটি লেভেল ও তিনটি ভ্রাম্যমাণ ল্যাবরেটরি পাঠানো হয়েছে। অসুস্থতার কারণ জানাতে বিশেষজ্ঞদের একটি কেন্দ্রীয় দলও পাঠানো হয়েছে ওই জেলায়।

নীতীশ-নাইডুকে চিঠি কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর : বিআর আম্বেদকরকে নিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা’র মন্তব্যের জেরে বিতর্কের পারদ ক্রমশ চড়ছে শাসক এবং বিরোধীদের মধ্যে। বিরোধী ইন্ডিয়া জোট নিজেদের যাবতীয় মতবিরোধ দূরে সরিয়ে এই ইস্যুতে একযোগে বিজেপিকে নিশানা করেছে। এই পরিস্থিতিতে আম্বেদকরকে কেন্দ্র করে এনডিএ-তে ফাটল তৈরির চেষ্টা শুরু হল ইন্ডিয়ার তরফে। বৃহস্পতিবার আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এবং অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুকে একটি চিঠি লিখে আম্বেদকর বিতর্কে তাঁদের মতামত তুলে ধরার পাশাপাশি বিজেপিকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার আর্জি

আম্বেদকর বিতর্ক

জানিয়েছেন। কেজরির বক্তব্য, ‘বিজেপি সংসদে বাবাসাহেবের অপমান করেছে। মানুষ মনে করে, যাঁরা বাবাসাহেবকে ভালোবাসেন, তাঁরা কখনও বিজেপিকে সমর্থন করতে পারেন না। আপনাদেরও এই ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করা উচিত।’

মদ্যপান কমানোর উপায় বেরোল গবেষণায়

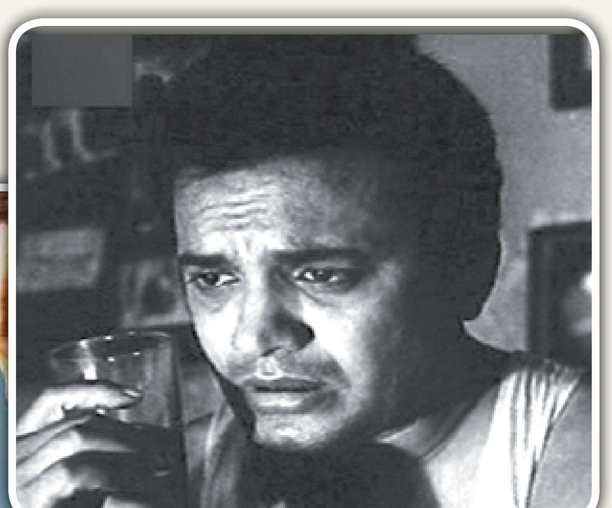

সিডনি, ১৯ ডিসেম্বর : কেউ বলেন, এমন বন্ধু আর কে আছে! কিন্তু বিজ্ঞানীরা বলছেন, এমন শত্রুও মানষের খুব বেশি নেই। নিশানায় একটিই পদ—মদ। এর প্রভাব সমাজে মারাত্মক। এহেন ক্ষতিকর নেশা থেকে মানুষকে বাঁচাতে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন সিডনির এক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা। মদ্যপান কমানোর জন্য এক নতুন পদ্ধতি তাঁরা জানিয়েছেন।

অস্ট্রেলীয় বিজ্ঞানীদের সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গিয়েছে, মদ্যপানের কারণে ক্যানসারের ঝুঁকি সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করার পাশাপাশি প্রতিদিন কতটা মদ্যপান করা হচ্ছে তা হিসাবে রাখার অভ্যাস তৈরি করলে অতিরিক্ত মদ্যপান কমানো অনেকটাই সহজ হয়। অর্থাৎ সুরারসিকরা যখন বুঝতে পারেন, মদ্যপান ক্যানসারের মতো গুরুতর রোগের কারণ হতে পারে তখন তাঁরা নিজেরাই মদ্যপানের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেন। এর ফলে তখন মদ্যপানের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়।

বিজ্ঞানীদের মতে, মদ পেটে পড়লে বেশ একটা আনন্দ হয় বটে। কিন্তু অতিরিক্ত মদ্যপান ক্যানসার ছাড়াও হৃদরোগ, হজমের সমস্যা, ডিমেনশিয়া এবং অকাল মৃত্যুর মতো স্বাস্থ্যঝুঁকির কারণ হয়।

গবেষণার প্রধান লেখক জর্জ ইনস্টিটিউট ফর গ্লোবাল হেলথের প্রফেসর সিমোন পেটিগ্রিউ বলেন, অস্ট্রেলিয়ায় মদ্যপান একটি বড় স্বাস্থ্য সমস্যা তৈরি করেছে। এর জেরে দুর্ঘটনা থেকে হতাহত হওয়ার সম্ভাবনার পাশাপাশি দীর্ঘস্থায়ী নানাবিধ রোগ, ক্যানসার এবং অকাল মৃত্যুর ঝুঁকি বেড়ে যাচ্ছে। শুধু অতিরিক্ত মদ্যপায়ীরাই নন, মাঝারি মাত্রার মদ্যপায়ীরাও বিভিন্ন ধরনের ক্যানসারের ঝুঁকিতে রয়েছেন।

পেটিগ্রিউয়ের কথায়, ‘মদ্যপানের ক্ষতিকর দিক নিয়ে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য সীমিত সম্পদ ব্যবহৃত হয়। তাই কোন ধরনের জ্ঞানের কথা মানুষকে বেশি প্রভাবিত করতে পারে, তা নির্ধারণ করাটা গুরুত্বপূর্ণ। অনেকেই জানেন না যে, মদ একটি কার্সিনোজেন বা ক্যানসার সৃষ্টিকারী পদার্থ। তবে শুধুমাত্র এটি জানানোই যথেষ্ট নয়, বরং ঝুঁকি কমানোর জন্য কীভাবে পদক্ষেপ করতে হবে তা-ও জানানো দরকার।’

সিডনির ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণায় তিনটি পর্যায়ে সমীক্ষা করা হয়। প্রথম সমীক্ষায় অংশ নেন ৭,৯৯৫ জন। তাঁদের মধ্যে ৪,৫৮৮ জন তিন সপ্তাহ পরে দ্বিতীয় সমীক্ষায় অংশ নেন। এরপর আরও তিন সপ্তাহ পরে ২,৬৮৭ জন অংশগ্রহণকারী অংশ নেন তৃতীয় তথা শেষ সমীক্ষায়।

গবেষণার ফলাফলে দেখা গিয়েছে, মদ্যপান এবং ক্যানসারের মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে সচেতনতা বাড়ানোর পাশাপাশি মদ্যপানের পরিমাণ সম্পর্কে খেয়াল রাখার অভ্যাস তৈরি করলে মদ্যপানের মাত্রা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়।

জমি বিবাদে নাক কাটা গেল পিসির

জয়পুর, ১৯ ডিসেম্বর : অনাত্মীয়া শূর্পণখার নাক কেটেছিলেন লক্ষ্মণ। কিন্তু সে তো নিছক কল্পকথা। বাস্তবে ভাইপোর হামলায় নাক কাটা গেল পিসির। রাজস্থানে জমি বিবাদের জেরে মহিলার নাক কাটলেন তরুণ। কাটা নাক নিয়ে হাসপাতালে ছুটলেন তিনি। চিকিৎসকরা নাক এবং ক্ষত অংশ দেখার পর জানিয়ে দেন, প্লাস্টিক সার্জারি ছাড়া নাকটি শরীরের সঙ্গে জোড়া সম্ভব নয়।

বছর ৪০-এর কুকি দেবী তাঁর মায়ের বাড়িতেই থাকেন। রাজস্থানের মোকনি জেলায় ভিটে এবং জমিজমা নিয়ে ভাইপোর সঙ্গে গোলমাল শুরু হয়। চলতি সপ্তাহের মঙ্গলবার বৌদিকে নিয়ে ওই জমি দেখতে যান কুকি দেবী। সেখানেই তর্কে জড়িয়ে পড়েন ভাইপো ওমপ্রকাশের সঙ্গে। অভিযোগ, এরপর ওই তরুণ ছুরি নিয়ে তাঁর ওপর চড়াও হন। কেটে দেন নাক।

‘লিভ-ইন ঠিক নয়’

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর : বিয়ে না করে একসঙ্গে থাকা বা লিভ-ইন সম্পর্কে বিশ্বাসী নন নীতিন গড়করি। সমলিঙ্গে বিবাহকেও তিনি সমর্থন করেন না। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেছেন, লিভ-ইন সম্পর্ক সামাজিক জীবনধারা নষ্ট করছে। সামাজিক নিয়মের বিরুদ্ধে এই জীবনশৈলী সামাজিক কাঠামোকে পতনের দিকে নিয়ে যাবে।

গড়করির প্রশ্ন, তরুণ-তরুণীরা বিয়ে না করলে সন্তান হবে কী করে? লিভ-ইন সম্পর্কে সন্তানদের ভবিষ্যৎ কী?

গড়করি জানিয়েছেন, আসল কথা হল মা-বাবা সন্তানকে ঠিকমতো পালন করছেন না। সন্তানদের বড় করতে তাঁদের দায়িত্ব রয়েছে। বিজেপি নেতা বিবাহবিচ্ছেদের বিরোধী নন। তাঁর কথায়, লিভ-ইন সম্পর্ক ভালো নয়।

তারাদের কথা

গোবিন্দার ছেলের জন্য ঘেমে আকুল বলিউড

গোবিন্দার ছেলের নায়িকা হওয়ার জন্য সারা দেশ থেকে প্রায় ১৪০০০ অডিশন জমা পড়েছে। বলিউডের স্বনামধন্য কাস্টিং ডিরেক্টর মুকেশ ছাবরার অবস্থাটা একবার ভাবুন। পরিচালক সাই রাজেশ এবং প্রযোজক মধু মান্টেনা ও আল্লু অরবিন্দের কাছে ঠিক কার ক্লিপিং পাঠাবেন তিনি, সেই নিয়ে মাথার চুল ছিঁড়তে হচ্ছে তাঁকে।

কিন্তু ব্যাপারটা কী, বুঝলেন না তো? আসলে যশোবর্ধন আহুজা, মানে গোবিন্দার ছেলে এবার সিনেমায় আসছেন। ২০২৫-এর গ্রীষ্মে তাঁর প্রথম ছবির শুটিং আরম্ভ হবে। ছবির নাম অবশ্য এখনও ঠিক হয়নি। তবে প্রযোজক এবং পরিচালক ভেবেছেন যে, যশের সঙ্গে একেবারে নতুন কোনও মুখ নিয়ে কাজ করবেন তাঁরা। মানে একদম টাটকা জুটি। সেই মতো অডিশন নেওয়ার কাজটা শুরু হয়েছিল। কিন্তু তার ফল যে এই দাঁড়াবে, সে কথা কে জানত!

সিনেমাটা যখন একটা প্রেম কাহিনি, তখন জুটিটাও জম্পেশ না হলে চলে? ব্যস, এবার জম্পেশ জুটি বানাতে গিয়ে পরিচালক সাই রাজেশেরও মাথায় হাত। বেচারা কাস্টিং ডিরেক্টর নিজে আর কজনকে দেখতে পারবেন?

তবে শুধু নায়িকা নন, এই ছবির গানগুলোও কিন্তু একেবারে এক্সক্লুসিভ আর অরিজিনাল হতে হবে। সে কাজটা এখনো শুরু হয়নি, তবে সেখানেও যে ভালোরকম ঘাম ঝরবে, তা বলাই বাহুল্য।

ড্রাগ মাফিয়া ভিকির সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল? কী বলছেন মমতা কুলকার্নি

মমতা কুলকার্নি। ৯০-এর দিভা এই গ্ল্যামারাস নায়িকা সম্প্রতি মুম্বাই এসেছেন। ড্রাগচক্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য তিনি ও তাঁর 'স্বামী' ভিকি গোস্বামী মুম্বাই পুলিশের নজরে পড়েন। ২০০৭ সালের ঘটনা। এই সময় অভিনেত্রী নাকি কেনিয়ায় ছিলেন। ২৫ বছর পর তিনি দেশে ফিরে বলেছেন, 'আমি অভিনয় করতে ভারতে আসিনি। বলিউডে নিজের কেরিয়ার নতুন করে শুরু করতেও চাই না। কুম্ভমেলার জন্য এসেছি। ২৫ বছর আগে এই কুম্ভমেলার জন্যই এসেছিলাম।' তিনি ড্রাগচক্র ও তাঁর 'সঙ্গী' ভিকির কথাও বলেছেন। তাঁর কথায়, 'আমি ড্রাগচক্রের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম না। হ্যাঁ, ভিকির সঙ্গে আমার সম্পর্ক ছিল। ১৯৯৬-তে ওর সঙ্গে আমার দেখা হয়। পরের বছর ওর জেল হয় ড্রাগ কেসে। ১২ বছর ওর জেল হয়। এই সময় ওর সঙ্গে আমার দেখাও হয়। কিন্তু তখন থেকে আমার মন আধ্যাত্মিক বিষয়ে আকৃষ্ট হয়। তারপর থেকে পূজা, জপতপ নিয়েই আছি।'

ওঁদের কি বিয়ে হয়েছিল? এই প্রশ্নের উত্তরে মমতা বলেন, 'আমি ১২ বছর ব্রহ্মচর্য পালন করেছি, পিঁয়াজ-রসুনও খাইনি। ভিকিকে ভালোবেসেছি, চিরকাল ভালোবাসব, কিন্তু আমাদের বিয়ে হয়নি। তারপর আট বছর কেটে গিয়েছে, সবকিছু শেষ হয়ে গিয়েছে।' ২০১২-তে ভিকি জেল থেকে বেরোলে মমতা বিয়ে, সংসার সবকিছু থেকে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন। তিনি বলেছেন, 'তবে, ও জেল থেকে বেরোনোর আগে আমি ভারতে ফিরব না বলেই সিদ্ধান্ত নিই। জেল থেকে বেরিয়ে ভিকি কেনিয়া চলে যায়, আমি দুবাই থেকে এলাহাবাদ ফিরি ১০ দিনের জন্য, তারপর আবার দুবাই চলে যাই। মাঝে মাঝে ভিকির সঙ্গে দেখা করতে কেনিয়া যেতাম। ওখানেও ও ড্রাগ ব্যবসার জন্য অভিযুক্ত হয়। আমি ওর সঙ্গে তখন থাকতাম না। ২০১৬-২০২৪ পর্যন্ত আমি নিজের জন্য তপস্যা করেছি। এখন ওর সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ নেই। শেষ ওর সঙ্গে আমার কথা হয় ২০১৬-তে।' ২০১৭-র জানুয়ারিতে, মমতা ও ভিকির নামে অজামিনযোগ্য ওয়ারেন্ট বার করে মুম্বাই পুলিশ। এখন তারা মমতাকে এই ড্রাগের ব্যবসার অভিযোগ থেকে ক্লিনচিট দিয়েছে। হঠাৎ দশ ছেড়েছিলেন, তাই তাঁকে পলাতক আখ্যা দিয়ে দেয় পুলিশ, বলেছেন মমতা।

বন্ধুত্বই আসল

বিচ্ছেদের পর বারবার সেলেবরা বলেন, বন্ধুত্বই আসল। দারুণভাবে আবার কথাটি প্রমাণ করলেন হৃতিক রোশন। ১০ বছর আগে হৃতিক ও সুসানে খানের বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যায়। ওঁরা এখন হৃদান ও রিহান খানের বাবা-মা। বিভিন্ন ইভেন্টে তাঁদের একসঙ্গে মাঝেমাঝেই দেখা যায়।

এবার দেখা গেল সুসানে খানের প্রেমিক আরসলান গনির জন্মদিনে। মঙ্গলবার, এই অনুষ্ঠানের ছবি শেয়ার করেছেন সুসানে, তাঁর সোশ্যাল মিডিয়ায়। সঙ্গে লিখেছেন, 'জীবনে আমি যা চাই, তা হল তুমি। শুভ জন্মদিন আমার প্রাণ, তুমি এ পৃথিবীতে আমাকে সবথেকে সুখী মানুষ বানিয়েছ।' আরসলান তাঁকে ধন্যবাদ দিয়েছেন। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে হৃতিকের পোস্ট। তিনি লিখেছেন, 'শুভ জন্মদিন।' সঙ্গে লাল হার্ট ইমোজি।

আরও অনেকেই সুসানের পোস্টে মন্তব্য করছেন। সুসানও হৃতিকের প্রেমিকা সাবা আজাদের জন্মদিনে শুভেচ্ছা জানিয়েছিলেন। এই চারজন ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন। সেই ছুটি কাটানোর মুহূর্তও ধরা পড়েছে একটি ছবিতে। ২০২৫-এ হৃতিক আসছেন অয়ন মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ছবি ওয়ার ২-তে। ছবির খলনায়ক জুনিয়ার এনটিআর। ২০২৫ সালটি হৃতিকের কেরিয়ারের সিলভার জুবিলি। ২০০০ সালে রাকেশ রোশনের কহোনা পেয়ার হ্যায় দিয়েই অভিনয় জীবন শুরু করেছিলেন তিনি।

অভিনেতা রাম আর ব্যক্তি রামে মিল থাকতে হবে

যিনি রাম হবেন, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনও রামের একেবারে বিপরীত মেরুতে হলে হবে না। একথা সাফ জানিয়ে দিলেন মুকেশ খান্না। নীতিশ তিওয়ারি তাঁর রামায়ণে রণবীর কাপুরকে রাম হিসেবে নিয়ে আসছেন। সাই পল্লবী হচ্ছেন সীতা। ২০২৬ সালের দিওয়ালিতে আসবে এই ছবি। তবে তার অনেক আগে থেকে এই রামায়ণ নিয়ে জোরদার আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। এই প্রসঙ্গে জিজ্ঞেস করতেই একটু বিব্রত হয়ে পড়েন মুকেশ খান্না। রণবীর কাপুর বা কাপুর পরিবারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক হয়তো ভালোই। সুতরাং বেশ একটু আমতা আমতা করে তিনি বলেন যে, রাম চরিত্রে যিনি অভিনয় করবেন, চান বা না চান, তাঁর সঙ্গে অরুণ গোভিলের তুলনা আসবেই। ভীষ্ম চরিত্রে কেউ কখনো অভিনয় করলে মুকেশ খান্নার সঙ্গে তুলনা আসবেই। কারণ তাঁরা একটা করে ট্রেন্ড তৈরি করে দিয়ে গেছেন।

অবশ্য রণবীরকে অযোগ্য বলছেন না তিনি। বরং তিনি মনে করছেন যে, কাপুর পরিবারের এই একমাত্র নায়ক নিশ্চয়ই রামের বিপরীতে দাঁড়িয়ে নেই। তাঁর সাম্প্রতিক ছবি 'অ্যানিমাল' ছবিতে যে নেগেটিভ চরিত্রে তিনি কাজ করেছেন, সেই নেগেটিভিটি তাঁর রাম চরিত্রে পড়বে না বলে আশা করছেন তিনি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০২৬-এর কালীপুজোয় রামায়ণের প্রথম পর্ব আনছেন পরিচালক নীতিশ তিওয়ারি। ২০২৭ সালের কালীপুজোয় আসছে দ্বিতীয় পর্ব।

একনজরে সেরা ৫

শাহিদ, তৃপ্তি একসঙ্গে

সাজিদ নাদিয়াদওয়ালা ও বিশাল ভরদ্বাজের মিলিত প্রচেষ্টায় ছবি। নায়ক শাহিদ কাপুর, নায়িকা তৃপ্তি দিমরি। ২০২৫ সালের ৬ জানুয়ারি শুটিং শুরু, ওই বছরেই ৬ ডিসেম্বর ছবি মুক্তির চেষ্টা হচ্ছে। ছবিটিতে নানা পাটেকর ও রণদীপ হুডাও আছেন। সাজিদের সিকান্দার, হাউসফুল ৫, বাগি ৪ আগামী বছর মুক্তি পাবে।

পুষ্পা ২, বেবি জন সংঘাত

বুধবার এসেছে বেবি জন। এদিকে পুষ্পা ২-এর পরিবেশক অনিল থাডানি হলগুলোকে বলেছেন চুক্তিমতো শুক্র থেকে পরের বৃহস্পতিবার পর্যন্ত দুটো ছবিকেই সমান শো দিতে হবে না। একথা লিখিতভাবে দিতে হবে, নাহলে পুষ্পা ২ ওই হলগুলি চালাতে পারবে না। সেক্ষেত্রে ২৭ ডিসেম্বরের আগে বেবি বেশি শো পাবে না। আলোচনা চলবে।

অজয়ের ছবি

অজয় দেবগণ ও রকুল প্রীত সিং অভিনীত ছবি দে দে পেয়ার দে ২-এর মুক্তি হচ্ছে ১৪ নভেম্বর, ২০২৫ সালে। দে দে পেয়ার দে-র এই সিক্যুয়েলে আছেন আর মাধবনও। পরিচালনায় অনশুল শর্মা। প্রথমটিতে তাব্বু ছিলেন, দ্বিতীয়তে তিনি নেই। দ্বিতীয়টিতে আরও কিছু পরিবর্তন হয়েছে। পাঞ্জাব, মুম্বাই, লন্ডনে শুটিং হবে।

রেসে সলমন, ভিকি

করণ জোহারের ধর্মা প্রোডাকশনে পরিচালক হিসবে আসছেন কবীর খান। একটি অ্যাকশন-থ্রিলারের চিত্রনাট্য লিখছেন তিনি। সলমন খান অথবা ভিকি কৌশল নায়ক হতে পারেন। প্রাথমিকভাবে দুজনেই ইচ্ছে প্রকাশ করেছেন চরিত্রটির জন্য, অপেক্ষা করছেন চূড়ান্ত চিত্রনাট্যের জন্য। আগামী বছরের শেষে শুটিং শুরু করতে চান তাঁরা।

চুল-রঙের মুখ

শর্বরী ওয়াঘ। গোদরেজের হেয়ার কালারের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হলেন। জাতীয় স্তরে কেশশিল্পীদের সম্মান দিল গোদরেজ প্রফেশনাল স্পটলাইট। তারই গ্র্যান্ড ফিনালেতে এই ঘোষণা করা হল। এদিন শো-স্টপার ছিলেন শর্বরী। তাঁর হাত ধরে ব্যবসা আরও বাড়বে বলে জানিয়েছে গোদরেজ। নতুন ভূমিকায় এসে শর্বরী বলেছেন, 'এ আমার কাছে বিরাট সম্মান'।

মল্লিকা, পূজাকে ইডির জিজ্ঞাসাবাদ

ম্যাজিকুইন নামের একটি পোর্টালের সঙ্গে যুক্ত থাকার অভিযোগে অভিনেত্রী মল্লিকা শেরাওয়াত ও টিভি অভিনেত্রী পূজা বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসাবাদ করল ইডি। এই পোর্টাল একটি বেটিং ওয়েবসাইট। এটি বেআইনিভাবে পুরুষদের টি ২০ ওয়ার্ল্ড কাপ ম্যাচ ব্রডকাস্ট করেছিল। ইডি এই ঘটনার তদন্ত করছে। গত দু সপ্তাহে এই সংস্থা দিল্লি, মুম্বাই, পুনে-তে নতুন করে তল্লাশি করেছে। অভিনেত্রীরা এই পোর্টালের প্রচারের মুখ। তাই তাঁদের প্রশ্ন করার ছিল। ইডি বলেছিল, ই-মেল করে বা সশরীরে উপস্থিত হয়ে তাঁরা উত্তর দিতে পারেন। সেইমতো আমেদাবাদে গত সপ্তাহে ইডি-র অফিসে ই-মেল পাঠিয়ে এবং দায়িত্ব সচেতন প্রতিনিধি পাঠিয়ে মালাইকা ইডির প্রশ্নের উত্তর দেন। অন্যদিকে পূজা ইডির অফিসে এসে তাদের প্রশ্নের উত্তর দেন, সেসব রেকর্ডও করা হয়। এইসব প্রশ্ন প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং ল-এর অধীনে করা হয়। মালাইকাকে ভিকি বিদ্যা কা উহোহওয়ালা ভিডিও-তে দেখা গিয়েছে, পূজা কসৌটি জিন্দগি কে-তে কাজ করেছেন।

ইডিয়ট, মুন্নাভাই-এর সিক্যুয়েল

বলেছেন ছবির পরিচালক ও প্রযোজক বিধু বিনোদ চোপড়া। সম্প্রতি ১২ ফেল-এর দারুণ সাফল্যের পর ছবির বিহাইন্ড দ্য সিন 'জিরো সে স্টার্ট' প্রকাশ করেন। একটি সর্বভারতীয় হিন্দি পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দেবার সময় তিনি জানিয়েছেন, থ্রি ইডিয়টস এবং মুন্নাভাই এমবিবিএস ৩-এর প্রস্তুতি চলছে। তিনি বলেছেন, 'আমি ২ ইডিয়টস এবং মুন্নাভাই এমবিবিএস ৩-এর চিত্রনাট্য লিখছি। এছাড়া আমি বাচ্চাদের জন্য একটা ছবি করতে চাই। ছবির নাম ঠিক হয়নি। আমি একটি হরর কমেডিও লিখছি। এটা বেশ ইন্টারেস্টিং। আমি ১-২ বছর ধরে লিখব, তারপর ছবির শুটিংয়ের কথা ভাবব। তবে মনে হয়, ২ ইডিয়টস আর মুন্নাভাই এমবিবিএস-এর কাজই আগে শুরু হবে।' এই দুটি ছবি করতে এত দেরি হল কেন, এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তিনি বলেন, 'আমি এই দুটো ছবির ২-৩টি সিক্যুয়েল বানিয়ে নিতে পারতাম, অনেক টাকাও হত। বাড়ি-গাড়িও হত। কিন্তু ছবিগুলো যদি ভালো না হত, তাহলে ছবি নিয়ে কথা বলাটা আমার কাছে উপভোগ্য হত না। সব সময়েই মনে হত, আমি আমার ভাবনাচিন্তা, ধ্যানধারণার সঙ্গে সমঝোতা করে ছবিগুলো বানিয়েছি শুধু টাকা রোজগারের জন্য। আমি দর্শকদের জন্য ভালো করে ছবিগুলো করতে চাই।'

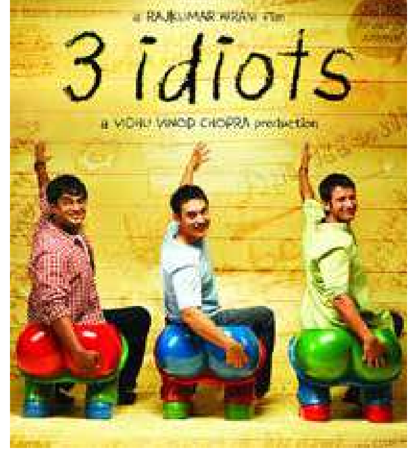

‘বাবার মন্তব্যকে গুরুত্ব দেবেন না’

আচমকা অবসর নিয়ে অনুশোচনা নেই অশ্বীনের

চেন্নাই বিমানবন্দরে নামার পর রবিচন্দ্রন অশ্বীন।

চেন্নাই, ১৯ ডিসেম্বর : তিনি দেশে ফিরে এসেছেন। কিন্তু তাঁর আচমকা আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়ে চমকের ঘোর কাটেনি ক্রিকেট দুনিয়ায়।

রবিচন্দ্রন অশ্বীন আচমকা কেন এমন সিদ্ধান্ত নিলেন, সিরিজ শেষে কি তিনি অবসরের সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না, তাঁকে কি বাধ্য করা হল অবসরের জন্য? অশ্বীনের সিদ্ধান্ত নিয়ে ধোঁয়াশা ও জল্পনার শেষ নেই।

এমন অবস্থায় আজ সদ্য প্রাক্তনদের তালিকায় ঢুকে পড়া অশ্বীনের বাবা রবিচন্দ্রন ‘বোমা’ ফাটিয়েছেন। বিস্তর ‘অপমান’ নিয়ে অশ্বীন ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন বলে মন্তব্য করেছেন তিনি। প্রথম একাদশে সুযোগ না পাওয়ার যন্ত্রণা থেকেই এমন সিদ্ধান্ত অশ্বীন নিয়েছেন বলে তাঁর দাবি। যদিও তাঁর বাবার মন্তব্য সামনে আসার পর অস্বস্তিতে পড়ে সমাজমাধ্যমে অশ্বীন সবাইকে অনুরোধ করেছেন, বাবার মন্তব্যকে গুরুত্ব না দেওয়ার জন্য। অশ্বীন বলেছেন, ‘আমার বাবা হয়তো সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার জন্য ততটা প্রশিক্ষিত নয়। ওঁর মন্তব্যকে গুরুত্ব দেবেন না। একা ছেড়ে দিন আমার বাবাকে।’

অশ্বীনের এমন অনুরোধে বাস্তবে কতটা কাজ হয়েছে, স্পষ্ট নয়। কিন্তু একইসঙ্গে আজ ব্রিসবেন থেকে চেন্নাই ফিরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অশ্বীন জানিয়েছেন, অবসর নিয়ে তাঁর

বিমানবন্দরে স্নেহচুম্বনে অশ্বীনকে স্বাগত জানালেন তাঁর বাবা।

মনের মধ্যে কোনও অনুশোচনা নেই। চেন্নাই বিমানবন্দরে অশ্বীনের জন্য আজ তাঁর পরিবারের সদস্যদের পাশে সংবাদমাধ্যম ও সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। সেখানেই অশ্বীন আবেগে ভেসে বলেছেন, ‘বিমানবন্দরে এত মানুষ আমায় স্বাগত জানানোর জন্য হাজির হতে পারেন, ভাবতে পারিনি। আপনারা সবাই আমার আজকের দিনটা অন্যরকম করে দিয়েছেন। সবে নিজের শহরে ফিরলাম। আপাতত পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে চাই। একটু রিল্যাক্স করতে চাই।’ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেও ঘরোয়া ক্লাব ক্রিকেটের পাশে আইপিএলে খেলা চালিয়ে যাওয়ার কথা গতকালই জানিয়েছিলেন অশ্বীন। আজও তিনি সেই একই স্টান্স বজায় রেখে বলেছেন, ‘বহু বছর ধরে ক্রিকেট খেলছি। ২০১১ সালে যখন আমরা মুম্বইয়ে বিশ্বকাপ জিতেছিলাম, আজ সেই দিনটার কথা মনে পড়ছে। আপাতত স্থানীয় ক্রিকেটের পাশে আইপিএলেও খেলা চালিয়ে যাব। দেখা যাক কতদিন ক্রিকেট চালিয়ে যেতে পারি।’

বাড়ি ফেরার জন্য গাড়িতে লাগেজ তুলছেন অশ্বীন।

অশ্বীন আর কতদিন ক্রিকেটটা চালিয়ে যেতে পারবেন, কতদিন তাঁর ফিটনেস ঠিক থাকবে- সময় তার জবাব দেবে। তার আগে অস্ট্রেলিয়া থেকে দেশে ফিরে আজ অশ্বীন বলেছেন, ‘আপাতত জাতীয় দলের হয়ে আমার কাজ শেষ। অবসর নিয়ে কোনও অনুশোচনা নেই আমার। ক্রিকেট জীবনে বহু ঘটনার সাক্ষী আমি। সাধারণত ঘুমোতে যাওয়ার সময় মাথায় অনেক বিষয় ঘোরে। যেমন উইকেট নেওয়া বা রান করা। শেষ কিছুদিন ধরে এই অনুভূতিটা আসছিল না আমার। তখনই বুঝে গিয়েছিলাম, এবার অবসরের সময় আসছে।’ দীর্ঘ কেরিয়ারে অশ্বীন বহু সাফল্য পেয়েছেন। কিন্তু কখনও জাতীয় দলের নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ আসেনি। এব্যাপারেও কোনও আক্ষেপ নেই তাঁর। প্রাক্তন ভারতীয় অফস্পিনারের কথায়, ‘এখন এসব নিয়ে ভেবে লাভ নেই। জাতীয় দলের ক্রিকেটার হিসেবে কাজ শেষ আমার। কোনও আক্ষেপ বা অনুশোচনা নিয়ে অবসর নিইনি। কোনও অনুশোচনা নিয়েও বাকি জীবনটা কাটাতে চাই না আমি।’

হাইব্রিড মডেলেই সায় আইসিসি-র

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : পাকিস্তান বোল্ড ইন্ডিয়া!

জল্পনার অবসান। বিস্তর আলোচনার পর আজ ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা আইসিসি ঘোষণা করে দিল, আগামী ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে নির্ধারিত থাকা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হবে হাইব্রিড মডেলেই। আয়োজক দেশ হিসেবে পাকিস্তান খেলবে তাদের ঘরের মাঠেই। কিন্তু রোহিত শর্মার টিম ইন্ডিয়ার ম্যাচ হবে নিরপেক্ষ কেন্দ্রে। সম্ভবত দুবাইয়ে। এখানেই শেষ নয়, আজ দুবাইয়ে আইসিসি-র বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়েছে, ২০২৭ সাল পর্যন্ত যত আইসিসি প্রতিযোগিতা রয়েছে, তার সবগুলিতেই পাকিস্তান ভারতের মাটিতে খেলতে হাজির হবে না। আর ভারতীয় দলের পাকিস্তানে যাওয়ার প্রশ্নই নেই।

হাইব্রিড মডেলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি হলে পাকিস্তান তা মানবে না বলে আগে জানিয়েছিল। কিন্তু বদলে যাওয়া পরিস্থিতিতে মহসিন নাকভিদের দাবি ধোপে টিকল না। পিছু হটতে হল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডকে। বাস্তবে হাইব্রিড মডেল ছাড়া চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজনের

> পাকিস্তান যদি হাইব্রিড মডেল মেনে না নিত, তাহলে ওদের বাদ দিয়েই প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্যও তৈরি ছিল ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা। পাকিস্তান সেটা বুঝে যাওয়ার পরই হাইব্রিড মডেল মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে।
>
> **আইসিসি-র কর্তা**

বিকল্প কোনও রাস্তা ছিল না। তাই বাধ্য হয়ে আজ ভারতের শর্তে রাজি হতে হল পাকিস্তানকে। ইমরান খানের দেশের তরফে আগামী তিন বছর আইসিসি প্রতিযোগিতার আসরে ভারতে খেলতে না যাওয়ার সিদ্ধান্তকে ‘জয়’ হিসেবে দেখা হচ্ছে। আইসিসি-র এক প্রতিনিধি নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেছেন, ‘পাকিস্তান যদি হাইব্রিড মডেল মেনে না নিত, তাহলে ওদের বাদ দিয়েই প্রতিযোগিতা আয়োজনের জন্যও তৈরি ছিল ক্রিকেটের নিয়ামক সংস্থা। পাকিস্তান

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি

সেটা বুঝে যাওয়ার পরই হাইব্রিড মডেল মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে।’ এদিকে, হাইব্রিড মডেলে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে দীর্ঘ টালবাহানার কারণেই প্রতিযোগিতার সূচি এখনও প্রকাশিত হয়নি। জানা গিয়েছে, আগামী দুই-তিনদিনের মধ্যেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সূচি সামনে আসবে। বড় অঘটন না হলে দুবাইয়ে আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি ভারত-পাক মহারণ হতে চলেছে।

ঝোড়ো অর্ধশতরানের পথে রিচা ঘোষ। বৃহস্পতিবার।

রিচার বিশ্বরেকর্ডে সিরিজ স্মৃতিদের

মুম্বই, ১৯ ডিসেম্বর : বিস্ফোরক ফিনিশার হিসেবে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটে সুনাম রয়েছেন শিলিগুড়ির উইকেটকিপার-ব্যাটার রিচা ঘোষের। বৃহস্পতিবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তৃতীয় টি২০-তে তো তিনি বিশ্বরেকর্ডেই ভাগ বসালেন। ১৮ বলে ৫০-এর গণ্ডি টপকে টি২০ আন্তর্জাতিকে যুগ্মভাবে দ্রুততম অর্ধশতরানের মালকিন হয়ে গেলেন রিচা (২১ বলে অপরাজিত ৫৪)। এর আগে রিচার সমান বল খেলে অর্ধশতরান করেছিলেন নিউজিল্যান্ডের সোফি ডিভাইন ও অস্ট্রেলিয়ার ফোবি লিচফিল্ড। রিচার তাণ্ডবে ভর করেই ক্যারিবিয়ানদের ৬০ রানে হারিয়ে তিন ম্যাচের সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জিতল ভারত।

গত ম্যাচেও রিচার ব্যাট থেকে কার্যকরী ইনিংস এসেছিল। তবে অর্ধশতরানে তাঁর জন্য মঞ্চ সাজিয়ে দিয়েছিলেন স্টপগ্যাপ অধিনায়ক স্মৃতি মান্ধানা। এদিনও স্মৃতি-রিচার কম্বিনেশন ক্লিক করে যায়। জেমিমা রডরিগেজকে (৩৯) নিয়ে ভারতের বড় রানের ভিত গড়ে দেন স্মৃতি (৪৭ বলে ৭৭)। যার উপর দাঁড়িয়ে রীতিমতো তাণ্ডব চালালেন রিচা। ইনিংসের ৩২ বল বাকি থাকতে মাঠে নামেন তিনি। রিচা খাতাই খোলেন দিয়ান্দ্রা ডোটিনকে ছয়, চার মেরে। বাকি সময়টাতে গ্রাউন্ড শটের বদলে মাঠের বাইরেই বল ফেলতে বেশি আগ্রহী ছিলেন রিচা। ৩টি চার ও ৫টি বিরাট ছক্কায় সাজানো ইনিংস সেটার প্রমাণ। রিচার তাণ্ডবে ভারত ২১৭/৪ স্কোরে পৌঁছে যায়। যা মহিলাদের টি২০ আন্তর্জাতিকে ভারতের সর্বাধিক রান।

রানতাড়ায় নেমে রাধা যাদবের (২৯/৪) স্পিন সামলাতে পারেনি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তারা ১৫৭/৯ স্কোরে আটকে যায়।

অনুশীলনে মুকেশ, প্রথম ম্যাচে নেই সামি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : তাঁকে নিয়ে জল্পনার শেষ নেই। তাঁর ফিটনেস নিয়ে রোজই চলছে চর্চা।

ব্রিসবেন টেস্ট ড্র হয়ে যাওয়ার পর গতকাল ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মা সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছিলেন, মহম্মদ সামিকে নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে চায় না ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট। সামির ফিটনেস সংক্রান্ত সমস্যা এখনও রয়েছে। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে অংশ নেওয়ার জন্য সামি যে অস্ট্রেলিয়ায় যাচ্ছেন না, গতকাল রোহিতের প্রতিক্রিয়াতেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

আজ সামনে এসেছে আরও চমকপ্রদ তথ্য। জানা গিয়েছে, সামি এখনও বেঙ্গালুরুর জাতীয়

বিজয় হাজারে ট্রফি

> সামিকে প্রথম ম্যাচে পাওয়ার সম্ভাবনা কম। ও এখনও হায়দরাবাদে হাজির হয়নি। বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রয়েছে। জানি না কবে হায়দরাবাদ আসবে ও।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতেই রয়েছেন। বিজয় হাজারে ট্রফি খেলার জন্য হায়দরাবাদে বাংলা শিবিরে যোগ দেননি তিনি। উপ্পলের রাজীব গান্ধি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আজ সকালে ঘণ্টা তিনেক অনুশীলন করেছে বাংলা দল। পাটনা থেকে গতকাল রাতেই হায়দরাবাদ পৌঁছে বাংলার ক্রিকেট সংসারে ঢুকে পড়েছেন মুকেশ কুমার। আজ বাংলার নেটে প্রায় চল্লিশ মিনিট টানা বোলিংও করেছেন তিনি। কিন্তু সামি নিয়ে তৈরি হয়েছে নয়া ধোঁয়াশা। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বিকেলের দিকে বলছিলেন, ‘সামিকে প্রথম ম্যাচে পাওয়ার সম্ভাবনা কম। ও এখনও হায়দরাবাদে হাজির হয়নি। বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতে রয়েছে। জানি না কবে হায়দরাবাদ আসবে ও।’ উল্লেখ্য, শনিবার দিল্লির বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে বিজয় হাজারে ট্রফির অভিযান শুরু করছে বাংলা।

মেলবোর্নে ভারত, বিতর্কে বিরাট

মেলবোর্ন, ১৯ ডিসেম্বর : কাঁটে কা টক্কর!

সিরিজের ফল আপাতত ১-১। ব্রিসবেন টেস্টে চরম বেকায়দায় পড়ার পরও বৃষ্টির সুবাদে মানরক্ষা হয়েছে টিম ইন্ডিয়ার। চলতি বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির তিন নম্বর টেস্ট শুরু হবে আগামী ২৬ ডিসেম্বর।

মেলবোর্নে বক্সিং ডে টেস্টের লক্ষ্যে আজই ব্রিসবেন থেকে মেলবোর্নে পৌঁছে গেল টিম ইন্ডিয়া। পৌঁছাল বিরাট বিতর্ক সঙ্গী করে। সৌজন্যে বিরাট কোহলি। আজ মেলবোর্ন বিমানবন্দরে পা রাখার পর ভারতীয় ক্রিকেটাররা দেখেন তাঁদের ছবি তোলার জন্য সেখানকার চিত্র সাংবাদিকরা হাজির হয়েছেন। বিমানবন্দর থেকে একে একে ক্রিকেটারদের বেরিয়ে আসার ছবি তোলার সময়ই ঘটে যায় বিপত্তি।

প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক কোহলির সঙ্গে রয়েছে তাঁর পরিবার। স্ত্রী অনুষ্কা শর্মা যখন তাঁদের দুই সন্তান ভামিকা ও অকায়কে সঙ্গে নিয়ে বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন অজি চিত্র সাংবাদিকরা তাঁদের ছবি তোলেন। যা দেখে

চিত্র সাংবাদিকরা মেলবোর্ন বিমানবন্দরে বিরাট কোহলির সন্তানদের ছবি তুলতে চেয়েছিলেন। যা দেখে ক্ষোভ প্রকাশ করেন কোহলি।

চিত্র সাংবাদিকদের ছবি না তোলার অনুরোধ করেন কোহলি। প্রাক্তন ভারত অধিনায়কের অনুরোধ শুনতে রাজি হননি তাঁরা। ফলে বিরাটের সঙ্গে তর্কাতর্কি শুরু হয়ে যায় অজি চিত্র সাংবাদিকদের। পরে টিম ইন্ডিয়ার কয়েকজন সাপোর্ট স্টাফ ও স্থানীয় পুলিশের হস্তক্ষেপে অজি চিত্র সাংবাদিকরা বিরাট-অনুষ্কার পুত্র-কন্যার ছবি ডিলিট করেন। ততক্ষণে কোহলি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন।

বিরাটের এই ক্ষোভ এমসিজি-তে প্যাট কামিন্সদের উপর রানের বন্যা হিসেবে হাজির হয় কি না, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে এমন ঘটনা হজম করতে পারেননি কোহলি সহ ভারতীয় দলের বাকিরাও। কন্যা ভামিকা ও পুত্র অকায়ের ছবি এখনও সমাজমাধ্যমে দেননি বিরাট-অনুষ্কা। এটা তাঁদের একান্ত ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। অজি চিত্র সাংবাদিকরা সেব্যাপারে অবহিত ছিলেন কি না, কারও কাছেই স্পষ্ট নয়। কিন্তু ঘটনার অভিঘাতে রীতিমতো ক্ষোভ তৈরি হয়েছে টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে। এই ক্ষোভ মিটতে পারে এমসিজিতে টিম ইন্ডিয়ার পারফরমেন্সের মাধ্যমেই।

আগামীকাল থেকে মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে অনুশীলন রয়েছে ভারতীয় দলের। সেই অনুশীলনের আসর থেকেই বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির বাকি থাকা দুই টেস্টের চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু করতে চলেছে টিম ইন্ডিয়া। বাকি থাকা জোড়া টেস্টে জিততে পারলে বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে ছাড়পত্র মিলতে পারে রোহিত শর্মার ভারতের। তার আগে গাব্বায় ড্র টেস্ট থেকে জসপ্রীত বুমরাহ-আকাশ দীপের ব্যাটে ফলোঅন বাঁচানোর আত্মবিশ্বাসের পাশে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংসে টিম ইন্ডিয়ার বোলারদের দাপট রোহিত শর্মাদের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে। ছন্দে ফেরার সেই আত্মবিশ্বাস এমসিজি-তে বক্সিং ডে টেস্টে কীভাবে কাজে লাগাতে পারেন রোহিত-বিরাটরা, সেটাই এখন দেখার।

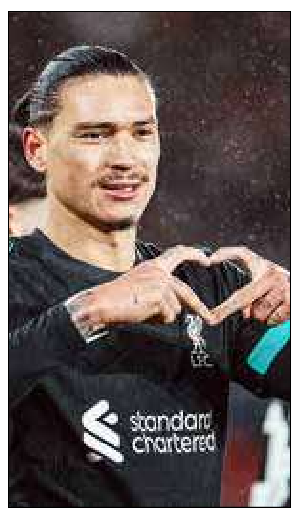

গোলের পর লিভারপুলের ডারউইন নুনেজ।

শেষ চারে আর্সেনাল, লিভারপুল

লন্ডন, ১৯ ডিসেম্বর : কারাবাও কাপের শেষ চারে উঠল আর্সেনাল। কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৩-২ গোলে হারিয়েছে ক্রিস্টাল প্যালেসকে। গানার্সদের হয়ে হ্যাটট্রিক করেন ব্রাজিলিয়ান তারকা গ্যাব্রিয়েল জেসুস। ক্রিস্টালের হয়ে গোল করেন ফিলিপ মাটেটা ও এডি এনকেইটা। পাশাপাশি অপর কোয়ার্টার ফাইনালে লিভারপুল ২-১ গোলে হারিয়েছে সাদাম্পটনকে। অল রেডসের হয়ে গোল দুটি করেন ডারউইন নুনেজ ও হার্ভে এলিয়ট। সাদাম্পটনের হয়ে একমাত্র গোলটি করেন ক্যামেরন আর্চার।

ওয়াংখেড়ের ৫০ পূর্তি উদযাপন

মুম্বই, ১৯ ডিসেম্বর : ১৯৭৪ সালে তৈরি হওয়া ঐতিহাসিক ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান আয়োজন করতে চলেছে মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন। যা শুরু হবে আগামী বছরের ১২ জানুয়ারি থেকে। চলবে ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত। অনুষ্ঠানে অংশ নেবেন আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ক্রিকেটের একাধিক নক্ষত্র। এমসিএ’র সভাপতি অজিঙ্কা নায়েক বলেছেন, ‘ওয়াংখেড়ে জাতির গর্ব। অসংখ্য ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী। সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ওয়াংখেড়ের এই সফর উদযাপন করা হবে।’ অনলাইনে টিকিট কেটে ক্রিকেট ভক্তরা ১৯ তারিখের অনুষ্ঠানের সাক্ষী হতে পারবেন।

অশ্বীনের সম্মান প্রাপ্য ছিল, বলছেন কপিল

নয়াদিল্লি, ১৯ ডিসেম্বর : গাব্বায় ফয়সালাহীন টেস্টের সবথেকে চর্চিত বিষয় এখন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। টেস্টের পরই সাংবাদিক সম্মেলনে এসে বোমা ফাটান ভারতীয় অফস্পিনার। তারপর ড্রেসিংরুমে ছোট্ট বিদায়ি বার্তার পর বুধবারই উঠে পড়েন চেন্নাইগামী বিমানে। অশ্বীনের অবসরের সিদ্ধান্তের পরই শুরু হয় বিতর্ক। প্রাক্তনদের মধ্যে কেউ বলছেন অশ্বীনের অন্তত ফেয়ারওয়েল ম্যাচ প্রাপ্য ছিল। কারও আবার মত সিরিজ শেষেই অবসর নিতে পারতেন অশ্বীন। কারণ, মেলবোর্ন ও সিডনিতে শেষ দুই টেস্টে অপেক্ষাকৃত স্পিন সহায়ক উইকেটে অশ্বীনকে প্রয়োজন হতই। প্রাক্তন বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন অধিনায়ক কপিল দেব জানিয়েছেন, তিনি অধিনায়ক হলে ব্যাপারটা অন্যরকম হত। অশ্বীনকে সিরিজ শেষপর্যন্ত অপেক্ষায় রাজি করাতেন তিনি। কপিল বলেছেন, ‘আমি যদি অধিনায়ক হতাম ওকে এভাবে যেতে দিতাম না। ওর আরও সম্মান প্রাপ্য ছিল।’

এই বিতর্কের মধ্যে মুখ খুলেছেন পাকিস্তানের প্রাক্তন ক্রিকেটার বাসিত আলি। তিনি টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক বিরাট কোহলির প্রসঙ্গ তুলে এনেছেন। তাঁর মন্তব্য, ‘আমি নিশ্চিত কোহলি অধিনায়ক হলে অশ্বীনকে অবসর নিতে দিত না। ওকে নিশ্চয়ই বলত দুই ম্যাচ পরে অবসর নিও। কারণ, সিডনিতে ওকে লাগত।’

এদিকে, জসপ্রীত বুমরাহর মধ্যে ডানহাতি ওয়াসিম আক্রামকে খুঁজে পাচ্ছেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক জাস্টিন ল্যাঙ্গার। বলেছেন, ‘আমি এখন ক্রিকেট খেললে কখনই বুমরাহর মুখোমুখি হতে চাইতাম না। ওয়াসিম আক্রামের ডানহাতি সংস্করণ হল বুমরাহ। আমাকে অনেকবারই জিজ্ঞাসা করা হয়, কোন বোলারকে খেলতে আমার সবচেয়ে সমস্যা হয়েছিল। আমি বরবারই আক্রামের নাম বলেছি। এখন খেললে বুমরাহর নাম বলতাম। বুমরাহ কমপ্লিট প্যাকেজ। পেস, বাউন্স, ইয়র্কার দেওয়ার ক্ষমতা সব রয়েছে ওর হাতে।’

জোশের না থাকা দায়িত্ব বাড়াবে : কামিন্স

বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি থেকে ছিটকে গিয়ে হতাশ হ্যাজেলউড

মেলবোর্নেও প্যাট কামিন্সকে নিয়ে সতর্ক থাকতে হবে ভারতীয় দলকে।

মেলবোর্ন, ১৯ ডিসেম্বর : কাফ মাসলে চোটের জন্য চলতি বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে আর দেখা যাবে না জোশ হ্যাজেলউডকে। ফলে অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক প্যাট কামিন্স জানেন, মেলবোর্ন ও সিডনিতে মিচেল স্টার্ক এবং তাঁকে বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে। কামিন্সের আশা, সিরিজের বাকি দুই টেস্টেও স্টার্কের সঙ্গে অজি পেস অ্যাটাককে নেতৃত্ব দিতে পারবেন।

২৬ ডিসেম্বর থেকে সিরিজের চতুর্থ টেস্ট শুরু হবে। বক্সিং ডে টেস্টের প্রস্তুতি শুরুর আগে কামিন্স বলেছেন, ‘কোনও কিছুই নিশ্চিত নয়। তবে এখনও পর্যন্ত আমি ও স্টার্ক ১০০ শতাংশ ফিট আছি। আশা করছি, সিরিজের বাকি দুই টেস্টেও আমাদের বোলিং করতে কোনও সমস্যা হবে না। অ্যাডিলেড টেস্টের পর দিন সাতেকের বিশ্রাম পেয়েছিলাম। তাই ব্রিসবেনে কোনও সমস্যা হয়নি। গাব্বায় টেস্টের মাঝে একাধিকবার বৃষ্টির বিরতি আখেরে আমাদের তরতাজা থাকতে সাহায্য করেছে।’ চলতি সিরিজের জোড়া ম্যাচে জয় না পেলে ডব্লিউটিসি-র ফাইনালে জায়গা নিশ্চিত করার জন্য শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে দুই টেস্টের অ্যাওয়ে সিরিজে অন্তত একটি ম্যাচ অজিদের জিততেই হবে। গলে প্রথম টেস্ট শুরু ২৯ জানুয়ারি। শ্রীলঙ্কা সফরে ফিট হ্যাজেলউডকে পাওয়ার আশায় রয়েছে অজি ম্যানেজমেন্ট।

সাইড স্ট্রেনের কারণে অ্যাডিলেডে নামতে পারেননি। এবার পুরো সিরিজ থেকেই ছিটকে গিয়ে হ্যাজেলউড হতাশ হয়ে পড়েছেন। বৃহস্পতিবার এই প্রসঙ্গে জোশ বলেছেন, ‘খুবই হতাশাজনক ঘটনা। কাফ মাসল, সাইড স্ট্রেন চোট গত চার বছর ধরে বারবার ভুগিয়েছে আমাকে। চলতি সিরিজের জন্য নিজেকে পুরোপুরি তৈরি করেছিলাম। জিমে সময় কাটিয়েছি। তারপরও এভাবে ছিটকে যাওয়ায় খারাপ লাগছে।’

ক্লাব ফুটবল উপভোগ করছেন সুনীল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : এই চল্লিশেও তিনি হ্যাটট্রিক করেন। খুব স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, পারতেন নাকি জাতীয় দলকে এখনও নিজের কাঁধে বয়ে নিতে যেতে?

সুনীল ছেত্রী অবশ্য শুধুই ফুটবলকে উপভোগ করছেন এখন। অবসর নিয়ে তাঁর কোনও আক্ষেপ নেই। বরং বলতে পারেন, ‘এই বেশ ভালো আছি।’ মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে খেলতে এসে এবং সম্প্রতি সংবাদসংস্থার সামনে একই কথা উঠে এসেছে তাঁর মুখে, ‘জানি, সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা বিভ্রান্তি আছে যে আমি কেন জাতীয় দলের থেকে অবসর নিলাম। মানুষের আবেগটা আমি বুঝি। শারীরিকভাবেও আমি ভালো জায়গাতেই আছি কিন্তু এটাও ঘটনা যে একটা বিশাল মাপের দলের আমি একটা ছোট্ট অংশ ছিলাম। এখন খুব শান্তিতে এবং আনন্দে আছি। মাথা ঠান্ডা থাকে। মানুষকে অনেকবেশি বুঝতে পারি। বলতে পারেন, আমি এখন আগে নিজের থেকেও বেশি দলের ফুটবলার।’ অর্থাৎ শুধুই ক্লাব ফুটবল উপভোগ করছেন তিনি। কেন একথা বলছেন, তার ব্যাখ্যাও দেন সুনীল, ‘অধিনায়ক হওয়ার আগে আমি শুধুই নিজের কথা ভাবতাম, অত্যন্ত স্বার্থপর ছিলাম। কিন্তু অধিনায়ক হওয়ার পর থেকে সেটা দলের ভাবনায় পরিণত হল। নিজের আচরণ, দলের ধ্যানধারণায়, সবকিছুতে। আর এই পরিবর্তনটা মানুষ হিসাবে আমাকে সাহায্য করেছে।’ সবসময় মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দু হতে পেরে তিনি যে ধন্য, একথাও বলেন সুনীল।

তবে এই মরশুমই তাঁর ক্লাবস্তরেও শেষ কি না তা অবশ্য পরিষ্কার করেননি।

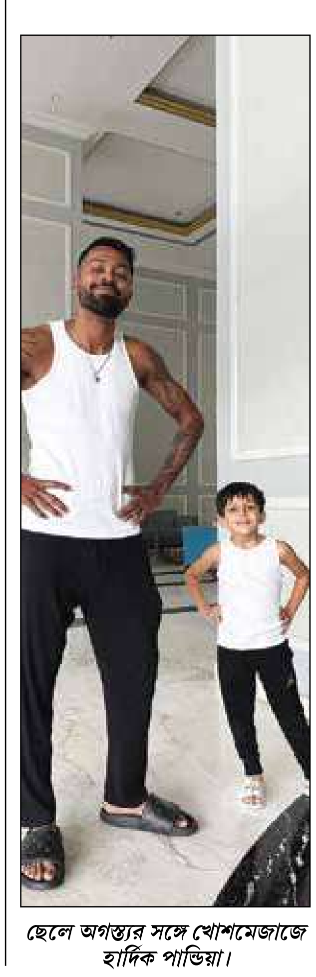

ছেলে অগস্ত্যর সঙ্গে খোশমেজাজে হার্দিক পান্ডিয়া।

ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ জয়ের ট্রফি নিয়ে রিয়াল মাদ্রিদের কিলিয়ান এমবাপে, রডরিগো, ভিনিসিয়াস জুনিয়ার ও জুডে বেলিংহাম।

চ্যাম্পিয়ন রিয়াল

দোহা, ১৯ ডিসেম্বর : ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপে চ্যাম্পিয়ন হল রিয়াল মাদ্রিদ। বুধবার তারা ফাইনালে ৩-০ গোলে হারাল মেক্সিকান ক্লাব পাচুকাকে ৩-০ গোলে হারিয়েছে তারা। ম্যাচের ৩৭ মিনিটে গোল করে রিয়ালকে এগিয়ে দেন কিলিয়ান এমবাপে। দ্বিতীয়ার্ধে ৫৩ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান রডরিগো। ৮৪ মিনিটে পেনাল্টি থেকে পাচুকার কফিনে শেষ পেরেকটি পোঁতেন ভিনিসিয়াস জুনিয়ার।

বুধবার রিয়াল কোচ হিসেবে একটি অনন্য নজির সৃষ্টি করেছেন কোচ কার্লো আন্সেলোত্তি। ইন্টারকন্টিনেন্টাল ট্রফি জেতার পর তিনি এখন লস ব্লাঙ্কোসদের ইতিহাসে সর্বোচ্চ ট্রফি জয়ী কোচ। এই নিয়ে ম্যাচের পর আন্সেলোত্তি বলেছেন, 'আমি গর্ব অনুভব করছি। রিয়াব মাদ্রিদ পৃথিবীর সেরা ক্লাব। এখানে কোচিং করানোর স্বপ্ন সবার থাকে।' তিনি আরও যোগ করেন, '২০২৪ সালটা খুব ভালোভাবে শেষ করলাম। আরও আত্মবিশ্বাস নিয়ে ২০২৫ সালটা শুরু করব।'

Office of the
Matiali Batabari No. I Gram Panchayat
P.O. Chalsa, Dist. Jalpaiguri

Memo No 448/MB-I GP Date : 19/12/2024

Applications are hereby invited from bonafide and interested persons/ entities/institutions/companies under Matiali Panchayat Samity area against distribution of stalls for rent at Chalsa Daily Market under Matiali Batabari No. I Gram Panchayat. Interested persons/ entities/institutions/companies please see Office Notice Board for further details.

Pradhan
Matiali Batabari No I
Gram Panchayat

ভালো খেলে জয় চায় বাগান

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : শুরুতে নড়বড়ে ভাব থাকলেও এই মুহূর্তে ধারাবাহিকতায় অবশ্যই টক্কর দেবে এফসি গোয়া। সেদিক থেকে দেখতে গেলে শুক্রবারের গোয়া-মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট দ্বৈরথ নিশ্চিতভাবেই আইএসএলের অন্যতম সেরা দুই দলের লড়াই।

লিগ-শিল্ডের লড়াইয়ে খানিকটা এগিয়ে গেলেও তাড়া করে আসা দলগুলির মধ্যে রয়েছে বেঙ্গালুরু এফসি ও গোয়াও। যার মধ্যে সুনীল ছেত্রীদের বিরুদ্ধে হারের পর অবশ্য এখন টানা আট ম্যাচ অপরাজিত মোহনবাগান। আর সেটাই তাদের আত্মবিশ্বাসী করে তুলেছে। আর এর জন্য কোচ-ফুটবলারদের দৃঢ় মানসিকতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছে চেন্নাইয়ান এফসি এবং কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে। দুই ম্যাচেই শেষ পাঁচ মিনিটে খেলার ভোলবদল করে তিন পয়েন্ট অর্জন করেছেন গ্রেগ স্টুয়ার্ট-আলবার্তো রডরিগেজরা। গোয়ার কোচ মানোলো মার্কুয়েজ বলছেন, তাঁর দল লিগের সবথেকে শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে নিজেদের মাঠে নামতে চলেছে। তাঁর মন্তব্য, 'সবথেকে শক্তিশালী দলের বিপক্ষে খেলতে হবে আমাদের। দলে একাধিক জাতীয় দলের ফুটবলার ছাড়াও আছে সেরা বিদেশিরা। তাই জিততে গেলে আমাদের খুবই লড়তে হবে।'

আইএসএলে আজ

এফসি গোয়া বনাম মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : গোয়া
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমা

এফসি গোয়া ম্যাচের প্রস্তুতিতে জেসন কামিংস। বৃহস্পতিবার।

কোচ হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা পরিষ্কার জানাচ্ছেন, তাঁর দলের মনোভাব বদলের কোনও সম্ভাবনাই নেই। ওখানকার গরমের সঙ্গে মানিয়ে নিতে এবার গোয়ায় গিয়ে পরপর দুইদিন অনুশীলন করলেন জেসন কামিন্সরা। দলের লক্ষ্য সম্পর্কে মোলিনার মন্তব্য, 'ভালো খেলা, যথাসম্ভব গোল করা ও কম গোল খাওয়া, এই তিনটি জিনিসই আমি ছেলেদের থেকে একসঙ্গে চাই। হয়তো সেরা খেলা না খেলেও ম্যাচ জিতেছি। কারণ আমাদের দল শক্তিশালী। ছেলেদের মধ্যে বোঝাপড়া ও চারিত্রিক দৃঢ়তা দুটিই আছে। কিন্তু সেটা আমার পছন্দ নয়। আমি চাই দল ভালো খেলে জিতুক।' তিনি যেটা বারবারই বলেন, গোয়াতে গিয়েও সেটাই বলছেন যে তাঁর কাছে শুক্রবারের ম্যাচটাই এখন সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর বক্তব্য, 'অবশ্যই শিল্ড জয়ের চেষ্টা থাকবে আমাদের। তার জন্য ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে হবে। তবে আপাতত আমাদের লক্ষ্য শুধু শুক্রবারের ম্যাচ। আশা করি গোয়ার বিপক্ষেও ভালো খেলে দল জিতবে।'

দলের সঙ্গে গেলেও স্টুয়ার্ট এই ম্যাচেও নেই। তবে মোলিনার দলে এইমুহূর্তে সুপার সাব হয়ে প্রায় প্রতি ম্যাচেই বাজিমাত করছেন জেসন কামিংস। কোচের বক্তব্য, 'সবাইকে একসঙ্গে মাঠে নামানো তো সম্ভব নয়। ফুটবলাররা আমার সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আমার বেঞ্চ শক্তিশালী। এটা আমার সুবিধা। পরে নেমে জেসন, আশিক কুরুনিয়ান, গ্রেগরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে, এটা আমার জন্য ভালো।' নিজের ঘরের মাটিতে ভালো খেলতে চান লিস্টন কোলাসোও। গোয়ান এই উইঙ্গারের বক্তব্য, 'নিজেদের রাজ্যের মানুষের সামনে খেলার অনুভূতি সবসময়ই স্পেশাল। আপাতত মোহনবাগানই আমার নিজের দল। আমাদের আসল লক্ষ্য শিল্ড ধরে রাখা। সঠিক পথেই এখনও পর্যন্ত আছি আমরা। আশা করছি, শুক্রবারও তিন পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছাড়ব।'

সেটা পারবেন কিনা তা সময়ই বলবে। তবে আইএসএলে গত চার বছরের রেকর্ড বলছে, অ্যাডভান্টেজ মোহনবাগান।

ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলনে অনুপস্থিত মহেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার থেকে জামশেদপুর ম্যাচের জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। এদিন অনুশীলনে অনুপস্থিত ছিলেন নাওরেম মহেশ সিং। তবে তিনি সুস্থ রয়েছেন। মহেশ শুক্রবার থেকে অনুশীলনে যোগ দিতে পারেন বলে জানা গিয়েছে। এদিন পাঞ্জাব ম্যাচে খেলা ফুটবলাররা রিকভারি সেশনেই ব্যস্ত ছিলেন বেশিরভাগ সময়। যদিও বাকি ফুটবলরাদের অনুশীলন করালেন অস্কার।

অনুশীলনে শুরুর দিকে গ্রিক স্ট্রাইকার দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস সাইডলাইনে থাকলেও পরের দিকে দলের সঙ্গে অনুশীলন করেন। তিনি জামশেদপুর ম্যাচে দলে ফিরতে পারেন। তবে আরেক বিদেশি হেক্টর প্রায় পুরো সময়টাই সাইডলাইনে কাটালেন। তবে অনুশীলনের পর তিনি অবশ্য জানিয়ে গেলেন, জামশেদপুর ম্যাচ খেলতে কোনও অসুবিধা নেই।

এদিকে, বৃহস্পতিবার ক্লাবের পক্ষ থেকে সরকারিভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়, মাদিহ তালাল বাকি মরশুমে খেলতে পারবেন না। ফলে আসন্ন ট্রান্সফার উইন্ডোতে তাঁর বিকল্প ফুটবলার খোঁজ শুরু করে দিয়েছেন লাল-হলুদ কর্তারা। এদিন এই বিষয়ে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকর্তা ও বিনিয়োগকারী কর্তাদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেন কোচ অস্কার ব্রুজোঁ।

ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলনে ক্রেইটন সিলভা।

বেতন সমস্যায় জেরবার মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৯ ডিসেম্বর : বেতন সমস্যা ক্রমশই প্রকট হয়ে উঠেছে সাদা-কালো শিবিরে। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের একাধিক ফুটবলারের দুই থেকে তিন মাসের বেতন বাকি রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে আসন্ন ট্রান্সফার উইন্ডোতে ক্লাব ছাড়তে চাইছেন বেশ কয়েকজন ফুটবলার। সব মিলিয়ে প্রবল সমস্যায় রেড রোডের ক্লাবটি।

বৃহস্পতিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে প্রায় ঘণ্টাদুয়েক অনুশীলন করে মহমেডান। সমস্যায় জর্জরিত থাকলেও কেরালা ম্যাচ থেকে ঘুরে দাঁড়াতে চাইছেন কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ। তিনি বলেছেন, 'এই পরিস্থিতি থেকে ঘুরে দাঁড়াতে আমাদের একটা জয়ের প্রয়োজন। একটা ম্যাচ জিততে পারলে আমরা ছন্দে ফিরব বলেই আশাবাদী।'

অ্যাপোলো বিশেষজ্ঞদের থেকে পরামর্শ নিন

Apollo HOSPITALS

নেফ্রোলজি ক্লিনিক

ডাঃ এম রঞ্জনী
এমডি (জেনারেল মেডিসিন), ডিএম (নেফ্রোলজি)
নেফ্রোলজি সংক্রান্ত পরামর্শদাতা
অ্যাপোলো হসপিটালস চেন্নাই

প্রস্রাবে অসংযমতা, ব্লাডারে অসুবিধা, ইউরিয়া এবং ক্রিয়েটিনিনের উচ্চমাত্রা, দুরারোগ্য রেনাল ব্যর্থতা, কিডনিতে অসুবিধা, গভীর রেনাল ব্যর্থতা, রেনাল প্রতিস্থাপন, ডায়ালিসিসের রোগী, মূত্রনালিতে সংক্রমণের হেতু পরামর্শ নিন এবং অনুরোধ করা হচ্ছে, সঠিক নথিপত্রের সঙ্গে নিজেদের নাম নিবন্ধীকরণ করুন।

গ্যাসট্রোএনটারোলজি ক্লিনিক

ডাঃ আদিত্য শাহ
এমবিবিএস, এমডি (জেনারেল মেডিসিন)
(মেডিকেল গ্যাসট্রোএনটারোলজি বিভাগের পরামর্শদাতা)
অ্যাপোলো ক্যানসার সেন্টার, টেয়নামপেট, চেন্নাই

লিভার, পিত্তথলি, অগ্ন্যাশয়, পেট, খাদ্যনালি/গ্রাসনালি, অন্ত্র, কোলন রেক্টাম সম্পর্কিত রোগের জন্য পরামর্শ নিন।

তারিখ এবং সময়	স্থান
সকাল ৮টা থেকে দুপুর ১টা রবিবার ২২শে ডিসেম্বর ২০২৪	অ্যাপোলো হসপিটালস (চেন্নাই) তথ্য প্রদান কেন্দ্র হলদিবাড়ি, নিউ মনোরমা ফার্মাসি, হলদিবাড়ি বাজার (ট্রাফিক মোড়ের নিকট) পিন-৭৩৫১২২

অ্যাপয়েন্টমেন্ট ও নিবন্ধীকরণের জন্য দয়া করে কল করুন :
9932992707 / 9614827525 / 8016699093